সমাজ বিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

সপ্তম শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সপ্তম শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞান ওয়ার্ক বুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়, গোমতী জেলা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল
সোসাইটি লিমিটেড ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গো সঙ্গো প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গো করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গো সঙ্গো শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি যারা তৈরি করেছেন

শ্রী ধ্রুব রঞ্জন ধর, শিক্ষক

শ্রীমতি অপর্ণা নন্দী, শিক্ষিকা

শ্রী বিশ্বজিত দাস, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি সায়ন্তিকা সেন, শিক্ষিকা

শ্রীমতি ভাস্বতী সেনগুপ্তা দেবনাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি রশ্মিতা দেব, শিক্ষিকা

শ্রীমতি আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা

শ্রীমতি শর্মিলা দেববর্মা, শিক্ষিকা

সূচিপত্র

আমাদের অতীত দিনগুলো

প্রথম অধ্যায় ঃ বিগত সহস্রাব্দের লক্ষণীয় পরিবর্তন	৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নতুন রাজবংশ ও তাদের রাজত্বকাল	১৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ দিল্লির সুলতানি শাসন	২১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ মুঘল সাম্রাজ্য	২৮
পঞ্চম অধ্যায় ঃ শাসকগণ এবং তাদের নির্মিত অট্টালিকাসমূহ	৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ শহর, ব্যবসায়ী এবং কারিগর শ্রেণি	৪২
সপ্তম অধ্যায় ঃ উপজাতি যাযাবর এবং স্থায়ী বাসিন্দা	৫০
অষ্টম অধ্যায় ঃ ভক্তি আন্দোলন	৫৭
নবম অধ্যায় ঃ আঞ্চলিক সংস্কৃতির সৃষ্টি	৬৬
দশম অধ্যায় ঃ অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক গঠন	৭৪

আধুনিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায় ঃ পরিবেশ	৮১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ	৮৬
তৃতীয় অধ্যায় ঃ আমাদের পরিবর্তনশীল পৃথিবী	৯২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বায়ু	৯৭
পঞ্চম অধ্যায় ঃ জল	১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী	১০৭
সপ্তম অধ্যায় ঃ মনুষ্য পরিবেশ - লোকবসতি, পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা	১১২
অষ্টম অধ্যায় ঃ ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষের পরিবেশের আন্তঃক্রিয়া	১১৭
নবম অধ্যায় ঃ মরু অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা	১২২

সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন

ইউনিট - ১ । ভারতীয় গণতন্ত্রে সাম্য	প্রথম অধ্যায় ঃ	সাম্যের ধারণা	১২৭
ইউনিট - ২ । রাজ্য সরকার	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	স্বাস্থ্য পরিসেবায় সরকারের ভূমিকা	১৩৩
	তৃতীয় অধ্যায় ঃ	রাজ্য সরকার কিভাবে কাজ করে	১৪০
ইউনিট - ৩ । লিঙ্গ বৈষম্য	চতুর্থ অধ্যায় ঃ	বালক ও বালিকা হিসেবে বেড়ে ওঠা সম্পর্কে	১৪৭
	পঞ্চম অধ্যায় ঃ	মহিলারা এই পৃথিবী পাল্টে দিতে পারেন	১৫৩
ইউনিট - ৪ । গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপন প্রচার	ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	গণমাধ্যম সম্পর্কে ধারণা	১৫৯
ইউনিট - ৫ । বাজার	সপ্তম অধ্যায় ঃ	আমাদের চারপাশের বাজার	১৬৫
	অষ্টম অধ্যায় ঃ	বাজারের একটি শার্ট সম্পর্কে	১৭১
		ভারতীয় গণতন্ত্রে সাম্য (পুনরালোচনা)	
	নবম অধ্যায় ঃ	সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই	১৭৭

প্রথম অধ্যায়

বিগত সহস্রাব্দের লক্ষণীয় পরিবর্তন

বিষয় সংক্ষেপ ঃ মানবসভ্যতার বিবর্তনের কাহিনি হল ইতিহাস। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মানচিত্র অঙ্কন ও মানচিত্রের ক্রমবিকাশের কথা । কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থান সম্পর্কে জানার জন্য মানচিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। আরব দেশীয় ভূগোলবিদ আল-ইদ্রিসি ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়টির ১নং মানচিত্রে ভারত উপমহাদেশের একটি খন্ডচিত্র এঁকেছেন। ২নং মানচিত্রে একজন ফরাসি দেশীয় মানচিত্রকার ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে একই অঞ্চল এঁকেছেন। তবে, এই দুটি মানচিত্র একেবারেই আলাদা। কারণ মানচিত্র দুটির সময়কাল এক নয়।

সময়ের সাথে সাথে মানচিত্র অঙ্কনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গৃহীত হয় এবং প্রাচীন দলিলপত্র, মানচিত্র, পুস্তক ইত্যাদি পাঠে ঐতিহাসিকদের অত্যন্ত সংবেদনশীল থাকতে হয়।

নতুন এবং পুরানো পরিভাষা ঃ

বিভিন্ন ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক রেকর্ড সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। মধ্যযুগীয় পার্শিয়ান ভাষা আধুনিক পার্শিয়ান থেকে পৃথক, এমনকি শব্দের অর্থেরও সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়েছে। যেমন “হিন্দুস্থান” শব্দটি, আজ আমরা এটিকে ভারত হিসাবে বুঝতে পারি, তবে ত্রয়োদশ শতকে আরব দেশীয় ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ পার্শিয়ান ভাষায় ‘হিন্দুস্থান’ বলতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু “ইন্ডিয়া” শব্দটির দ্বারা আমরা বর্তমান ভারত জাতি- রাষ্ট্রকেই বুঝি।

ঐতিহাসিকরা পরিভাষা প্রয়োগে বর্তমানে অনেক সচেতন। যিনি ভারতীয় নন, এমন ব্যক্তিই বিদেশী (Foreigner) । যদিও মধ্যযুগে এই শব্দদ্বারা বোঝানো হত এমন কোনো আগন্তুককে, যিনি সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই সমাজের সদস্য নন।

ঐতিহাসিক এবং তাদের উপাদানসমূহ ঃ

ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করার সময় মুদ্রা, শিলালিপি, স্থাপত্যশিল্প এবং বিভিন্ন লিখিত উপাদানসমূহের সাহায্য নেন। ৭০০-১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে লিখিত উপাদানের গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়েছে। তবে পান্ডুলিপি থেকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ প্রাক্ মুদ্রণ যুগের লিপিকারগণ প্রয়োজন মতো শব্দ বা বাক্যে কিছুটা পরিবর্তন করতেন।

নতুন সামাজিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠী ঃ

প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে খাদ্যশস্য - সবকিছুতেই মানুষের উন্নত চিন্তার প্রতিফলন এই সময় লক্ষ্য করা যায়। যেমন জলসেচের জন্য পার্শিয়ান চক্র, কাপড় বোনার চক্র, যুদ্ধের আগ্নেয়াস্ত্র, আলু, দানাশস্য, লংকা, চা, কফি ইত্যাদি। সুযোগের সন্ধানে এবং উপার্জনের জন্য লোকেরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। রাজপুতরা এসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও মারাঠা, শিখ, জাট, অহোম প্রমুখ গোষ্ঠীও এই সময় রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। সমাজে কায়স্থ নামে একটি শ্রেণি ছিল, যারা রাজদরবারে পেশাদার লেখকের কাজ করত। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের অগ্রগতিও চলতে থাকে এই সময়ে। অনেকে পশুপালন বা বিভিন্ন শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন করে। জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতিপঞ্চায়েত গঠন করত।

অঞ্চল ও সাম্রাজ্যে ঃ

চোল, খলজি, তুঘলক বা মোগলরা ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন পূর্বে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে গজনি এবং দক্ষিণ ভারত সহ এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পুরাতন এবং নূতন ধর্ম ঃ

এই সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের নুতন দেবদেবতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে, ব্রাহ্মণগণ তাদের সংস্কৃত জ্ঞানের জন্য সমাজ থেকে সম্মান পেলেন। এই সময়েই ভক্তিবাদের অবির্ভাব হয়েছিল । এর মূল বৈশিষ্ট হল পুরোহিতের সাহায্য ছাড়াই আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতি অগাধ ভক্তির মাধ্যমে কৃপালাভ। ইসলাম ধর্মেরও তখনই অবির্ভাব ঘটে। কোরান এই ধর্মের পবিত্র গন্থ।

সময় এবং ঐতিহাসিক যুগ নিয়ে ভাবনা ঃ

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্রমবিবর্তনের ধারাকে ঐতিহাসিকরা সময়ের মানদন্ডে বিচার করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে ভাগ করেছেন। সর্বোপরি 'মধ্যযুগে'র সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক যুগের তুলনা করা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। যেসব মৌলিক তথ্যের সাহায্যে ইতিহাস রচনা করা হয়, তাকে ইতিহাসের .... বলে।

২। মুদ্রা ও লিপি .... উপাদান।

৩। মুসলিমরা দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, একটি শিয়া অপরটি হল .... ।

উত্তর সংকেত ঃ ১। উপাদান (২) প্রত্নতাত্ত্বিক (৩) সুন্নি

সত্য / মিথ্যা লেখো ঃ

১। বনাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষিজমি তৈরি হয়।

২। গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন পারস্যের সুলতান।

৩। 'ভক্তি' আন্দোলনের সৃষ্টি মধ্য যুগের অন্যতম পরিবর্তন।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য (২) মিথ্যা (৩) সত্য

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর ঃ

১। মহাফেজখানা হল—

অ) যেখানে দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় (আ) কাপড় চোপড় রাখা হয়

ই) প্রসাধন সামগ্রী রাখা হয় (ঈ) ঔষধপত্র যত্ন করে রাখা হয়

২। যাঁরা ইতিহাস রচনা করেন, তাঁদের বলা হয়—

অ) সাহিত্যিক (আ) ঐতিহাসিক (ই)প্রত্নতাত্ত্বিক (ঘ) বিজ্ঞানী

৩। 'ইন্ডিয়া' কথাটি যে শব্দ থেকে এসেছে—

অ) হিন্দু (আ) হিন্দ (ই) সিন্ধু (ঈ) কোনটাই নয়।

উত্তর সংকেত ঃ ১। অ) যেখানে দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় (২) (আ) ঐতিহাসিক (৩) (ই) সিন্ধু

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান -১

১। আরবদেশীয় ভূগোলবিদ আল ইদ্রিসি কবে ভারত উপমহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন?

উঃ- আরবদেশীয় ভূগোলবিদ আল ইদ্রিসি ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারত উপ-মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

২। মিনহাজ -ই-সিরাজ কোন দেশীয় ঐতিহাসিক ছিলেন?

উঃ- মিনহাজ -ই - সিরাজ আরব দেশীয় ঐতিহাসিক ছিলেন।

৩। মিনহাজ-ই-সিরাজ 'হিন্দুস্থান' বলতে কোন অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন?

উঃ- মিনহাজ-ই-সিরাজ 'হিন্দুস্থান' বলতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ দিল্লি সুলতানি শাসনাধীন অঞ্চলকেই বুঝিয়েছেন।

৪। বিদেশীকে হিন্দিতে কী বলা হত?

উঃ- বিদেশীকে হিন্দিতে বলা হত 'পরদেশী'।

৫। বিদেশীকে পার্শিয়ান ভাষায় কী বলা হত?

উঃ- বিদেশিকে পার্শিয়ান ভাষায় 'আজনবি' বলে।

৬। পান্ডুলিপি রচনাকারদের কী বলা হত?

উঃ-পান্ডুলিপি রচনাকারদের বলা হত লিপিকার।

৭। ভারতবর্ষ সম্পর্কে 'হিন্দ' শব্দটি কে ব্যবহার করেন?

উঃ-ভারতবর্ষ সম্পর্কে 'হিন্দ' শব্দটি আমির খসরু ব্যবহার করেন।

৮। মধ্যযুগে পাণ্ডুলিপিগুলি কেন হাতে লিখে কপি করে রাখা হত?

উঃ-মধ্য যুগে কোনো ছাপাখানা ছিল না বলে পাণ্ডুলিপিগুলি হাতে লিখে কপি করে রাখা হত।

৯। মধ্য যুগে কাপড় বোনার জন্য কী প্রযুক্তি বাবহার করা হত?

উঃ-মধ্য যুগে কাপড় বোনার জন্য স্পিনিং চক্র ব্যবহার করা হত।

১০। মধ্যযুগে চাষাবাদের জন্য কী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হত?

উঃ-মধ্যযুগে চাষাবাদের জন্য পার্শিয়ান চক্র ব্যবহার করা হত।

১১। 'রাজপুত' শব্দাটি কোন্ শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে?

উঃ-'রাজপুত' শব্দটি রাজনপুত্র থেকে এসেছে।

১২। 'ক্ষত্রিয়' কারা?

উঃ-অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত সময়টি ছিল যুদ্ধরত কয়েকটি গোষ্ঠী বা দলের প্রাধান্যের যুগ। এদের বলা হয় ক্ষত্রিয়।

১৩। 'কায়স্থ' কারা?

উঃ-যারা রাজদরবারে পেশাদার লেখক বা সচিবের কাজ করত, তাদের বলা হত কায়স্থ।

১৪। মধ্য যুগে কৃষিকাজের পাশাপাশি অন্য কোন জীবিকায় অনেকে দক্ষতা অর্জন করে?

উঃ-কৃষিকাজের পাশাপাশি অনেকে পশুপালন বা বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন করে।

১৫। গজনি কোথায় অবস্থিত ছিল?

উঃ-গজনি আফগানিস্তানে অবস্থিত ছিল।

১৬। গৌড় বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝাত?

উঃ-গৌড় বলতে বঙ্গদেশকে বোঝাতো।

১৭। দ্বারসামুদ্রি কোন অঞ্চলের ভাষা?

উঃ- দ্বারসামুদ্রি দক্ষিণ কর্ণাটক অঞ্চলের ভাষা।

১৮। কে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলিক ভাষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন?

উঃ- আমির খসরু ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

১৯। কোন ভাষায় পান্ডিত্য অর্জনের কারণে ব্রাহ্মণ শ্রেণি সমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসেছে?

উঃ- সংস্কৃতি ভাষায়পান্ডিত্য অর্জনের কারণে ব্রাহ্মণ শ্রেণি সমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসেছে।

২০। মধ্যযুগে নতুন কোন ধর্মের ভারতীয় উপমহাদেশে আবির্ভাব ঘটে?

উঃ- মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের ভারতীয় উপমহাদেশে আবির্ভাব ঘটে।

২১। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

উঃ- মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কোরান।

২২। ভারতে মধ্যযুগের শুরু কখন থেকে হয়?

উঃ- ভারতে মধ্যযুগের শুরু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে হয়।

২৩। পাঠ্যপুস্তকে পুরাতন এবং নতুন ধর্ম কাকে বলা হয়েছে?

উঃ-পাঠ্যপুস্তকে পুরাতন ধর্ম- হিন্দুধর্ম এবং নতুনধর্ম ইসলাম ধর্মকে বলা হয়েছে।

২৪। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে ক-টি যুগে ভাগ করেছেন?

উঃ-ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। যথা- হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ।

২৫। আধুনিক ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে ক-টি যুগে ভাগ করেছেন?

উঃ-আধুনিক ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে বর্তমানে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। যথা- প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ।

২৬। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

উঃ-ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন হজরত মহম্মদ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলো কী কী?

উঃ- মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলো হল - ক) মুদ্রা, (খ) লিপি, (গ) স্থাপত্যশিল্প এবং (ঘ) বিভিন্ন লিখিত উপাদানসমূহ। এছাড়া সাহিত্য, শাসক শ্রেণির কালানুক্রমিক ইতিহাস, চিঠিপত্র, সাধুসন্তদের বাণী, আবেদনপত্রাদি, বিচার সংক্রান্ত দলিলপত্র, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদি।

২। ইসলাম ধর্মের অনুরাগীরা কয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন ও কী কী?

উঃ- ইসলাম ধর্মের অনুরাগীরা প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। যথা- শিয়া ও সুন্নি।

৩। দুইজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো, যাঁদের রচনা থেকে আদি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস জানা যায়?

উঃ- মিনহাজ -ই-সিরাজ এবং আমির খসরুর রচনা থেকে আদি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস জানা যায়।

৪। দিল্লি সুলতানির কোন্ দুজন রাজার নাম তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ আছে?

উঃ- গিয়াসউদ্দিন বলবন এবং মহম্মদ বিন তুঘলক এর নাম পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ আছে।

৫। মূল পান্ডুলিপির সঙ্গে লিপিকারদের পান্ডুলিপি কীভাবে বিরাট পার্থক্য তৈরি করত ?

উঃ- প্রাক্মুদ্রণ যুগের লিপিকারগণ প্রয়োজনমত শব্দ বা বাক্যে কিছুটা পরিবর্তন করতেন। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সকল ছোটো খাটো পরিবর্তনগুলি মূল পান্ডুলিপির সঙ্গে বিরাট পার্থক্য তৈরি করত।

৬। নতুন সংযোজিত কয়েকটি খাদ্যের নাম লেখো।

উঃ- এই সময়ে নতুন সংযোজিত কয়েকটি খাদ্য হল আলু, দানাশস্য, লংকা, চা, কফি ইত্যাদি।

৭। মধ্য যুগের দুটি সমন্বয়বাদী আন্দোলনের নাম লেখো।

উঃ- মধ্য যুগের দুটি সমন্বয়বাদী আন্দোলন হল ভক্তি আন্দোলন ও সুফি আন্দোলন।

৮। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সাম্রাজ্যসীমা লেখো।

উঃ- সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন পূর্বে বঙ্গদেশ, পশ্চিমে আফগানিস্থানের গজনি এবং দক্ষিণ ভারত সহ এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ৭০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস কেন পরিবর্তনের ইতিহাস ছিল ?

উঃ- ৭০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী প্রায় এক সহস্রাধিক বছরের ইতিহাস রচনা ছিল ঐতিহাসিকদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ এই সময়কার সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পরিবর্তন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ।

ক) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঃ - এর মধ্যে অন্যতম হল জমিতে জলসেচের জন্য পার্শিয়ান চক্র, কাপড় বোনার চাকা, যুদ্ধের আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি

খ) খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তন ঃ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটে। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও হল নতুন সংযোজন - যেমন আলু, দানাশস্য, লংকা, চা, কফি ইত্যাদি।

গ) মনে রাখতে হবে প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে খাদ্যশস্য সবকিছুতেই যে পরিবর্তন ঘটেছে সবই হল মানুষের উন্নত চিন্তার ফসল।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের তিনটি যুগ কী কী ?

উঃ- ভারতবর্ষের ইতিহাসের যুগ বিভাজন সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তবে সব ঐতিহাসিকই যুগ বিভাজনে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে বিচার করেছেন।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতামত ঃ ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ এই তিনটি যুগে ভাগ করেছেন।

ঐতিহাসিক যুগ নিরুপনের এই মানদন্ডে শাসকদের ধর্মীয় পরিচিতিই প্রাধান্য পায়। এছাড়া এই উপমহাদেশের বর্ণময় বৈচিত্র্যও অবহেলিত হয়। এই ধরনের যুগ বিভাজন অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতামত ঃ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাসকে (ক) প্রাচীন (খ) মধ্য (গ) আধুনিক - এই তিন যুগে বিভক্ত করেছেন, যা সর্বজনস্বীকৃত।

এই যুগ বিভাজনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনকে বিচার করা হয়েছে। কারণ এই সহস্রাব্দের ইতিহাসে ভারতবর্ষ অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী। এই সময়ে নানা বিষয়ে উন্নয়ন এবং অগ্রগতি যেমন হয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক সমস্যা এবং সংঘাত। মানুষের অগ্রগতি এবং পরিবর্তনকে বিচার করে ঐতিহাসিকরা এই যুগ বিভাজন করেছেন যা ইতিহাসসম্মত।

নিজে করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৩

১। ঐতিহাসিক এবং তাদের উপাদান সম্পর্কে লেখো?

২। ভক্তিবাদের মূল আদর্শ সম্পর্কে লেখো।

৩। নতুন ধর্ম সম্পর্কে লেখো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত ধর্মীয় বিবর্তনের কথা উল্লেখ করো।

২। ভারতের ইতিহাসের যুগগুলো সম্পর্কে আলোচনা করো।

Teacher's Note

'নিজে করো' - অংশে শিক্ষার্থী নিজে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করবে। উত্তরের ভাষা হবে সহজ ও সুস্পষ্ট। ১নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে তৃতীয় পৃষ্ঠার ঐতিহাসিক এবং তাদের উপাদান সমূহ অংশ থেকে দেখবে। বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়ে যথাযথ উত্তর তৈরি করবে। ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যপুস্তকের অষ্টম পৃষ্ঠার 'পুরাতন এবং নতুন ধর্ম' অংশটি ভালো করে পড়বে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে পুরাতন এবং নতুন ধর্ম অংশটি দেখে তৈরি করবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীরা ৮ম পৃষ্ঠার 'পুরাতন এবং নতুন ধর্ম' বিষয়বস্তুর সাহায্য নেবে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৯ম পৃষ্ঠা ভালো করে পড়বে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নতুন রাজবংশ ও তাদের রাজত্বকাল

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের এক ঐতিহাসিক ঘটনা হল রাজতন্ত্রের উৎপত্তি। দীর্ঘ সময়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল স্বাধীন। সমাজে ছিল সাম্য। সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে ধীরে ধীরে এল দাস প্রথা, সামন্ততন্ত্র। শক্তিশালী সামন্ত প্রভুরাই শেষে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

নতুন রাজবংশের উত্থান ঃ

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় জমিদারদের আধিপত্য ছিল। এঁরা মহাসামন্ত বা মহামন্ডলেশ্বর অভিধায় ভূষিত হতেন। সুযোগ পেলে রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এরা নিজেদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করতেন। এঁরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতেন। যেমন রাষ্ট্রকূট বংশের প্রধান দন্তিদুর্গ চালুক্যদের ক্ষমতাচ্যুত করার পর হিরণ্যগর্ভ নামে যজ্ঞ করেছিলেন।

রাজ্যগুলোর প্রশাসন ঃ

নতুন রাজারা অনেকেই 'মহারাজ অধিরাজ', 'ত্রিভুবন- চক্রবর্তী' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করতেন। তারা সামন্ত, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, কৃষকদের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছিলেন।

রাজার আয়ের উৎস ছিল কৃষি, পশুপালন এবং শিল্পোৎপাদন থেকে সংগৃহীত কর। এই অর্থ দিয়ে রাজপরিবারের ব্যয় নির্বাহ, মন্দির ও দূর্গ নির্মাণ করা হত।

প্রশস্তি ও ভূমিদান প্রথা ঃ

রাজাদের বিজয়াভিযান, সাহসিকতা, দানশীলতা নিয়ে প্রশস্তিপত্র রচনা প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ শ্রেণির লোকেরা রাজাদের গুণকীর্তন সম্বলিত এসকল প্রশস্তিপত্র রচনা করতেন। বিনিময়ে রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সকল প্রশস্তিপত্র ছিল অতিরঞ্জিত। কলহনের লেখা ভারতের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিনী' কাশ্মীরের রাজাদের নিয়ে লেখা হয়েছিল।

সম্পদের জন্য যুদ্ধ ঃ

গুর্জর প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল রাজবংশের শাসকরা কনৌজের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে 'ত্রি-পক্ষীয় দ্বন্দ্বে' লিপ্ত হয়েছিল। শাসকরা মন্দির নির্মাণ করে তাদের ক্ষমতা এবং সম্পদের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। মন্দিরে অধিকাংশ ধনসম্পদ সঞ্চিত থাকত। তাই বহিরাগত রাজাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠত এই মন্দিরগুলো।

গজনির শাসক সুলতান মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। আল-বিরুনি রচিত 'কিতাব-উল-হিন্দ' মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

পৃথ্বীরাজ চৌহান ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে আফগান শাসক মহম্মদ ঘোরিকে পরাজিত করেছিলেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

চোল সাম্রাজ্য ঃ

উড়াইয়ুরের এক চোল শাসক বিজয়ালয় নবম শতকের মধ্যভাগে মুখাইয়ার কাছ থেকে এক উপত্যকা অঞ্চল দখল করেন। তিনি সেখানে তাঞ্জাভুর শহরটি নির্মাণ করেন এবং সেখানে বিখ্যাত নিসম্ভু সুদিনী মন্দির নির্মাণ করেন। চোল বংশের ক্ষমতাশালী রাজা প্রথম রাজরাজ ৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং সাম্রাজ্যের আশে-পাশের অধিকাংশ অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র চোল সাম্রাজ্যের সীমা সর্বাধিক প্রসারিত করেন। তিনি পান্ড্য ও চের রাজ্য চোল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি চালুক্যদের পরাজিত করেন। রাজেন্দ্র গঙ্গা উপত্যকা, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও অভিযান চালিয়েছিলেন। বঙ্গ বিজয়ের পর তিনি 'গঙ্গাইকোন্ড চোল' উপাধি ধারণ করেন। কাবেরী নদীর তীরে তিনি 'গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন চোল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। দ্বাদশ শতকে...................... রাজাদের নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় একটি দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

২। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের পর ভারতবর্ষে বহু নতুন .... প্রতিষ্ঠা হয়।

৩। চোল রাজ্যে কৃষি সমৃদ্ধির উৎস ছিল............ নদীর জল।

উত্তর সঙ্কেত ঃ ১। কাশ্মীরের (২) রাজবংশের (৩) কাবেরী

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন—

ক) এগারো বার (খ) তেরো বার (গ) পনেরো বার (ঘ) সতেরো বার

২। প্রাচীন ভারতে শক্তিশালী নৌবাহিনী তৈরি করেন—

ক) রাষ্ট্রকূটরা (খ) চালুক্যরা (গ) চোলরা (ঘ) পালরা

৩। সপ্তম শতকে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল—

ক) বহু বাহুবলী জমিদার শ্রেণি (খ) কৃষক সংগঠন (গ) ব্যবসায়ী সংগঠন (ঘ) লেখক শিল্পীগোষ্ঠী

উত্তর সংকেত ঃ

১। ঘ) সতেরো বার

গ) চোলরা

ক) বহু বাহুবলী জমিদার শ্রেণি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ **উত্তর মান - ১**

১। দন্তিদুর্গ কে ছিলেন?

উঃ- দন্তিদুর্গ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

২। 'হিরণ্যগর্ভ' নামে যজ্ঞানুষ্ঠান কে করেছিলেন?

উঃ- রাষ্ট্রকূট রাজা দন্তিদুর্গ 'হিরণ্যগর্ভ' নামে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।

৩। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন?

উঃ- রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন কলহন।

৪। ময়ূরশর্মন কোন বংশীয় সামন্ত ছিলেন?

উঃ- ময়ূরশর্মন কদম্ব বংশীয় সামন্ত ছিলেন।

৫। রাজতরঙ্গিনী কোন সময় লেখা হয়েছিল?

উঃ- রাজতরঙ্গিনী দ্বাদশ শতকে লেখা হয়েছিল।

৬। সুলতান মামুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন?

উঃ- সুলতান মামুদ গজনির সুলতান ছিলেন।

৭। সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন?

উঃ- সুলতান মামুদ ১৭বার ভারত আক্রমণ করেন।

৮। সোমনাথ মন্দির কে লুন্ঠন করেন?

উঃ- গজনির সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুন্ঠন করেন?

৯। কনৌজের অধিকারের জন্য ত্রি-পক্ষীয় দ্বন্দ্ব কাদের মধ্যে ঘটে?

উঃ- কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ত্রি-পক্ষীয় দ্বন্দ্বে গুর্জর প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পালবংশীয় রাজারা লিপ্ত হন।

১০। আল-বিরুনির লেখা গ্রন্থটির নাম কী?

উঃ- আল -বিরুনির লেখা গ্রন্থটির নাম হল কিতাব-উল-হিন্দ।

১১। তৃতীয় পৃথ্বীরাজ কোন বংশের রাজা ছিলেন?

উঃ- তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান বংশের রাজা ছিলেন।

১২। চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উঃ- চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয়ালয়।

১৩। প্রথম রাজরাজ চোল কখন সিংহাসনে বসেন?

উঃ- প্রথম রাজরাজ চোল ৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

১৪। চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

উঃ- চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা চিলেন প্রথম রাজেন্দ্র চোল।

১৫। কোন রাজা 'গঙ্গাইকোন্ড চোল' উপাধি ধারণ করেন?

উঃ- প্রথম রাজেন্দ্র চোল 'গঙ্গাইকোন্ড চোল' উপাধি ধারণ করেন।

১৬। 'গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম' নামে নূতন রাজধানী কে স্থাপন করেন?

উঃ- প্রথম রাজেন্দ্র চোল 'গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম' নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

১৭। কোন্ চোল রাজা বঙ্গবিজয় করেন?

উঃ- প্রথম রাজেন্দ্র চোল বঙ্গবিজয় করেন।

১৮। চোলদের ভূমি রাজস্বকে কী বলা হত?

উঃ- চোলদের ভূমি রাজস্বকে বলা হত কিদমাই।

২০। নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের রাজারা কী কী উপাধি গ্রহণ করতেন?

উঃ- নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের রাজারা 'মহারাজা অধিরাজ', 'ত্রিভুবন চক্রবর্তী' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করতেন।

২১। প্রশস্তি রচনার মূল্য স্বরূপ রাজারা কাদের ভূমিদান করতেন?

উঃ- প্রশস্তি রচনার মূল্যস্বরূপ রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কখন, কাদের মধ্যে হয়?

উঃ- তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ও আফগান শাসক মহম্মদ ঘোরির মধ্যে হয়।

২। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কখন, কাদের মধ্যে ঘটে?

উঃ- তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরির মধ্যে ঘটে।

৩। সুলতান মামুদের সঙ্গে কে ভারতে আসেন? তাঁর লেখা বইটি থেকে কী জানা যায়?

উঃ- সুলতান মামুদের সঙ্গে আল-বিরুনি ভারতে আসেন। তাঁর লেখা গ্রন্থটির নাম কিতাব-উল-হিন্দ।

এই গ্রন্থটি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তৎকালীন ভারতের জনজীবন সম্পর্কে জানা যায়।

৪। তরাইনের দুটি যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল?

উঃ- তরাইনের প্রথম যুদ্ধে আফগানিস্তানের শাসক মহম্মদ ঘোরি চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হন ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রিঃ) চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ আফগান শাসক মহম্মদ ঘোরির নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

৫। 'ভোট্ট' কী?

উঃ- 'ভোট্ট' ছিল এক বিশেষ ধরনের ট্যাক্স যা নগদ অর্থে গ্রহণ করা হত না। জোর করে শ্রমের মাধ্যমে আদায় করা হত।

৬। কর্ণাটক এবং রাজস্থানে কারা সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন?

উঃ- যথাক্রমে কদম্ব এবং গুর্জর - প্রতিহাররা কর্ণাটক ও রাজস্থানে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

৭। নূতন রাজারা কাদের সাহায্য নিয়ে রাজত্ব পরিচালনা করতেন?

উঃ-নূতন রাজারা সামন্তশ্রেণি, কৃষক, বনিক এবং ব্রাহ্মণদের সাহায্য নিয়ে রাজত্ব পরিচালনা করতেন।

৮। চোল শিল্প কলায় ব্রোঞ্জ-এর প্রাধান্য কী রকম ছিল?

উঃ- চোল মন্দির শিল্প নৈপুণ্যের অন্যতম অঙ্গ হল ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি। চোলদের নির্মিত ব্রোঞ্জমূর্তি পৃথিবীর সুন্দরতম শিল্পকর্মের মধ্যে অন্যতম।

৯। 'উর' এবং 'নাড়ু' কী?

উঃ- চোল আমলে গ্রামীণ এলাকাকে 'উর' বলা হত। আর এই রকম কতগুলো গ্রামীণ একককে এক সঙ্গে বলা হত 'নাড়ু'।

১০। ভেল্লা কারা? তাদের কাজ কী ছিল?

উঃ- ভেল্লা হল এক শ্রেণির ধনী কৃষক। এরা 'নাড়ু'-গুলো নিয়ন্ত্রণ করত।

১১। অগ্রহার ব্যবস্থা কাকে বলে?

উঃ- রাজারা প্রায়শই ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন, যা অগ্রহার ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল।

১২। চোল রাজারা ধনী ভূস্বামীদের কী কী উপাধি প্রদান করতেন?

উঃ- চোল রাজারা ধনী ভূস্বামীদের 'মুভেন্দা ভেলন', 'আর‍্যাইয়ার' প্রভৃতি উপাধি প্রদান করতেন।

১৩। চৌহান বংশীয় রাজারা কোথায় রাজত্ব করতেন?

উঃ- চাহমান বংশীয় রাজারা পরবর্তী কালে চৌহান নামে পরিচিত হন। চৌহান রাজারা দিল্লি, আজমির এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে রাজত্ব করতেন।

১৪। 'প্রশস্তিপত্র' রচনা বলতে কী বোঝ?

উঃ- সাধারণত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ শ্রেণির লোকেরা রাজাদের বিজয়াভিযান, সাহসিকতা, দানশীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশস্তিপত্র রচনা করতেন এবং রাজাদের সন্তুষ্টিবিধান করে বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্তি আদায় করতেন।

১৫। ‘নগরম’ কী? এর কাজ কী ছিল?

উঃ- ‘নগরম’ নামে ব্যবসায়ী সমিতি পরিচিত ছিল। এই সমিতি শহরের প্রশাসনিক কাজকর্ম কখনো কখনো দেখাশোনা করত।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ‘ত্রি-পক্ষীয়-দ্বন্দ্ব’ সম্পর্কে লেখো।

উঃ- সমৃদ্ধশালী কনৌজের ওপর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ‘গুর্জর-প্রতিহার’, রাষ্ট্রকূট এবং পাল বংশীয় রাজারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে এই দীর্ঘ সংগ্রামে তিনটি পক্ষ লিপ্ত ছিল বলে ঐতিহাসিকরা একে ত্রি-পক্ষীয় দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করেছেন। এই দীর্ঘ সংগ্রামে তিনপক্ষ লিপ্ত থাকায় তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ- সুলতান মামুদ ৯৯৭ - ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গজনির শাসক ছিলেন। মধ্য এশিয়া, ইরান এবং ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের পেছেনে তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের মন্দিরগুলোর সম্পদ লুন্ঠন করা।

সুলতান মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুন্ঠন করেন। তাঁর লুন্ঠিত সম্পদের অধিকাংশই তিনি গজনিতে নিয়ে যান এবং গজনিকে একটি ঐশ্বর্যময় রাজধানীতে পরিণত করেন।

সুলতান মামুদ ভারত উপমহাদেশের মানুষ সম্পর্কে জানবার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশিষ্ট পন্ডিত আল বিরুনিকে দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। কিতাব -উল-হিন্দ নামে আরবি ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

নিজে করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব লেখো।

২। ইতিহাস রচনায় প্রশস্তির ভূমিকা লেখো।

৩। নতুন রাজবংশের উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৪। চোল সাম্রাজ্যের জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। চোল আমলে মন্দির ও স্থাপত্যশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। চোল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও।

Teacher’s Note

এই অধ্যায়ে ‘নিজে তৈরি করো’ - অংশে বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যপুস্তকের ১৪নং পৃষ্ঠার ‘প্রশস্তি ও ভূমিদান প্রথা’ অংশের শেষভাগে ভালো করে পড়বে। প্রশ্ন নং ২ - তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব এর উত্তর তৈরি করতে ১৫নং পৃষ্ঠা পড়বে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে ১৩ এবং ১৪নং পৃষ্ঠার ‘প্রশস্তি ও ভূমিদান প্রথা-র’ প্রথম ভাগ যথাযথভাবে পড়বে। ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ১১নং পৃষ্ঠার ‘নূতন রাজবংশের উত্থান অংশটি পড়বে। ৫নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যপুস্তকের ১৭ এবং ১৮ নং পৃষ্ঠার ‘কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা’ অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়বে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এরউত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের ১৬নং পৃষ্ঠার ‘শোভামন্ডিত মন্দির ও ব্রোঞ্জের স্থাপত্যশিল্প’ অংশটি ভালো করে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীরা ১৬নং পৃষ্ঠার ‘চোল সাম্রাজ্য’ অংশের সাহায্য নেবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দিল্লির সুলতানি শাসন

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

দ্বাদশ শতকে দিল্লি একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরে পরিণত হয়। রাজপুতদের সময়ে দিল্লি প্রথমে একটি রাজ্যের রাজধানী হয়, যাদের আজমিরের চৌহানরা দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে পরাজিত করেছিলেন।

দিল্লি এমন একটি রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়েছিল যা এই উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করত। অবশ্য ত্রয়োদশ শতকে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর গুরত্ব বৃদ্ধি পায়।

দিল্লির সুলতানগণ ঃ

দিল্লিতে রাজপুত, তুর্কি, খলজি, তুঘলক, সৈয়দ এবং লোদি এই ছয়টি বংশের শাসকরা রাজত্ব করেছেন ক্রমান্বয়ে। শিলালিপি, মুদ্রা, স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি থেকে সুলতানি যুগের ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। দিল্লির সুলতানি শাসনের সরকারি ভাষা ছিল পার্শি।

ইতিহাস গ্রন্থকে পার্শি ভাষায় বলা হয় তারিখ (একবচন) / ত্বারিখ (বহুবচন)। ত্বারিখের লেখক ছিলন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাই, যেমন সচিব, প্রশাসক, কবি ও সভাসদ প্রমুখ। লেখকগণ নগরে বাস করতেন। কদাচিৎ কেউ গ্রামে থাকতেন। এরা পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সুলতানদের মনমতো ইতিহাস লিখতেন। অভিজাত শ্রেণির রাজকীয় কাজে 'জন্মগত অধিকার' এবং পুরুষের 'লিঙ্গাগত' শ্রেষ্ঠতাকে সমাজের 'আদর্শ' ভিত্তি হিসাবে সংরক্ষণের পরামর্শ দিতেন। অবশ্য এই ধরনের চিন্তাভাবনার প্রতি সকলের সমর্থন ছিল না।

ইলতুতমিসের মেয়ে রাজিয়া ১২৩৬ সালে দিল্লির সুলতান হন। তিনি তার বাবা দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি তার সমস্ত ভাইদের চেয়ে বেশি দক্ষ ও যোগ্য ছিলেন। যদিও সেই সময় একজন শাসক হিসাবে কোনও রাণী পেয়ে কেউ খুশি হননি। তিনি ১২৪০ সালে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন।

সুলতানি শাসনের বিস্তার ঃ

বঙ্গাদেশ এবং সিন্ধু অঞ্চলের দুর্গশহরগুলি দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল খুবই কঠিন। আফগানিস্তানের দিক থেকে মোঙ্গাল আক্রমণেরও সম্মুখীন হতে হত দিল্লিকে। এছাড়া সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রায়ই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ করত। খুব কম ক্ষেত্রেই সুলতানগণ এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হতেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ বিন তুঘলক এই ধরনের বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুলতানি শাসনের প্রথম দিকের অভিযানগুলির লক্ষ্য ছিল পার্শ্ববর্তী দুর্গশহরগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুলতানি সাম্রাজ্যের বাইরের অঞ্চলসমূহকে অধিকারের লক্ষ্য স্থির করা হয়। আলাউদ্দিন খলজির শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে অভিযান পরিচালিত হয় এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল পর্যন্ত এই অভিযান চলে। তাঁর আমলে এই উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সুলতানি শাসনাধীনে আসে। সুলতানরা সাম্রাজ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ।

মসজিদ ঃ মসজিদ হল এমন একটি স্থান যেখানে মুসলমানরা সমবেতভাবে আল্লাহ-র নিকট প্রার্থনা করেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা একজন জ্ঞানী পুরুষকে ধর্মীয় প্রার্থনার কাজ পরিচালনার জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। এই উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে সুলতানরা বেশ কিছু মসজিদ নির্মাণ করেন। যেমন কোয়াত-আল-ইসলাম মসজিদ।

খলজি এবং তুঘলকদের প্রশাসনিক সুদৃঢ়করণ ঃ ইলতুতমিস মূলত ক্রীতদাসদের মধ্য থেকেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং প্রশাসক নিয়োগ করতেন। এদেরকে পার্শি ভাষায় বলা হত ‘বন্দেগান’। খলজি এবং তুঘলক বংশের সুলতানগণ ‘বন্দেগান’ প্রথা চালু রেখেছিলেন। এই সকল ক্রীতদাসগণ তাদের প্রভুর অত্যন্ত অনুগত থাকত। সরকারি কাজে বংশমর্যাদার কোনো গুরুত্ব দেওয়া হত না।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক কর্তৃক নিয়োজিত পদাধিকারীগণ ঃ সুলতান নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক-একজনকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করতেন। এরকম ভূভাগীয় একককে বলা হত ‘ইক্তা’। ইক্তার কাজকর্ম যারা দেখাশোনা করতেন তাদের বলা হত ‘ইক্তাদার’ বা ‘মুক্তি’। ইক্তাদারদের কাজকর্ম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে।

এসময় তিন ধরনের কর প্রচলিত ছিল - ক) পঞ্চম শতাংশ হারে খরাজ নামক কৃষি উৎপাদন কর। (খ) পশুপালন কর এবং গৃহ কর।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে দিল্লির সুলতানি ঃ তুঘলকদের শাসনের পর সৈয়দ এবং লোদি বংশ দিল্লি ও আগ্রা থেকে শাসন করে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ সময়ে জৌনপুর, বঙ্গাদেশ, মালয়, গুজরাট, রাজস্থান এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন রাজ্যসমূহের আবির্ভাব ঘটে। দিল্লি দখল করে শেরশাহ শূর বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। মুদ্রা, শিলালিপি এবং .... থেকে সুলতানি যুগের ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

২। রাজিয়া বিদ্রোহী আমিরদের একজন .... বিয়ে করেছিলেন।

৩। দিল্লি দখল করে শেরশাহ.......................... শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর সংকেত ঃ ১। স্থাপত্য শিল্প ২। আলতুনিয়াকে ৩। শূরবংশের

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। সুলতানা রাজিয়ার জীবনীকার হলেন—

ক) আল - বিরুনি (খ) ইবন বতুতা

গ) মিনহাজ-ই-সিরাজ (ঘ) আবুল ফজল

২। মোঙ্গাল নেতা চেঙ্গিস খাঁ ইরানের ট্রানজোক্সিয়ানা প্রদেশ আক্রমন করেন—

ক) ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে (খ) ১২১৮ খ্রিষ্টাব্দে

গ) ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে (ঘ) ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে

৩। শেরশাহ দিল্লি দখল করেন—

ক) বাবরকে পরাজিত করে (খ) হুমায়ূনকে পরাজিত করে

গ) আকবরকে পরাজিত করে (ঘ) জাহাঙ্গিরকে পরাজিত করে

উত্তর সংকেত ঃ ১। গ) মিনহাজ-ই-সিরাজ

২। গ) ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে

৩। খ) হুমায়ূনকে পরাজিত করে

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। দাস সুলতানরা অনেকেই জন্মসূত্রে ক্রীতদাস ছিলেন।

২। সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন মহম্মদ ঘোরি।

৩। খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন খলজি।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান - ১

১। 'তারিখ' শব্দটি কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উঃ- তারিখ শব্দটি 'পার্শি' ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে?

২। কাদের সময়ে দিল্লি প্রথম রাজধানী হয়?

উঃ- রাজপুতদের সময়ে দিল্লি প্রথম রাজধানী হয়।

৩। রাজপুতরা কাদের দ্বারা পরাজিত হয়?

উঃ-রাজপুতরা আজমিরের চৌহানদের দ্বারা পরাজিত হয়।

৪। দিল্লির সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ- দিল্লির সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবক।

৫। দিল্লির সুলতানি শাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ- দিল্লির সুলতানি শাসন ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। দিল্লির সুলতানি শাসনের সরকারি ভাষা কী ছিল ?

উঃ-দিল্লির সুলতানি শাসনের সরকারি ভাষা ছিল পার্শি।

৭। দিল্লির সুলতানি শাসনে ক-টি বংশ রাজত্ব করেছিল ?

উঃ- দিল্লির সুলতানি শাসনে পাঁচটি বংশ রাজত্ব করেছিল ?

৮। দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

উঃ- দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতবুদ্দিন আইবক।

৯। বন্দেগান কাদের বলা হত ?

উঃ- ইলতুতমিসের সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ক্রীতদাসদের বলা হত বন্দেগান।

১০। দিল্লি সুলতানির একমাত্র মহিলা সুলতান কে ছিলেন ?

উঃ- দিল্লি সুলতানির একমাত্র মহিলা সুলতান ছিলেন সুলতানা রাজিয়া।

১১। সুলতানা রাজিয়া কখন সিংহাসনে বসেন ?

উঃ- সুলতানা রাজিয়া ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

১২। সুলতানা রাজিয়া কখন বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন ?

উঃ- সুলতানা রাজিয়া ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

১৩। খলজি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন ?

উঃ- খলজি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজি।

১৪। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম দাক্ষিনাত্যে অভিযান করেন ?

উঃ- দিল্লির সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন খলজি সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন।

১৫। মুসলমানদের প্রার্থনাগৃহকে কী বলা হয় ?

উঃ- মুসলমানদের প্রার্থনাগৃহকে আরবি ভাষায় মসজিদ বলে।

১৬। 'গিবলা' কী ?

উঃ- নামাজের সময় মুসলমান মক্কার দিকে মুখ করে বসেন। ভারতে এটি পশ্চিমদিক। এটিকে গিবলা বলে।

১৭। সুলতানি সাম্রাজ্য কার আমলে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে ?

উঃ- সুলতানি সাম্রাজ্য মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে।

১৮। দিল্লির কোন সুলতান দ্রব্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?

উঃ- আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯। কোন্ সুলতান রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন।

উঃ- মহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন।

২০। সুলতানি সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান কে ছিলেন ?

উঃ- সুলতানি সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদি।

২১। 'ইক্তা' কী ?

উঃ- সুলতানগণ নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক-একজনকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করতেন। এই রকম ভূ-ভাগীয় একককে বলা হত ইক্তা।

২২। 'ইক্তাদার' বা 'মুক্তি' কী?

উঃ- ইক্তার কাজকর্ম যারা দেখাশোনা করতেন তাদের বলা হত 'ইক্তাদার' বা 'মুক্তি'।

২৩। সুলতানি আমলে বঙ্গাদেশ এবং সিন্ধু অঞ্চলের দূর্গশহরগুলো কোথা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল?

উঃ- সুলতানি আমলে বঙ্গাদেশ এবং সিন্ধু অঞ্চলের দূর্গশহরগুলো দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন ছিল।

২৪। 'দিল্লিওয়াল' কী?

উঃ- 'দিল্লিওয়াল' হল একপ্রকার মুদ্রা।

২৫। সুলতানি সাম্রাজ্যের পতন কখন ঘটে?

উঃ- ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে সুলতানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। ইমাম কাদের বলা হত?

উঃ- ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা শ্রদ্ধেয় একজন জ্ঞানীপুরুষকে ধর্মীয় প্রার্থনার কাজ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। এঁদের বলা হয় ইমাম।

২। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের পাঁচটি রাজবংশের নাম লেখো।

উঃ- দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের পাঁচটি রাজবংশের নাম হল - দাস বংশ, খলজি বংশ , তুঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ ও লোদি বংশ।

৩। দিল্লির সুলতানরা মোট কয় প্রকার কর আদায় করতেন? করগুলির নাম লেখো।

উঃ- দিল্লির সুলতানরা মোট তিন ধরনের কর আদায় করতেন। যেমন- ক) পঞ্চাশ শতাংশ হারে 'খরাজ' নামক কৃষি উৎপাদন কর খ) পশুপালন কর এবং (গ) গৃহ কর।

৪। কুতুবমিনার কে নির্মাণ করেন?

উঃ- সুফি সাধক খাজা কুতুবউদ্দিন কাকীর স্মৃতিতে কুতুব মিনার নির্মাণ শুরু করেন কুতুবউদ্দিন আইবক এবং তা সম্পন্ন করেন ইলতুত্‌মিস।

৫। কোন সুলতানদের শাসনকালে দিল্লিতে মোঙ্গাল আক্রমন বৃদ্ধি পায়?

উঃ- আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে দিল্লিতে মোঙ্গাল আক্রমন বৃদ্ধি পায়।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। সুলতানি আমলে ‘গঙ্গা - যমুনা দোয়াব’ অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে ওই অঞ্চলে কী পরিবর্তন এসেছিল?

উঃ- সুলতানি আমলে ‘গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব’ অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কারের ফলে - ক) ওই অঞ্চল থেকে শিকারি ও পশুপালকদের উৎখাত করা হয়েছিল। (খ) অঞ্চলগুলি কৃষকদের দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে, কৃষকদের দেওয়া হয় এবং কৃষিকাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। (গ) আঞ্চলিক ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতির জন্য বানিজ্যিক পথগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে নূতন দূর্গ এবং শহর গড়ে তোলা হয়।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। আলাউদ্দিন খলজির রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

উঃ- আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন সুলতানি যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সফল। ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ এবং সংগ্রহ সবটাই ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ ঃ আলাউদ্দিন খলজি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় জমিদারদের জবরদস্তি কর আদায়ের ক্ষমতা বাতিল করে দেওয়া হয় এবং জমিদারকে নিয়মিত করদানে বাধ্য করা হয়।

জমি জরিপ ঃ সুলতানের রাজস্ব বিভাগীয় প্রশাসকগণ জমি জরিপের রীতি চালু করেন। কোন কোন পুরাতন গোষ্ঠীপতি এবং জমিদার সুলতানের রাজস্ব আদায়কারী এবং রাজস্ব নির্ধারণকারী হিসাবে কাজ করতেন। জমির উর্বরতা অনুযায়ী কর ধার্যের বন্দোবস্ত করেন।

খাস জমি বা খালসা ঃ গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে দান করা জমি ও জায়গির কেড়ে নিয়ে সেই জমিগুলিকে খাস জমি বা খালসায় পরিণত করেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ঃ ব্যবসায়ীগণ যাতে ইচ্ছামতো জিনিসের দাম বৃদ্ধি করতে না পারে এর জন্য আলাউদ্দিন প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে তালিকা প্রকাশ করেন। এই মূল্য তালিকা দোকানে টাঙিয়ে রাখতে হত। নির্ধারিত দামের বেশি নিলে শাস্তি পেতে হত।

‘খরাজ’ ঃ উৎপন্ন ফসলের পঞ্চাশ শতাংশ হারে ‘খরাজ’ নামক কৃষি উৎপাদন কর আলাউদ্দিন নির্ধারণ করেন।

অন্যান্য কর ঃ ভূমি রাজস্ব ছাড়াও তিনি জলকর, পথকর, গৃহ কর, জিজিয়া, পশুপালন কর, প্রভৃতি আরোপ করে অর্থনীতিকে সুগঠিত করেন।

তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের দক্ষতা সমকালীন ঐতিহাসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

নিজে করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩

১। মহম্মদ-বিন-তুঘলক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

২। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে আলাউদ্দিন খলজি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

৩। দিল্লিতে সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়েছিল?

৪। ইক্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে যা জানো লেখো?

৫। 'দিল্লিওয়াল' কী? এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫

১। সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। মহম্মদ -বিন-তুঘলক সিংহাসনে বসে কী কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন? পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

৩। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিবরণ দাও।

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে তৈরি করো' - অংশে বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যপুস্তকের ৩০ এবং ৩১ নং পৃষ্ঠা ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবে পড়বে। অনুরূপভাবে ২নং প্রশ্নের উত্তর ৩০ এবং ৩১ নং পৃষ্ঠার আলাউদ্দিন খলজি-অংশ থেকে ভালোভাবে পড়ে তৈরি করবে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই-এর ২১ এবং ২২ নং পৃষ্ঠা পড়ে নিজেদের উপলব্ধি থেকে লিখবে। প্রয়োজনে স্কুলে শিক্ষকের সাহায্য নেবে। ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ২৯নং পৃষ্ঠা মনোযোগ সহকারে পড়বে। ৫নং প্রশ্নের উত্তর ২১নং পৃষ্ঠা 'ভালোভাবে পড়ে তৈরি করবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ের ২৪নং পৃষ্ঠা ভালো করে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর ৩১নং পৃষ্ঠা থেকে মনোযোগ সহকারে পড়ে নিজের উপলব্ধি থেকে লিখবে। ৩নং প্রশ্নে উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীরা অধ্যায়টি ভালো করে পড়ে নিজের উপলব্ধি থেকে লিখবে। প্রয়োজনে স্কুলে শিক্ষকের সাহায্য নেবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্য

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

মোগলরা দিল্লিতে একটি সুসংহত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে দিল্লি-আগ্রা থেকে যাত্রা শুরু করে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই উপমহাদেশের প্রায় সমগ্র অংশেই তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া মোগল শাসন ব্যবস্থা এতটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, পরবর্তী শাসনগণও তা উপেক্ষা করতে পারেননি।

মোগল কারা ?

মোগলরা ছিলেন দুটি মহান বংশের উত্তরাধিকারী। মাতার দিক থেকে তারা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ-এর বংশধর (মোঙ্গলীয় বংশজাত)। পিতার দিক থেকে তারা ছিলেন তুর্কি শাসক তৈমুর লং-এর বংশধর।

মোগলরা নিজেদের তৈমুরের বংশধর বলে গর্বিত ছিলেন, যেহেতু তাদের মহান পূর্বপুরুষেরা ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি জয় করেছিলেন।

মোগল সামরিক অভিযান ঃ

বাবর ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১২ বছর বয়সে ফরগনার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অপর একটি মোঙ্গল উজবেগ গোষ্ঠী তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে তিনি দিল্লি ও আগ্রা দখল করেন।

মোগল সম্রাটগণ ঃ

বাবর দিল্লি ও আগ্রা জয়ের মধ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ায় যুদ্ধে তিনি রানা সঙ্গ এবং যৌথ বাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে চান্দেরাতে রাজপুতদের পরাজিত করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দিল্লি এবং আগ্রাকে তিনি সম্পূর্ণ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখেন।

হুমায়ূন তাঁর পিতার উইল অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য প্রত্যেক ভাই-এর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। মাত্র দশ বছর রাজত্ব করার পর হুমায়ূন শের খানের নিকট ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চৌসা এবং ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং পালিয়ে ইরানে সাফাবিদ শাহের সাহায্য লাভ করেছিলেন।

শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০ - ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব করার পর, মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ ক্ষমতা লাভ করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুণ পুনরায় সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু পরের বছরেই তিনি এক দুর্ঘটনায় মারা যান।

এরপর তাঁর একমাত্র পুত্র আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিশুদীয় বংশের শাসকদের রাজধানী চিতোর এবং ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে রণথম্বোর জয় করেন। ১৫৭০ - ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট অভিযানের সঙ্গে বিহার, বঙ্গ, এবং উড়িষ্যা অভিযান করেন।

১৫৮৫ - ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর - পশ্চিম সীমান্তে অভিযান সমূহ সংঘটিত করা হয়। কান্দাহার দখল করা হয়। কাশ্মীর এবং কাবুল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যেও অভিযান শুরু করা হয় এবং বেরার, খান্দেশ এবং আহম্মদ নগরের একটি অংশ অধিকৃত হয়। এভাবে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর সুশাসনের ফলে তাঁকে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়।

আকবর যে সামরিক অভিযান চালু করেছিলেন সেটি জাহাঙ্গির বজায় রাখেন। মেওয়ারের শিশুদীয় বংশের শাসক এবং অমর সিং মোগল অধীনতা স্বীকার করেন।

এরপর মোগল সম্রাট হন শাহজাহান। তাঁর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে অভিযান চলতে থাকে। আফগান অভিজাত খান জাহান লোদি বিদ্রোহী হলে তাকে দমন করা হয়। তিনি বুন্দেলদের পরাজিত করেন এবং ওরছা দখল করেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আহম্মদ নগর পুরোপুরি মোগল অধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৬৫৭ - ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ প্রকট হয়। দারা, সুজা এবং মুরাদ - এই তিন ভাইকে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করেন। শাহজাহানকে আমৃত্যু আগ্রায় বন্দি করে রাখা হয়।

ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রায় ২৫ বছর দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। মারাঠা দলপতি শিবাজির বিরুদ্ধে অভিযানে সাময়িক সাফল্য আসে। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুর এবং ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোলকুন্ডা অধিকার করেন। মারাঠারা ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে গেরিলা আক্রমণ শুরু করলে তাদের বিরুদ্ধে মোগল অভিযান চলতে থাকে।

মোগলদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম ঃ

মোগলরা সিংহাসনের ওপর জেষ্ঠ্য সন্তানের উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করতেন না। এর পরিবর্তে তারা সকল পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বিভাজনে বিশ্বাসী ছিলেন।

মোগলদের সঙ্গে অন্যান্য শাসকদের সম্পর্ক ঃ

শক্তিশালী মোগলদের কাছে ভারতের অনেক শাসক স্বেচ্ছায় অধীনতা স্বীকার করেন। যেমন রাজপুতরা। রাজপুত শাসকদের অনেকেই মোগলদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং মোগল দরবারে উচ্চরাজপদ লাভ করেন। কিন্তু শিশুদীয় বংশীয় রাজপুতরা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার না করে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হন। এক সময় পরাজিত হলেও মোগলরা তাদের সসম্মানে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে জায়গির প্রদান করেন।

মনসবদার এবং জায়গিরদার ঃ

আকবর জায়গির প্রথা তুলে দিয়ে নগদ বেতন প্রদানের মাধ্যমে মনসবদারি প্রথা চালু করেন। 'মনসব' কথার অর্থ হল পদমর্যাদা। সরকারি পদ, নগদ বেতন এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের উপর ভিত্তি করে মনসবদারদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হত। মনসবদার ঠিক ঠিক ভাবে সৈন্য পোষণ করছে কিনা সেটি প্রমাণ করার জন্য তাকে সৈন্য হাজির করাতে হত, ঘোড়াগুলোকে 'চিহ্নিত'করণ করা হত।

জাব্‌দ্‌ এবং জামিদার শ্রেণী ঃ

জমির উর্বরতা শক্তি এবং শস্যের ওপর রাজস্বের হারের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি প্রদেশকে কয়েকটি রাজস্ব বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এদের বলা হত জাব্‌দ্‌। গ্রাম্য মোড়ল কিংবা অভিজাতদের মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকরা কর প্রদান করত। মোগলরা এদের 'জমিদার' বলতেন।

আকবরের নীতিসমূহ ঃ

আকবরের 'সুলহ-ই-কুল' অর্থাৎ 'দর্শনাশ্রয়ী উদার ধর্মনীতি', মনসবদারি প্রথা, রাজস্বব্যবস্থা, স্থাপত্যকীর্তি, সাহিত্য, শিল্পকলা ইতিহাসে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

সপ্তদশ শতক এবং তার পরে মোগল সাম্রাজ্য ঃ

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এই বিশাল অর্থ সম্পদের অধিকারী মোগল অভিজাত সমাজ অত্যাধিক ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। শক্তিশালী মোগল সম্রাটের অনুপস্থিতির কারণে ধীরে ধীরে মোগল কর্মচারী এবং অভিজাতরা আঞ্চলিক স্তরে নিজ নিজ ক্ষমতাকেন্দ্র গড়ে তোলে। তারা নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যার মতো প্রদেশে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। পিতার দিক থেকে মোগলরা ছিল...................... এর বংশধর।

২। বাবর........................ খ্রিস্টাব্দে ফরগনার সিংহাসনে বসেন।

৩। ঔরঙ্গজেবের আমলে জায়গির প্রথার দুর্নীতির ফলে .... সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

উত্তর সংকেত ঃ ১। তৈমুর লং (২) ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে (৩) কৃষকরা

সঠিক উত্তর বাছাই কর ঃ

১। শিশুদীয় বংশের শাসকরা ছিলেন—

ক) মেওয়ারের (খ) অহোমের

গ) রণথম্বোরের (ঘ) আহম্মদ নগরের

২। দিল্লির লালকেল্লা নির্মাণ করেন—

ক) মোঙ্গলরা (খ) মোগলরা

গ) তুর্কিরা (ঘ) আফগানরা

৩। শিবাজি সংগঠক ছিলেন—

ক) রাজপুতদের (খ) জাঠদের

গ) সৎনামীদের (ঘ) মারাঠাদের

উত্তর সংকেত ঃ ১। ক) মেওয়ারের ২। (খ) মোগলরা ৩। (ঘ) মারাঠাদের

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল ১৬৫৮ - ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ

২। বাংলা ও গুজরাট জাব্‌দ্‌ প্রথার বাইরে ছিল।

৩। মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন আকবর।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য ।২। সত্য ।৩। মিথ্যা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান -১

১। কত খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং মারা যান?

উঃ- ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং মারা যান।

২। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উঃ-ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর।

৩। কত খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ মারা যান?

উঃ- ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ মারা যান।

৪। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?

উঃ- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

৫। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

উঃ- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে সংঘটিত হয়।

৬। খানুয়ার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?

উঃ- খানুয়ার যুদ্ধ ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

৭। খানুয়ার যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

উঃ- খানুয়ার যুদ্ধ মোগল সম্রাট বাবর ও রাজপুত শাসক রানা সঙ্গের মধ্যে সংঘটিত হয়।

৮। তৈমুর লং কখন দিল্লি দখল করেন?

উঃ- তৈমুর লং ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি দখল করেন।

৯। বাবর কখন কাবুল দখল করেন?

উঃ- বাবর ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল দখল করেন।

১০। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন?

উঃ- পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন।

১১। বাবর কোন্ যুদ্ধের দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন?

উঃ- বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধের দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন।

১২। চান্দেরার যুদ্ধে (১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে) বাবর কাদের পরাজিত করেন?

উঃ- চান্দেরার যুদ্ধে বাবর রাজপুতদের পরাজিত করেন।

১৩। বাবরের মৃত্যু কবে হয়?

উঃ- বাবরের মৃত্যু হয় ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে।

১৪। বাবরের মৃত্যুর পর কে মোগল সম্রাট হন?

উঃ- বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ূন মোগল সম্রাট হন।

১৫। চৌসার যুদ্ধ কবে হয়?

উঃ- চৌসার যুদ্ধ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে হয়।

১৬। কবে হুমায়ূন পুনরায় দিল্লি দখল করেন?

উঃ- ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করেন।

১৭। আকবরের অভিভাবক কে ছিলেন?

উঃ- আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ।

১৮। আকবর কখন সিংহাসনে বসেন?

উঃ- আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন?

১৯। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী কে ছিলেন?

উঃ- আকবরের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন টোডামল।

২০। মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?

উঃ- মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আকবর।

২১। 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরি' কে রচনা করেন?

উঃ- আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরি আবুল ফজল রচনা করেন।

২২। নূরজাহান কে ছিলেন?

উঃ- নূরজাহান ছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের পত্নী।

২৩। 'মনসবদার' কথার অর্থ কী?

উঃ- মনসব কথার অর্থ হল পদমর্যাদা। যারা এই পদের অধিকারী ছিলেন তাদেরকে মনসবদার বলা হত।

২৪। নূরজাহান শব্দের অর্থ কী?

উঃ- নূরজাহান শব্দের অর্থ জগতের আলো।

২৫। 'জাট' বলতে কী বোঝ?

উঃ- কত সংখ্যক সৈন্য একজন মনসবদার যোগান দেবেন এটাকে বলা হত 'জাট'। এই 'জাট'-এর উপর ভিত্তি করে মনসবদারদের বেতন ও পদমর্যাদা প্রদান করা হত।

২৬। কোন মোগল সম্রাট 'আলমগির' উপাধি গ্রহণ করেন?

উঃ- মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব 'আলমগির' উপাধি গ্রহণ করেন।

২৭। কে মনসবদারি প্রথা চালু করেন?

উঃ- সম্রাট আকবর মনসবদারি প্রথা চালু করেন।

২৮। কার আমলে মনসবদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটে?

উঃ- ঔরঙ্গজেবের আমলে মনসবদারি প্রথার অবলুপ্তি ঘটে।

২৯। ঔরঙ্গজেব কত খ্রিস্টাব্দে মারা যান?

উঃ- ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

৩০। ইবাদতখানা কী?

উঃ- ইবাদতখানা হল আবকর নির্মিত ধর্মীয় আলোচনার সভাগৃহ।

৩১। আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন?

উঃ- আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন।

৩২। মোগল আমলে প্রদেশগুলিকে কী বলা হত?

উঃ- মোগল আমলে প্রদেশগুলিকে 'সুবা' বলা হত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -২

১। হুমায়ুন কার কাছে পরাজিত হয়ে ইরানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন? হুমায়ুন কবে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন?

উঃ- হুমায়ুন শের খানের কাছে পরাজিত হয়ে ইরানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

হুমায়ুন ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন।

২। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়েছিল?

উঃ- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর এবং আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর মধ্যে হয়েছিল।

৩। কোন্ কোন্ যুদ্ধে হুমায়ুন শের খানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন?

উঃ- ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শের খানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

৪। মনসবদার ও জায়গিরদারদের মধ্যে পার্থক্য কী?

উঃ- মনসবদাররা শুধু জায়গিরের রাজস্বটুকু ভোগ করতেন, জায়গির নয়। আর জায়গিরদাররা জমিজমা, রাজস্ব সবই ভোগ করতেন।

৫। 'সওয়ার' কাকে বলা হত?

উঃ- প্রত্যেক মনসবদারকে তার পদমর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের দায়িত্ব বহন করতে হত। একে সওয়ার বলা হত।

৬। ইবাদতখানা কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উঃ- ইবাদতখানা হল ধর্মীয় আলোচনার সভাগৃহ। সম্রাট আকবর ফতেপুর সিকরিতে এই ইবাদতখানা স্থাপন করেন। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পন্ডিতরা এই সভাগৃহে বিভিন্ন দিনে সমবেত হয়ে নিজ নিজ ধর্মের আলোচনা করতেন। ধর্মীয় বিভেদ দূর করে সর্বধর্ম সমন্বয়ই ছিল এই ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

৭। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে কোন দুটি প্রদেশ দখল করেন?

উঃ- ঔরঙ্গজেব দক্ষিণাত্যে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুর এবং ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোলকোন্ডা দখল করেন।

৮। দুটি মোগল অভিজাত গোষ্ঠীর নাম লেখো।

উঃ- দুটি মোগল অভিজাত গোষ্ঠীর নাম হল ইরানি ও তুরানি।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝ?

উঃ- আরবি শব্দ 'মনসব' কথার অর্থ হল পদমর্যাদা। যারা 'মনসব' পদের অধিকারী ছিলেন তাদেরকে 'মনসবদার' বলা হত। সরকারি পদ, নগদ বেতন এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের উপর ভিত্তি করে মনসবদারদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হত।

মনসবদারদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁদেরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী বাহিনী রাখতে হত। সাধারণত ১০ থেকে ১০, ০০০ সৈন্যবাহিনী মনসবদাররা রাখতে পারতেন।

তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গির থেকে আদায় করা রাজস্বই তারা বেতন হিসাবে পেতেন।

শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এবং প্রভাবশালী অভিজাতদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি আনার জন্য আকবর মনসবদারি প্রথা চালু করেন।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৫

১। আকবর কত খ্রিষ্টাব্দে মোগল সিংহাসনে বসেন? আকবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ- আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সিংহাসনে বসেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। তাঁর অর্ধ শতাব্দি ব্যাপি রাজত্বকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) প্রথম ভাগ (১৫৫৬ - ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ) - এই সময় আকবর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং বিভিন্ন কর্মচারীদের কর্তৃত্ব খর্ব করেন। আফগানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন।। গোলকোণ্ডা ও মালয় অভিযান করেন। উজবেক মোঙ্গলদের বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী চিতোর এবং ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে রনথম্বোর জয় করেন।

খ) রাজ্যবিস্তারের দ্বিতীয়ভাগ (১৫৭০-১৫৮৫খ্রিস্টাব্দ) এই সময়ে আকবর গুজরাট বিহার, বঙ্গ ও উড়িষ্যা অভিযান করেন।

গ) সাম্রাজ্য বিস্তারের তৃতীয় ভাগ (১৫৮৫ - ১৬০৫) - মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ- উত্তর - পশ্চিম সীমান্তে অভিযান সংঘটিত করা হয়। কান্দাহার দখল করা হয়। কাশ্মীর এবং কাবুল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। দাক্ষিণাত্যেও অভিযান শুরু করা হয় এবং বেরার, খান্দেশ, আহম্মদ নগরের একটি অংশ অধিকৃত হয়। খান্দেশের গুরুত্বপূর্ণ অসিরগড় দুর্গটি মোগলদের দখলে চলে আসে।

এভাবে ১৫৫৬ - ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আকবর ভারতের এক বিশাল অংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

তাছাড়া সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি ইত্যাদি নীতি সমূহ তিনি তার শাসন কার্যে সর্বজনীনভাবে অনুসরণ করে চলতেন। তাঁর সুশাসনের জন্য তাঁকে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়।

নিজে তৈরি করো

প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। বাবর কীভাবে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?

২। মোগলরা নিজেদেরকে মোঙ্গলদের বংশধর না মনে করে কেন তৈমুরের বংশধর বলে দাবি করতেন?

৩। আকবরের 'সুলহ-ই-কুল' - এর আদর্শ কী ছিল?

৪। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি কী ছিল?

৫। 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থ থেকে আমরা কী জানতে পারি?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। শাহজাহান কত সালে মোগল সিংহাসনে বসেন? তাঁর রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ফতেপুর সিকরি কী? আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

৩। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো আলোচনা কর।

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে তৈরি করো' - অংশে উল্লেখিত বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই এর ৩৬নং পৃষ্ঠার 'বাবর' শীর্ষক অংশটি ভালো করে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে ৩৪নং পৃষ্ঠার 'মোগল কারা?'- অংশটি ভালো করে পড়বে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করতে ৪৪নং পৃষ্ঠার 'সুলহ-ই-কুল' অংশটি ভালো করে শিক্ষার্থীরা পড়বে। ৪নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যাংশের ৩৮ ও ৩৯ নং পৃষ্ঠা ভালোভাবে পড়বে। ৫নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে ৪২ এবং ৪৩নং পৃষ্ঠা ভালোভাবে পড়বে এবং উত্তর তৈরি করবে।

রচনাধর্মী প্রশ্নে ১নং উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যপুস্তকের ৩৮ নং পৃষ্ঠার 'শাহজাহান' শীর্ষক অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়বে। ২নং প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যপুস্তকের ৪৪নং পৃষ্ঠা ভালো করে পড়বে এবং যথাযথ উত্তর তৈরি করবে। ২নং প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তর লিখতে ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠার জাব্‌দ্ এবং জমিদার শ্রেণি' অংশের সাহায্য নেবে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠার 'সপ্তদশ শতক এবং তার পরে মোগল সাম্রাজ্য' -অংশ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

শাসকগণ এবং তাদের নির্মিত অট্টালিকাসমূহ

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রাজা ও তাঁর পরিষদরা দু ধরনের সৌধ নির্মাণ করতেন। একদিকে ছিল দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, সমাধি, বাগান ইত্যাদি। অন্যদিকে ছিল মন্দির, মসজিদ, দিঘি, কূপ, বাজার ইত্যাদি। এগুলি ছিল জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য। এই সকল নির্মাণ কাজ করে রাজারা প্রজাদের সমর্থন এবং প্রশংসা অর্জন করতেন। এছাড়া ধনী ব্যবসায়ী সমাজ বা অন্যরাও বৃহৎ সৌধ নির্মাণ করতেন। ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রয়োজনে হাবেলি বা বাসগৃহ নির্মাণ করতেন।

প্রকৌশলগত দক্ষতা ও নির্মান কাজ ঃ

সপ্তম থেকে দশম শতকে প্রযুক্তিবিদ্‌গণ সৌধ নির্মাণে বেশি কক্ষ, দরজা এবং জানালা যোগ করতে থাকেন। দুটো খাড়া কলামের উপর দুটি বিমকে অনুভূমিক তলে প্রতিস্থাপন করে ছাদ, দরজা এবং জানালা নির্মাণ করা হত। এই কৌশলকে বলা হত 'ট্র্যাবিট'। এই পদ্ধতি অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকে মন্দির, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ নির্মাণে প্রয়োগ করা হত।

ঐ যুগের সবচেয়ে উঁচু শিখরযুক্ত মন্দির হল তাঞ্জাভুরের রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি।

একাদশ শতকের পরবর্তীকালে মন্দির নির্মাণ ঃ

চাকদলা বংশীয় রাজা ধংগদেব ৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে কান্দারিয় মহাদেব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মূল দরজা থেকে মন্দিরের প্রবেশপথ সৌন্দর্যমন্ডিত। দরজা এবং জানালার উপরের সৌধের কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকত আর্চের উপর । এই ধরনের নির্মাণ শৈলীকে বলা হত ধনুকাকৃতি। তাছাড়া নির্মাণকার্যে সিমেন্ট দিয়ে জমানো পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়।

মন্দির, মসজিদ এবং দিঘি নির্মাণ ঃ

মন্দির এবং মসজিদগুলি নির্মাতাদের ক্ষমতা, সম্পদ এবং অনুরাগ প্রদর্শনের ভিত্তিতে খুব সুন্দর করে নির্মাণ করা হত। চোল রাজ রাজরাজ রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। রাজা তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই দেবতার নাম রেখেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের মতো পূজিত হতে চেয়েছিলেন। বড় বড় মন্দির রাজারাই নির্মাণ করেছিলেন।

দিল্লির সুলতান এবং বাদশাহরা নানা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পারস্য দেশীয় বংশপঞ্জিতে সুলতানকে 'ঈশ্বরের ছায়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী একজন সঠিক রাজার রাজ্য তখনই প্রাচুর্যময় হবে, যখন ঈশ্বর বৃষ্টি প্রদান করবেন। জল মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হত। সে কারণে পুকুর খনন করা হত। সুলতান ইলতুতমিস দিল্লি শহরের বাইরে একটি জলাশয় নির্মাণ করেন যা 'ইজ-ই-সুলতানি' বা 'রাজার জলাশয়' নামে পরিচিত। শাসকরা প্রায়ই জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য পুকুর বা বিশাল জলাশয় খনন করতেন।

মন্দির কেন ধ্বংস করা হত?

মন্দিরগুলো কেবলমাত্র রাজাদের ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তির প্রতীকই ছিল না। এগুলি তাদের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের প্রতীকও ছিল। তাই আক্রমণের সময় রাজারা মন্দিরগুলিকেও আক্রমণের লক্ষ্য করতেন। নবম শতকের প্রথমদিকে পান্ড্যরাজ শ্রী মারাশ্রী বল্লভ শ্রীলঙ্কা আক্রমণ করে সেখান থেকে বৌদ্ধমূর্তি, সাধুসন্তদের স্বর্ণমূর্তি প্রভৃতি নিয়ে আসেন। একাদশ শতকে চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল রাজধানীতে একটি বিরাট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানেও নানা মূল্যবান জিনিস ছিল। এগুলি আবার চালুক্য রাজ্য থেকে লুন্ঠন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। সুলতান মামুদ এদেশের সোমনাথ মন্দির লুন্ঠন করে নানা সম্পদ গজনিতে নিয়ে যান।

বাগান, স্মৃতিসৌধ এবং দুর্গ ঃ

আকবরের সময় থেকে নির্মিত বিশেষ সুন্দর চাহার বাগগুলি জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লি, আগ্রা এবং কাশ্মীরে নির্মিত হয়েছিল। আকবরের প্রকৌশলীরা আকবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লঙের স্মৃতিসৌধ নির্মাণশৈলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ ছিল এসময়ের স্থাপত্যশিল্পের প্রধান নিদর্শন। শাহজাহানের সময় দেওয়ান-ই-খাস, ছিহিল সুতুন বা চল্লিশ থাম বিশিষ্ট হল নির্মাণ হয়। এসময়ই নির্মিত হয়েছিল অনবদ্য স্থাপত্য তাজমহল। এই সমাধিটি শ্বেতপাথরে নির্মিত।

অঞ্চল ও সাম্রাজ্য ঃ

অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সৌধ নির্মাণের কাজ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিজয়নগরের স্থাপত্য শৈলী প্রচন্ডভাবে পাশ্ববর্তী বিজাপুর এবং গোলকুন্ডার শাসকদের প্রভাবিত করেছিল। মোগল স্থাপত্যরীতিতে নানা আঞ্চলিক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ফতেপুর সিকরিতে নির্মিত প্রাসাদগুলিতে গুজরাট এবং মালয়ের স্থাপত্য শিল্পরীতি লক্ষ্য করা যায়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। কুতুব মিনারের কাজ সম্পন্ন করেন.....................।

২। পান্ড্যরাজারা শ্রীলঙ্কা আক্রমণ করে রাজা.................. কে পরাজিত করেন।

৩। আগ্রা শহরটি.......................... নদীর তীরে অবস্থিত।

উত্তর সংকেত ঃ ১। ইলতুতমিস (২) প্রথম সেনা (গ) যমুনা

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক গজনির শাসক ছিলেন—

ক) মোহম্মদ ঘোরি (খ) সুলতান মামুদ

গ) মোহম্মদ বিন কাশেম (ঘ) মোহম্মদ ঈশা খাঁ

২। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম দিকে তাঁর রাজধানী ছিল—

ক) দিল্লি　　　　খ) ফিরোজাবাদ

গ) আগ্রা　　　　ঘ) ঔরঙ্গাবাদ

৩। যোধাবাঈ প্রাসাদটি অবস্থিত—

ক) ফতেহপুর সিকরিতে　　　　খ) কানপুরে

গ) দিল্লিতে　　　　ঘ) গুজরাটে

উত্তর সংকেত ঃ ১। (খ) সুলতান মামুদ　　গ) আগ্রা　　ক) ফতেহপুর সিকরিতে

সত্য / মিথ্যা লেখো ঃ

১। খাজোরাহো মন্দির এলাকা সাধারণ পরিবারের জন্য সংরক্ষিত।

২। আলই দরওয়াজা নির্মাণ করেন আলাউদ্দিন খলজি।

৩। কুতুব মিনার ৮০০ বছর আগে তৈরী।

উত্তর সংকেত ঃ ১। মিথ্যা　　২। সত্য　　৩। সত্য

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান - ১

১। কান্দারিয় মহাদেব মন্দিরটি কে নির্মাণ করেন ?

উঃ- কান্দারিয় মহাদেব মন্দিরটি চাকদলা বংশীয় রাজা ধংগদেব নির্মাণ করেন।

২। সুলতান ইলতুতমিস দিল্লি শহরের বাইরে যে বিশাল জলাশয়টি নির্মাণ করেছিলেন সেটির নাম কী ?

উঃ- সুলতান ইলতুতমিস দিল্লি শহরের বাইরে যে বিশাল জলাশয়টি নির্মাণ করেছিলেন সেটির নাম 'ইজ-ই-সুলতানি'।

৩। ধর্ম্মাকিট্টি কে ছিলেন ?

উঃ- ধর্ম্মাকিট্টি ছিলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং ঐতিহাসিক।

৪। 'চাহার বাগ' বলতে কী বোঝ ?

উঃ- মোগল আমলে যে উদ্যানগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলি সমান চারভাগে বিভক্ত ছিল বলে এদের বলা হত 'চাহার বাগ'

৫। কবে কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য শুরু হয় ?

উঃ- ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুতুবমিনারের নির্মাণ কার্য শুরু হয়।

৬। কুতুব মিনার কারা নির্মাণ করেন ?

উঃ- কুতুবমিনার কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইলতুতমিস নির্মাণ করেন।

৭। কুতুবউদ্দিন কুতুব মিনার কার নামে নামকরণ করেন ?

উঃ- কুতুবউদ্দিন এই মিনারটির নামকরণ করেন সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন কাকি-র নামে।

৮। রাজ রাজেশ্বরের মন্দির কার নামে নামাঙ্কিত ?

উঃ- রাজরাজেশ্বর মন্দির চোল সম্রাট রাজরাজ-এর নামে নামাঙ্কিত।

৯। পারস্যদেশীয় বংশপঞ্জিতে সুলতানদের কী বলে বর্ণনা করা হত?

উঃ- পারস্যদেশীয় বংশপঞ্জিতে সুলতানদের 'ঈশ্বরের ছায়া' বলে বর্ণনা করা হত।

১০। কোয়াত - আল-ইসলাম মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

উঃ- কুতুবউদ্দিন আইবক কোয়াত-আল-ইসলাম মসজিদ নির্মাণ করেন।

১১। রাজরাজেশ্বর মন্দির কোথায় স্থাপিত হয়?

উঃ- রাজরাজেশ্বর মন্দির তাঞ্জাভুর-এ স্থাপিত হয়।

১২। গুজরাটের সোমনাথ মন্দির কে লুণ্ঠন করেন?

উঃ- গুজরাটের সোমনাথ মন্দির গজনির সুলতান মামুদ লুণ্ঠন করেন।

১৩। শাহজাহানের সবথেকে বড়ো শিল্পকর্ম কোন্‌টি?

উঃ- শাহজাহানের সব থেকে বড়ো শিল্পকর্ম হল তাজমহল।

১৪। জামা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

উঃ- জামা মসজিদ শাহজাহান নির্মাণ করেন।

১৫। দেওয়ান-ই-খাস কে নির্মাণ করেন?

উঃ- দেওয়ান-ই-খাস শাহজাহান নির্মাণ করেন।

১৬। আগ্রা দুর্গটি কে নির্মাণ করেন?

উঃ- আগ্রা দুর্গটি আকবর নির্মাণ করেন।

১৭। মথুরা -বৃন্দাবন শহরের মন্দিরগুলি কিসের অনুকরণে গড়ে উঠেছে?

উঃ- মথুরা-বৃন্দাবন শহরের মন্দিরগুলো মোগলদের ফতেপুর সিকরি রাজপ্রাসাদের অনুকরণে গড়ে উঠেছে।

১৮। কিবলা কী?

উঃ- শাহজাহানের আমলে যে বেদির উপর সিংহাসন স্থাপন করাহত সেটিকে কিবলা বলা হত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -২

১। ট্র্যাবিট কী?

উঃ- দুটি খাড়া কলামের উপর দুটি বিমকে অনুভূমিক তলে প্রতিস্থাপন করে ছাদ, দরজা, জানালা নির্মাণ করা হত। নির্মাণকার্যের প্রযুক্তিগত এই কৌশলকে বলা হত ট্র্যাবিট।

২। কুতুব মিনারের প্রথম বারান্দাটি কে, কখন নির্মাণ করেছিলেন?

:উঃ- কুতুবমিনারের প্রথম বারান্দাটি কুতুবউদ্দিন আইবক ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন।

৩। 'ট্র্যাবিট' ও 'আরকুট' এই দুই শৈলীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য কী?

উঃ- দুটি খাড়া কলামের উপর দুটি বিমকে অনুভূমিক তলের প্রতিস্থাপনের স্থাপত্যশৈলীকে বলা হয় ট্র্যাবিট।

অন্যদিকে দরজা ও জানালার ওপর নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার খিলানকে বলা হয় আরকুট।

৪। কুতুব মিনার মেরামতি করেন কারা?

উঃ- কুতব মিনার এর মেরামতি করেন আলাউদ্দিন খলজি, মহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজশাহ তুঘলক এবং ইব্রাহিম লোদি।

৫। ট্র্যাবিট প্রযুক্তি কোন্ কোন্ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত?

উঃ- ট্র্যাবিট প্রযুক্তি মন্দির, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

৬। আদি-মধ্যযুগে মন্দির ধ্বংস করা হত কেন?

উঃ- আদি মধ্যযুগে মন্দির ধ্বংস করার কারণ ছিল আক্রান্ত রাজার মর্যানা বিনষ্ট করা এবং মন্দিরে সঞ্চিত দেবতার সম্পত্তি লুঠ করা।

৭। 'ছিহিল সুতুন' কী?

উঃ- মোগল যুগে মধ্যিখানে বিশাল উঠোনযুক্ত নির্মাণ 'ছিহিল সুতুন' বা চল্লিশ থামবিশিষ্ট হলরূপে পরিচিত ছিল।

৮। ধনুকাকৃতি বা আরকুট কী?

উঃ- দ্বাদশ শতকে দরজা এবং জানালার উপরের সৌধের কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকত আর্চের উপর। এই ধরনের নির্মাণ-শৈলীকে বলা হত ধনুকাকৃতি বা আরকুট।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। শাহজাহানের সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় দাও।

উঃ- স্থাপত্য - ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মোগল সম্রাট শাহজাহান চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেন।

বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণ ঃ

শাহজাহানের আমলে সৃষ্ট স্থাপত্যকর্মগুলি ছিল - লালকেল্লা, মোতি মসজিদ, জামা মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, খাসমহল, শিশমহল, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন ইত্যাদি।

তাজমহল ঃ

শাহজাহানের রাজত্বকালের নয়নাভিরাম স্থাপত্য শিল্প হল তাজমহল। পত্নী মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমাধিটি শ্বেতপাথর নির্মিত। সৌধটি আজও বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে।

ময়ূর সিংহাসন ঃ

শাহজাহানের স্থাপত্য-ভাস্কর্য কর্মের অনবদ্য নমুনা হল ময়ূর সিংহাসন।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫

১। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের বর্ণনা দাও।

উঃ- **সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য ঃ**

ক) ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ঃ- ভারত উপমহাদেশের মন্দিরগুলি থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা ছিল সুলতান মামুদের উদ্দেশ্য।

খ) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রেহের উদ্দেশ্যে মামুদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

গ) ইসলাম ধর্মের প্রসার ঃ ভারতে বহুদেবদেবীর উপাসনা বন্ধ করে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

গজনির শাসক সুলতান মামুদ এই উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করবার সময় পরাজিত রাজাদের মন্দির সমূহ লুঠ করে মন্দিরে সঞ্চিত ধনসম্পদ এবং মূর্তি নিয়ে যান। আনুমানিক ১০০০-১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মামুদ প্রায় সতেরোবার ভারত আক্রমন করেন। তাঁর এই অভিযানের ফলাফলগুলি হল—

অ) ভারতীয় সভ্যতার বিনাশ ঃ ভারতের অনেক সমৃদ্ধ শহর, মন্দির, স্থাপত্য-ভাস্কর্য এই আক্রমণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

আ) উত্তর ভারতের অবনতি ঃ ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের ফলে উত্তর ভারত নিঃস্ব হয়ে যায়।

ই) গজনি সম্পদশালী ঃ লুণ্ঠিত সম্পদে গজনি সম্পদশালী হয়ে উঠে।

ঈ) তুর্কি শাসনের ভিত্তি স্থাপন ঃ সুলতান মামুদের বার বার আক্রমণের ফলে ভারতের রাজাদের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যার দরুণ পরে ভারতে তুর্কি শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

নিজে করো

প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। কোয়াত-আল-ইসলাম মসজিদ কাদের স্থাপত্যকীর্তি? এই মসজিদের একটি শিলালিপি অনুযায়ী 'ঈশ্বর কেন আলাউদ্দিনকে রাজা নির্বাচিত করেছেন?

২। কুতুবমিনারের স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

৩। সুলতানি যুগের স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় দাও।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। মধ্যযুগে কোন প্রতিপক্ষ রাজা যখন কোন রাজ্য আক্রমণ করত তখন ঐ রাজ্যের মন্দিরগুলি কেন ধ্বংস করতে চাইত?

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে তৈরি করো' - অংশে উল্লেখিত বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যবই-এর ৫১নং পৃষ্ঠার 'মন্দির, মসজিদ এবং দিঘি নির্মান' অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যবই -এর ৪৭নং পৃষ্ঠা ভালো করে পড়বে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে অধ্যায়টি ভালো করে পড়ে সুলতানি যুগের স্থাপত্যকীর্তিগুলি লিপিবদ্ধ করবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যবই-এর ৫২ ও ৫৩ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য- 'মন্দির কেন ধ্বংস করা হত?'- অংশটি ভালো করে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৫১ ও ৫২নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'মন্দির, মসজিদ এবং দিঘি নির্মাণ' অংশটির সাহায্য নেবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শহর, ব্যবসায়ী এবং কারিগর শ্রেণি

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ ঃ

তাঞ্জাভুর শহর প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে চোলদের রাজধানী ছিল। এই সুন্দর শহরের সকলেই রাজা রাজরাজ চোল কর্তৃক নির্মিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পায়। এই মন্দিরের ভিতরে রয়েছে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ। মন্দিরের পাশে রয়েছে বিশাল বিশাল প্রাসাদ ও মন্ডপ। রাজা এই সব মন্ডপে সভা করতেন। এখানকার বাজারগুলোতে খাদ্যশস্য, মশলা, কাপড় এবং স্বার্ণালঙ্কার বিক্রি হত প্রচুর পরিমাণে।

মন্দিরশহর এবং তীর্থকেন্দ্রসমূহ ঃ

মন্দিরকে কেন্দ্র করেই তাঞ্জাভুর শহরের পত্তন ঘটে। রাজারা মন্দিরগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশে মন্দিরগুলি কাজ করত। মন্দিরকেন্দ্রিক শহরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মধ্যপ্রদেশের বিদিশা, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির, তামিলনাডুর কাঞ্জিপুরম এবং মাদুরাই, উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবন প্রভৃতি। তীর্থক্ষেত্রগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ছিল মনোরম।

ছোট শহরগুলোতে আন্তঃ সম্পর্ক ঃ

অষ্টম শতক থেকে এই উপমহাদেশে অনেক ছোট শহরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। শহরের বাজারগুলি পরিচিত ছিল। ‘মন্ডাপিকা’ নামে। বাজারের গলিপথগুলোকে বলা হত ‘হাট’। সাধারণত সামন্তশ্রেণি শহরে বা শহরের পাশে সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করত। এরা ব্যবসায়ী, কারিগর, বানিজ্যিক পণ্য ইত্যাদির নির্মাণ করত। এরা ব্যবসায়ী, কারিগর, বানিজ্যিক পণ্য ইত্যাদির উপর কর বসাতেন। মন্দিরকেও কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হত।

ছোট বড় ব্যবসায়ী শ্রেণি ঃ

বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী ছিল, যাদের অন্যতম ছিল বানজারা শ্রেণি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান ছিল ঘোড়ার ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক স্বার্থে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে 'গিল্ড' গঠন করত। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'মিনিগ্রামম্' এবং 'নানাদেশি'। চেট্টিয়ার এবং মাড়োয়ারি ওসোয়াল সম্প্রদায় প্রধান ব্যবসায়ী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু বেনিয়া এবং মুসলমান বোহরাস সহ গুজরাটি ব্যবসায়ীরা লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চিনা বন্দরগুলির ব্যবসা বানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। লোহিত সাগরের বন্দরসমূহে ভারতের মশলা এবং কাপড়ের প্রচুর চাহিদা ছিল। ইতালীয় ব্যবসায়ীরা এই সব দ্রব্যসামগ্রী ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরাট লাভ হত। ভারতীয় সুতিবস্ত্রের আকর্ষণে ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমণ ঘটে।

শহুরে শিল্প ঃ

বিদার শহরের শিল্পীদের তৈরি তামা এবং সিলভারের কাজ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফলে এটি বিদারি শিল্প নামে পরিচিতি লাভ করে। তাছাড়া পাঞ্চাল বা বিশ্বকর্মা সম্প্রদায়ের স্বর্ণশিল্পী, ব্রোঞ্জ শিল্পী, কর্মকার, রাজমিস্ত্রি এবং কাঠশিল্পীরা সৌন্দর্য মন্ডিত মন্দির নির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ঃ হাম্পি, মুসলিপত্তনম এবং সুরাট

হাম্পি ঃ ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হাম্পি শহর ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। হাম্পি প্রাসাদ নির্মাণে কোন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি। পাথরের টুকরোগুলোতে খাঁজ কেটে একটির সঙ্গে আরেকটি জুড়ে এর প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। হাম্পি শহরের স্থাপত্যকর্ম দৃষ্টিনন্দন। এখানকার বিরুপাক্ষ মন্দিরের বিশাল হলঘরে জনগনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল।

মসুলিপত্তনম ঃ মুসলিপট্টম শব্দের অর্থ **'মৎস শহর'**। ওলন্দাজ বাণিকরাই শহরটি গড়ে তোলেন। বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় যেমন গোলকোন্ডার অভিজাত সম্প্রদায়, পার্শি ব্যবসায়িক শ্রেণি, তেলেগু কোমটি চেট্টি সম্প্রদায় এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বানিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে এই শহরটি জনবহুল এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। অষ্টাদশ শতক নাগাদ এই শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

নতুন শহর এবং বণিক সম্প্রদায় ঃ

যোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে সুতিবস্ত্র এবং মশলার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় সুতিবস্ত্রের নকশার কাজে সুক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীব্যাপী এর কদর বাড়ে। অষ্টাদশ শতকে বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ শহরের উত্থান ঘটে।

শহরগুলির পরিবর্তন ঃ

আমেদাবাদের মতো কয়েকটি শহরের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ঘটলেও তাঞ্জাভুর -এর মতো কিছু শহর শ্রীহীন হয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ শহরটি রেশম-বস্ত্র উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করে। শহরটি বাংলার রাজধানী হয় ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১**

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। তাঞ্জাভুরের মন্দিরগুলির আয়ের অপর উৎস ছিল দর্শনার্থীদের...............।

২। মন্দিরকেন্দ্রিক শহরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মধ্যপ্রদেশের..................।

৩। কাবুল বর্তমানে .... অবস্থিত।

উত্তর সংকেত ঃ ১। প্রণামী ২। বিদিশা ৩। আফগানিস্তানে

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। হাম্পি শহরের একটিগুরুত্বপূর্ণ উৎসব ছিল—

ক) দশেরা উৎসব খ) নবরাত্রী উৎসব

গ) বিজু উৎসব ঘ। বিহু উৎসব

২। স্বামীমালাই নামক স্থানে নির্মিত হত—

ক। ব্রোঞ্জের মূর্তি খ। স্বর্ণালঙ্কার

গ। ঔষধপত্র ঘ। কাপড়

৩। চোল সাম্রাজ্যের উৎসবের সময় কাপড় আসত—

ক) মাদুরাই থেকে খ। স্বামীমালাই থেকে,

গ। সুরাট থেকে ঘ। উরাইয়ুর থেকে

উত্তর সংকেত ঃ ১। খ) নবরাত্রি উৎসব ২। ক) ব্রোঞ্জের মূর্তি ৩। ঘ) উরাইয়ুর থেকে

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বনিকরা সুরাটে বানিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।

২। কলম্বাস ছিলেন ইতালীয় নাবিক।

৩। চোল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কাঞ্জিপুরম।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য ২। সত্য ৩। মিথ্যা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান - ১

১। চোল সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?

উঃ- চোল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তাঞ্জাভুর।

২। তাঞ্জাভুর শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

উঃ- তাঞ্জাভুর শহরটি কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত।

৩। রাজরাজেশ্বর মন্দিরের নির্মাতা কে?

উঃ- রাজরাজেশ্বর মন্দিরের নির্মাতা হলেন কুঞ্জরামল্লান রাজরাজ পেরুনথাচ্চান।

৪। কত বছর আগে তাঞ্জাভুর চোলদের রাজধানী ছিল?

উঃ- প্রায় একহাজার বছর আগে তাঞ্জাভুর চোলদের রাজধানী ছিল।

৫। রাজরাজেশ্বর মন্দিরের ভিতরে কী মূর্তি রয়েছে?

উঃ- রাজরাজেশ্বর মন্দিরের ভিতরে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ রয়েছে।

৬। কাঞ্জিপুরম কোথায় অবস্থিত?

উঃ- কাঞ্জিপুরম তামিলনাড়ুতে অবস্থিত।

৭। 'হাট' কী?

উঃ- দোকানে আসা যাওয়ার জন্য বাজারের গলিপথগুলোকে বলা হত 'হাট'।

৮। ব্যবসায়িরা নিজেদের স্বার্থে কী গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধ হত?

উঃ- ব্যবসায়িরা নিজেদের স্বার্থে গিল্ড গঠন করে সঙ্ঘবদ্ধ হত।

৯। অষ্টম শতক থেকে দক্ষিণ ভারতে গড়ে উঠা দুটি প্রধান গিল্ডের নাম লিখ।

উঃ- অষ্টম শতক থেকে দক্ষিণ ভারতে গড়ে উঠা দুটি প্রধান গিল্ড ছিল মিনিগ্রামম্ এবং নানাদেশি।

১০। গিল্ডগুলি প্রধানত কোথায় কোথায় ব্যাবসা বানিজ্য করত?

উঃ- গিল্ডগুলি প্রধানত উপদ্বীপের মধ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চিনে ব্যবসা বানিজ্য করত।

১১। কোন দুটি স্থানের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল 'রেশমিপথ'?

উঃ- কাবুল এবং কান্দাহারের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল 'রেশমিপথ'।

১২। ষোড়শ শতকে কোন পথে ঘোড়ার ব্যবসাও চলত?

উঃ- ষোড়শ শতকে রেশমিপথে ঘোড়ার ব্যবসাও চলত।

১৩। কাবুলে ঘোড়ার ব্যবসার কথা কে বলেছেন?

উঃ- কাবুলে ঘোড়ার ব্যবসায়ের কথা ত্যাভার্নিয়ে নামক এক হিরে ব্যবসায়ী বলেছিলেন।

১৪। বিদারি শিল্প কি?

উঃ- বিদার শহরের শিল্পীদের তৈরি তামা এবং সিলভারের কাজ এতটা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল যে এটি বিদারি শিল্প নামে পরিচিত।

১৫। কোন্ শহরকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়?

উঃ- হাম্পি শহরকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

১৬। হাম্পি শহর কবে নির্মিত হয়েছিল?

উঃ- হাম্পি শহর ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

১৭। হাম্পি শহর কোন নদী উপত্যকায় অবস্থিত?

উঃ- হাম্পি শহর কৃষ্ণা -তুঙ্গভদ্রা নদী উপত্যকায় অবস্থিত।

১৮। বিরুপাক্ষ মন্দির কোথায় অবস্থিত?

উঃ- বিরুপাক্ষ মন্দির হাম্পিতে অবস্থিত।

১৯। কত খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

উঃ- ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?

২০। মক্কায় তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথের প্রথম দ্বার কাকে বলা হয়?

উঃ- মক্কায় তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথের প্রথম দ্বার সুরাটকে বলা হয়।

২১। মোগল যুগে কোন বন্দর পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল?

উঃ- মোগল যুগে সুরাট বন্দর ছিল পশ্চিম ভারতের প্রদান বাণিজ্যকেন্দ্র।

২২। ভারতের কোন বন্দরে প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল?

উঃ- ভারতের সুরাট বন্দরে প্রথম বানিজ্যিক ব্যাংক ছিল।

২৩। 'মসুলিপত্তনম' শব্দের অর্থ কী?

উঃ- 'মসুলিপত্তনম' শব্দের অর্থ 'মৎস শহর'।

২৪। মসুলিপত্তনম শহরটি কারা গড়ে তোলেন?

উঃ- মসুলিপত্তনম শহরটি ওলন্দাজ বণিকরা গড়ে তোলেন।

২৫। গোলকোন্ডায় মোগলদের রাজপ্রতিনিধি কে ছিলেন?

উঃ- গোলকোন্ডায় মোগলদের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন মিরজুমলা।

২৬। ঔরঙ্গজেব কবে গোলকুন্ডা অধিকার করেন?

উঃ- ঔরঙ্গজেব ১৬৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে গোলকুন্ডা অধিকার করেন।

২৭। ভাস্কো-ডা-গামা কবে ভারতে আসেন?

উঃ- ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন।

২৮। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কোন বন্দরে এসে উপস্থিত হন?

উঃ- ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন।

২৯। কবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়?

উঃ- ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

৩০। কলম্বাস কবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গিয়ে উপস্থিত হন?

উঃ- কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গিয়ে উপস্থিত হন।

৩১। ভাস্কো-ডা-গামা কোন দেশের বণিক?

উঃ- ভাস্কো-ডা-গামা পোর্তুগালের বণিক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -২

১। 'মন্ডাপিকা' বলতে কী বোঝ?

উঃ- অষ্টম শতক থেকেই এই উপমহাদেশে অনেকগুলি ছোট শহরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই সব শহরের বাজারগুলিকে বলা হত 'মন্ডাপিকা'। এই বাজারগুলিতে আশে পাশের গ্রামের লোকেরা তাদের পণ্যসামগ্রী এনে বিক্রি করত।

২। 'রেশমিপথ' কী?

উঃ- যোড়শ শতকে কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল 'রেশমিপথ'। এই পথে ঘোড়ার ব্যবসাও চলত।

৩। চোল মন্দির সংলগ্ন বাজারগুলিতে কী কী বিক্রি হত?

উঃ- চোল মন্দিরসংলগ্ন বাজারগুলিতে খাদ্যশস্য, মশলা, কাপড় এবং স্বর্ণালংকার প্রচুর পরিমানে বিক্রি হত।

৪। চেট্টিয়ার ও মাড়োয়ারি ওসোয়ালরা কী কাজ করত?

উঃ- চেট্টিয়ার ও মাড়োয়ারি ওসোয়াল সম্প্রদায় ছিল দেশের প্রধান ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তারা বানিজ্য করত।

৫। হিন্দু বেনিয়া এবং মুসলমান বোহরাস ব্যবসায়ীরা কোন্ কোন্ অঞ্চলের ব্যবসাবানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত?

উঃ- হিন্দু বেনিয়া এবং মুসলমান বোহরাস ব্যবসায়ীরা লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চিনা বন্দরসমূহের ব্যবসাবানিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত।

৬। হাম্পির প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য কী?

উঃ- হাম্পির প্রাসাদ নির্মাণে কোন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি। পাথরের টুকরোগুলোতে খাঁজ কেটে একটির সঙ্গো আরেকটি জুড়ে এর প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল।

৭। নবরাত্রি উৎসব কী?

উঃ- হাম্পি শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ছিল মহানবমী উৎসব যেটিকে বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে নবরাত্রি উৎসব বলা হয়।

৮। 'হুন্ডি' কী?

উঃ- হুন্ডি হল এক ধরনের কাগজ বা কাগুজে মুদ্রা। মধ্যযুগে মহাজনরা এই হুন্ডির দ্বারা বণিকদের সঙ্গো লেনদেন করত।

৯। সুরাটে সোনালি জরির পাড় দেওয়া বস্ত্রের বাজার কোথায় ছিল?

উঃ- সুরাটে সোনালি জরির পাড় দেওয়া বস্ত্রের বাজার ছিল পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে।

১০। অষ্টাদশ শতকে কোন্ কোন্ ভারতীয় শহরের উত্থান ঘটে?

উঃ- অষ্টাদশ শতকে বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ শহরের উত্থান ঘটে।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। মোগল যুগে সুরাট বন্দরের গুরুত্ব লেখ।

উঃ- মোগল যুগে সুরাট ছিল পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বন্দর-শহর। এই বন্দরকে কেন্দ্র করেই 'ওমরাজ' উপসাগরের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গো ব্যবসা বানিজ্য চলত।

সুরাট বন্দরের গুরুত্ব ঃ

ক) বাণিজ্য কেন্দ্র ঃ সপ্তদশ শতকে পুর্তগিজ, ওলন্দাজ এবং ইংরেজ বণিকগণ এই শহরে কারখানা স্থাপন করে। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওভিংটন-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে গড়ে প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় একশত বানিজ্যিক জাহাজ সুরাট বন্দরে নোঙর করত।

খ) বিদেশি বাজার ঃ সোনালি জরির পাড় দেওয়া এখানকার বস্ত্র পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। এর বিশাল বাজার ছিল পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে।

গ) মক্কার প্রথম দ্বার ঃ সুরাট ছিল মক্কায় তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথের প্রথম দ্বার। এখান থেকেই মক্কা যাত্রা শুরু হত।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। হাম্পি শহরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিবরণ দাও।

উঃ- বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল হাম্পি শহর। ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই শহর নির্মিত হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প ঃ সুরক্ষিত পরিখা বেষ্টিত হাম্পি শহরের স্থাপত্য আজও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রাসাদ নির্মাণে কোন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি।

প্রাসাদের ভিতরের দালান কোঠাগুলো ছিল অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত এবং গম্বুজযুক্ত । থাম দিয়ে তৈরি হলঘরের মধ্যে ছিল ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। হাম্পি শহরের প্রতিটি প্রাসাদের সামনে ছিল ভাস্কর্য খচিত উদ্যান।

পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতকে হাম্পি ছিল এক ব্যস্ততম বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মন্দিরগুলো ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল। বিরূপাক্ষ মন্দিরের বিশাল হলঘরে সাধারণের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল।

হাম্পির পতন ঃ ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হাম্পি শহরেরও পতন ঘটে।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ভাস্কো-ডা-গামা কীভাবে ভারতে আসেন?

২। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নতুন দেশ আবিষ্কার সম্পর্কে লিখ।

৩। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কাবুলের গুরুত্ব লিখ।

৪। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় শহরগুলি কেন গড়ে উঠত?

৫। মোগলযুগে বহির্বানিজ্য সম্পর্কে লিখ।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। মোগল যুগে ভারতে বস্ত্রশিল্পের কীরূপ উন্নতি হয়েছিল?

২। মন্দির শহর তাঞ্জাভুর সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ।

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে তৈরি করো' - অংশে উল্লেখিত বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যপুস্তকের ৬৯-৭০ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 'ভাস্কো ডা গামা এবং ক্রিস্টোফার কলম্বাস' অংশটি মনোযোগ সহকারে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে একই অংশের সাহায্য নেবে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যবই-এর ৬৪নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'কাবুল' অংশটি ভালো করে পড়বে। ৪নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে ৬২-৬৩নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'মন্দিরশহর এবং তীর্থকেন্দ্র সমূহ'- অংশটি ভালো করে পড়বে। ৫নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই-এর ৬৭নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'পশ্চিমের দরজাঃ সুরাট'-অংশটির সাহায্য নেবে।

রচনাধর্মী প্রশ্নের ১নং -এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যপুস্তকের ৬৮-৬৯নং পৃষ্ঠার 'নূতন শহর এবং বণিক সম্প্রদায়' শীর্ষক অংশটি ভালোভাবে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করতে ছাত্রছাত্রীরা ৬২-৬৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'মন্দিরশহর এবং তীর্থকেন্দ্রসমূহ' অংশের সাহায্য নেবে।

সপ্তম অধ্যায়

উপজাতি, যাযাবর এবং স্থায়ী বাসিন্দা

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

সমাজ পরিবর্তনশীল। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। এই উপমহাদেশের বিরাট অংশে সমাজ বর্ণব্যবস্থা অনুযায়ী বিভক্ত ছিল। বর্ণব্যবস্থায় সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হত ব্রাহ্মণদের নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী। ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত অনুশাসন রাজারাও মেনে চলতেন।

বড়ো শহরের জীবনের বাইরে উপজাতি সমাজ ঃ বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরে আরো কিছু সমাজ ছিল যেগুলি ব্রহ্মণদের প্রবর্তিত আচারসর্বস্ব রীতিনীতি মেনে চলত না। এদের 'উপজাতি সমাজ' বলা হত। প্রতিটি উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিল। তারা অনেকে ছিল কৃষিনির্ভর, অনেকে ছিল পশু শিকারি, খাদ্য সংগ্রাহক এবং পশুপালক। তারা অনেকেই দলবদ্ধভাবে একই কাজ করত। উৎপাদিত ফসল বা সংগৃহীত দ্রব্য এরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। অনেকেই আবার যাযাবর জীবন যাপন করত। কখনো কখনো বর্ণবাদী সমাজের সঙ্গে উপজাতিদের সংঘাত হত।

উপজাতি কারা ঃ উপজাতিদের নিজস্ব সামাজিক প্রথা এবং অলিখিত রীতিনীতি রয়েছে। এগুলো বংশানুক্রমিক অনুসৃত হত। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে পাঞ্জাবে খোকার উপজাতিদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। পরে গাক্কারগণ প্রভাবশালী হয়ে উঠে। এদের দলপতি কামাল খান গাক্কার আকবরের অন্যতম মনসবদার ছিলেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বালুচি সম্প্রদায়ের উপজাতিরা, পশ্চিম হিমালয়ে মেষপালক গাড্ডিস উপজাতিরা, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগা ও অহোম উপজাতিরা, বিহার ও ঝাড়খন্ডে ছেরো উপজাতিরা এবং বিহার, উড়িশা, পশ্চিমবঙ্গা এবং ঝাড়খন্ডে সাঁওতাল ও মুন্ডা উপজাতিরা বসবাস করত। তাছাড়া ভিল এবং গোন্ড সম্প্রদায়ের উপজাতিরা বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করত।

যাযাবর এবং ভ্রাম্যমাণ জনজাতির লোকেরা কীভাবে বসবাস করত ঃ ভ্রাম্যমান পশুপালক শ্রেণির লোকেরা তাদের পশু নিয়ে দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়াত। তারা দুধ ও অন্যান্য পশুজাতীয় উৎপাদনের উপর নির্ভর করত। যাযাবর - ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে বানজারাগণ ছিল অন্যতম। দলবদ্ধভাবে এদের চলাচলকে বলা হত 'চান্ডা'। বহু পশুপালক উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ তাদের পালিত পশু যেমন গোরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি ধনীব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করত।

পরিবর্তিত সমাজজীবন ঃ নয়া জাতি এবং শাসক শ্রেণি ঃ অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ লোকেরা প্রয়োজন হয়। ফলে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠির মধ্যে কারিগর শ্রেণি অর্থাৎ লৌহকার, কাষ্ঠশিল্পী, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদিকেও ব্রাহ্মণরা পৃথক জাতিরূপে স্বীকৃতি দেয়। এই সকল পেশাভিত্তিক জাতিসমূহ সমাজ গঠনে অধিক ভূমিকা গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় বহু উপজাতি গোষ্ঠী জাত ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে।

গোন্ড উপজাতি ঃ গন্ডোয়ানার বনাঞ্চলে গোন্ড উপজাতির লোকেরা বাস করে। জুমচাষ এদের প্রধান উপজীবিকা। এরা কয়েকটি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব 'রাজা' বা 'রাই' রয়েছে। 'আকবরনামা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় 'গারহা কাটাঙ্গা' নামক গোন্ড রাজ্যের অধীনে ৭০,০০০ গ্রাম ছিল।

প্রতিটি রাজ্য 'গরহ'-এ বিভক্ত ছিল। প্রতিটি 'গরহ' 'চৌরাশ' নামক ৮৪ টি গ্রামীণ ইউনিটে বিভক্ত ছিল। আবার ১২টি গ্রাম নিয়ে এক একটি চৌরাশির উপ-বিভাগ ছিল যাদেরকে বলা হত 'বারহুতস'। বড়ো রাজ্য গঠনের ফলে গোন্ডদের সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ব্রাহ্মণরা তাদের কাছ থেকে ভূমি গ্রহণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠে। ক্রমে বুন্দেলা এবং মারাঠাদের আক্রমণে গোন্ড রাজ্যসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে।

অহোমগণ ঃ ত্রয়োদশ শতকে অহোমগণ বর্তমান মায়ানমার থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করে। প্রাচীন ভুঁইঞা প্রথা ভেঙে ওরা নতুন রাজ্য গড়ে তোলে। ষোড়শ শতকে ওরা চ্যুতিয়া, কচ - হাজো এবং অন্যান্য উপজাতি রাজ্যসমূহ অহোম রাজ্যভূক্ত করে। ১৬৬০-এর দশকে গোলাবারুদ ও কামান নির্মাণে এরা দক্ষতা অর্জন করে।

অহোম রাজ্য বাধ্যতামূলক শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল। রাষ্ট্রের জন্য শ্রম দানে যাদের বাধ্য করা হত, তাদের বলা হত **'পাইকা'**। সপ্তদশ শতক নাগাদ অহোমরা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণ প্রায় সকলেই সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য থাকত। ধানচাষে অহোমরা নতুন পদ্ধতি চালু করে। অহোম সমাজ গোষ্ঠী বা **'খেল'**-এ বিভক্ত ছিল। একটি খেল একটি গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করত।। গ্রামীণ কমিউনিটি কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করত। শিব সিং-এর রাজত্ব কালে হিন্দু ধর্ম অহোম রাজ্যে প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। অহোম ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থ হল **বুরঞ্জি**। আলোচ্য সময়ে এই উপমহাদেশে উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী চিরাচরিত পেশা ত্যাগ করে নূতন পেশা গ্রহণ করতে থাকে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। বর্ণব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হত...................... নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী।

২। প্রতিটি উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা .... সূত্রে আবদ্ধ ছিল।

৩। একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নতুনভাবে............ শক্তিশালী হয়ে উঠে।

উত্তর সংকেত ঃ ১। ব্রাহ্মণদের ২। আত্মীয়তার ৩। রাজপুতগণ

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। প্রতিটি টান্ডার অধীনে লোক থাকত-

ক) পাঁচ থেকে ছয়শত জন　　খ) ছয় থেকে সাতশত জন

গ) আট থেকে নয়শত জন　　ঘ) দুই থেকে তিনশত জন।

২। বানজারাদের বানিজ্যিক বাহন ছিল—

ক) ষাঁড়　　(খ) রথ　　(গ) শকট　　(ঘ) পুষ্পরথ

৩। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হয়—

ক) ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে　　খ) ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে

গ) ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে　　ঘ) ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর সংকেত ঃ ১।　খ) ছয় থেকে সাতশত জন

২।　ক) ষাঁড়

৩।　ঘ) ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। উপজাতি সমাজে বেশ কিছু অলিখিত রীতিনীতি ছিল।

২। উপজাতি লোকেরা একই পেশায় যুক্ত ছিল।

৩। সংগ্রাম শাহের পুত্র দলপত রাজকুমারী দুর্গাবতীকে বিবাহ করেন।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য　　২। মিথ্যা　　৩। সত্য

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান - ১

১। ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ কীভাবে বিভক্ত ছিল?

উঃ- ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ বর্ণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভক্ত ছিল।

২। উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ কোথায় বসবাস করত?

উঃ- উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বনাঞ্চল, পাহাড়, মরুভূমি ও বন্ধুর এলাকায় বসবাস করত।

৩। উপজাতি গোষ্ঠীর মূল জীবিকা কী ছিল?

উঃ- উপজাতি গোষ্ঠীর মূল জীবিকা ছিল কৃষিকাজ।

৪। একটি প্রভাবশালী উপজাতি গোষ্ঠীর নাম লিখ।

উঃ- একটি প্রভাবশালী উপজাতি গোষ্ঠীর নাম 'খোকার'।

৫। কামাল খান গাক্কার কে ছিলেন?

উঃ- কামাল খান গাক্কারদের দলপতি এবং মোগল সম্রাট আকবরের মনসবদার ছিলেন।

৬। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কোন উপজাতি গোষ্ঠী প্রভাবশালী ছিল?

উঃ- উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বালুচি সম্প্রদায়ের উপজাতিরা প্রভাবশালী ছিল।

৭। পশ্চিম হিমালয়ে কোন উপজাতির মানুষরা বসবাস করত?

উঃ- পশ্চিম হিমালয়ে মেষপালক গাড্ডিস উপজাতির মানুষ বসবাস করত।

৮। ছেরো উপজাতি প্রধানরা কোথায় রাজত্ব করত?

উঃ- ছেরো উপজাতি প্রধানরা বর্তমান বিহার ও ঝাড়খন্ড অঞ্চলে রাজত্ব করত।

৯। সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মান সিংহ কবে ছেরোদের পরাজিত করেন?

উঃ- সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মান সিংহ ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ছেরোদের পরাজিত করেন।

১০। পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের বিশাল অঞ্চল জুড়ে কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বেশি দেখা যায়?

উঃ- পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ভিল সম্প্রদায়ের লোক বেশি দেখা যায়।

১১। কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের কয়েকটি গোষ্ঠী শিকারি থেকে যায়?

উঃ- ভিল উপজাতি সম্প্রদায়ের কয়েকটি গোষ্ঠী শিকারি থেকে যায়।

১২। 'বানজারা' কারা?

উঃ- বানজারা হল যাযাবর -ব্যবসায়ী শ্রেণির লোক।

১৩। 'টান্ডা' কী?

উঃ- বানজারা উপজাতিরা দলবদ্ধভাবে চলাচলের জন্য যে যান ব্যবহার করত তাকে টান্ডা বলা হয়।

১৪। দিল্লীর কোন সুলতান পণ্য পরিবহনের কাজে বানজারাদের ব্যবহার করতেন?

উঃ- সুলতান আলাউদ্দিন খলজি পণ্য পরিবহনের কাজে বানজারাদের ব্যবহার করতেন।

১৫। গোন্ড উপজাতি গোষ্ঠী কোথায় বাস করত?

উঃ- গোন্ড উপজাতি গোষ্ঠী মধ্যপ্রদেশের গন্ডোয়ানায় বাস করত।

১৬। গোন্ড উপজাতি লোকেদের প্রধান উপজীবিকা কী ছিল?

উঃ- গোন্ড উপজাতি লোকেদের প্রধান উপজীবিকা ছিল জুম চাষ।

১৭। 'সংগ্রাম শাহ' উপাধি কে গ্রহণ করেন?

উঃ- গারহা কাটাঙ্গার রাজা আমন দাস 'সংগ্রাম শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন।

১৮। গারহা কাটাঙ্গা আক্রমণে মোগল সেনাপতি কে ছিলেন?

উঃ- গারহা কাটাঙ্গা আক্রমণে মোগল সেনাপতি ছিলেন অসদ খান।

১৯। রানি দুর্গাবতীর নাবালক পুত্রের নাম কী?

উ ঃ রানি দুর্গাবতীর নাবালক পুত্রের নাম বীরনারায়ণ।

২০। অহোম ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থের নাম কী?

উঃ- অহোম ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থের নাম বুরঞ্জি।

২১। কার রাজত্বকালে অহোম রাজ্যে হিন্দু ধর্ম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়?

উঃ- শিব সিং এর রাজত্বকালে অহোম রাজ্যে হিন্দুধর্ম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়।

২২। কোন্ রাজবংশের কন্যা ছিলেন রানি দুর্গাবতী?

উঃ- চান্দেলা রাজপুত বংশের কন্যা ছিলেন রানি দুর্গাবতী।

২৩। অহোমরা কোথা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেন?

উঃ- অহোমরা মায়ানমার থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

২৪। 'পাইকা' কী?

উঃ- রাষ্ট্রের জন্য যাদের শ্রমদানে বাধ্য করা হত, তাদের বলা হত 'পাইকা'।

২৫। মোঙ্গলদের বাসভূমি কোথায় ছিল?

উঃ- মোঙ্গালদের বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে।

২৬। চেঙ্গিস খাঁ কে ছিলেন?

উঃ- চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন মোঙ্গাল নেতা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বত্র সামাজিক পরিবর্তন কেন সমানভাবে হয়নি?

উঃ- মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বত্র সামাজিক পরিবর্তন সমানভাবে হয়নি, কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্নভাবে।

২। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গো বসবাসকারী দুটি প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীর নাম লেখ।

উঃ- ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গো বসবাসকারী দুটি প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীর নাম সাঁওতাল ও মুন্ডা।

৩। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির নাম লেখ।

উঃ- দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির নাম হল- কোরাগাস, ভেটারস, মায়াভারস, কোলিস, বিরাডস প্রভৃতি।

৪। ভিল সম্প্রদায়ের লোকজন কোন অঞ্চলে বসবাস করত?

উঃ- ভিল সম্প্রদায়ের লোকজন পশ্চিম ও মধ্য ভারতের বিশাল অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত। বর্তমানে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে তারা বসবাস করত।

৫। কয়েকটি রাজপুত বংশের নাম কর।

উঃ- কয়েকটি রাজপুত বংশের নাম হল হুন, চান্দেলা, চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার প্রভৃতি।

৬। 'গরহ' কী?

উঃ- গোন্ড রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এক-একটি ভাগকে 'গরহ' বলা হত।

৭। 'চৌরাশ' কী?

উঃ- প্রতিটি রাজ্য 'গরহ'-এ বিভক্ত ছিল। প্রতিটি 'গরহ' ৮৪ টি গ্রামীণ ইউনিটে বিভক্ত ছিল। এদের চৌরাশ বলা হত।

৮। 'বারহুতস' কী?

উঃ- গোন্ড রাজ্যের ১২টি গ্রাম নিয়ে এক একটি চৌরাশ-এর উপ-বিভাগ ছিল যাদেরকে বলা হত 'বারহুতস'।

৯। কোন্ অঞ্চল মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উঃ- রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, চিন ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক অঞ্চল মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

১০। উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা কেন ব্রাহ্মণদের সমাজ ত্যাগ করে?

উঃ- উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা ব্রাহ্মণদের বিভেদপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে অপছন্দ করত বলে তারা ব্রাহ্মণদের সমাজ ত্যাগ করে।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। যাযাবর কাদের বলা হত? ভ্রাম্যমাণ পশুপালক শ্রেণির লোকেরা কীভাবে বসবাস করত?

উঃ- যাদের সাধারণত নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না, যারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত তাদেরকে যাযাবর বলে। এদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারা জিনিসপত্র বিক্রি করত। যাযাবর - ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে বানজারাগণ ছিল অন্যতম।

ভ্রাম্যমাণ পশুপালক শ্রেণির লোকেরা তাদের পশু নিয়ে দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়াত। তারা দুধ ও অন্যান্য পশুজাতীয় উৎপাদনের উপর নির্ভর করত। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনকারীদের সঙ্গে খাদ্যশস্য, কাপড়, বাসনপত্র ইত্যাদির বিনিময়ে পশম, ঘি ইত্যাদি প্রদান করত। জিনিস-পত্র আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ভারবাহী পশুর সাহায্য নিত।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। ক) উপজাতি সমাজ বলতে কী বোঝ? (খ) উপজাতিদের সমাজ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উঃ- ক) ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বাইরে আরও কিছু সমাজ ছিল। এই সমাজ ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত আচারসর্বস্ব রীতিনীতি মেনে চলত না। এই সমাজে বিভাজন ছিল না। এই ধরনের সমাজকে বলা হয় 'উপজাতি-সমাজ'। এদের বেশকিছু সমৃদ্ধ সামাজিক প্রথা এবং অলিখিত রীতিনীতি রয়েছে। এগুলি বংশানুক্রমিক অনুসৃত হয়।

খ) উপজাতিদের সমাজ জীবন ঃ-

ভারত উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই উপজাতি অংশের জনগণ রয়েছে। উপজাতিদের নিয়ন্ত্রিত অনেকগুলো অঞ্চল রয়েছে। এই সমাজে প্রতিটি উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিল। অনেক উপজাতি গোষ্ঠী ছিল কৃষিনির্ভর। আবার অনেকে ছিল পশু শিকারি, খাদ্য সংগ্রাহক এবং পশুপালক। এই সকল উপজাতিদের অনেকেই দলবদ্ধভাবে একই কাজ করত। উৎপাদিত ফসল বা সংগৃহীত দ্রব্য তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। এদের অনেকেই আবার যাযাবর জীবন যাপন করত।

উপজাতিরা সাধারণত বনাঞ্চল, পাহাড়, মরুভূমি এবং বন্ধুর এলাকায় বসবাস করত। এই সকল উপজাতি গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব এবং সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করত। বর্ণবাদী সমাজের সঙ্গে মাঝে মাঝে ওদের সংঘাত হত।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। মোগল যুগে যাযাবরদের জীবন কেমন ছিল?

২। গোন্ড উপজাতিদের জীবন কেমন ছিল?

৩। ভারতীয় অর্থনীতিতে বানজারারা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। বানজারাদের সম্পর্কে বণিক পিটার মান্ডির অভিমত লিখ।

২। অহোম সম্প্রদায়ের উপজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

Teachers Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে তৈরি করো' - অংশে উল্লেখিত বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যবই-এর ৭৫-৭৬ নং পৃষ্ঠা মনোযোগ সহকারে পড়বে। এক্ষেত্রে যাযাবর এবং ভ্রাম্যমান গোষ্ঠী অংশটি দেখবে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৭৭ থেকে ৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'গোন্ডা উপজাতি' শীর্ষক অংশটি ভালোভাবে পড়বে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৭৬নং পৃষ্ঠার সাহায্য নিতে হবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর পাঠ্যবই-এর ৭৬ নং পৃষ্ঠার 'বানজারা' শীর্ষক অংশে বর্ণিত - 'বণিক পিটার মান্ডির অভিমত' থেকে তৈরি করবে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৭৯-৮০ নং পৃষ্ঠার 'অহোমগণ'-অংশ থেকে মুখ্য বিষয়গুলি উল্লেখ করবে।

অষ্টম অধ্যায়

ভক্তি আন্দোলন

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

ত্রয়োদশ শতকে ক্রমাগত সংঘর্ষ, পারস্পরিক সমাদর ও উদারতার মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের যে যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল, তা ভারতীয় চেতনার জন্ম দেয়। ধর্মীয় জগতে দেখা দেয় এক নব জোয়ার। ঈশ্বর ভজনায় ভক্তিকেই মুক্তির পথ হিসেবে অনেকেই বেছে নেয়। এই জোয়ার থেকেই জন্ম নেয় সুফি এবং ভক্তি আন্দোলন।

একেশ্বরবাদের ধারণা ঃ

বড় রাজ্য গঠনের আগে মানুষ নিজ নিজ দেব-দেবীর পূজা করত। মানুষের মনে এই ধারণা ব্যাপকভাবে জন্মায়-সুকর্ম এবং কুকর্মের দ্বারা পুনর্জন্মের কাজ নির্ধারিত হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তির সৎ প্রচেষ্টা এবং কর্মের দ্বারা সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব। ক্রমে কিছু লোকের মধ্যে সর্বশক্তিমান একেশ্বরের ধারণা জন্মলাভ করে। বহু দেবদেবীর জায়গায় এই একজন ঈশ্বরের ভজনা করলেই পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি সম্ভব, এই প্রথাই হল ভক্তিবাদ। ভাগবত গীতা থেকেই এই ধারণার প্রসার এবং জনপ্রিয় হয়। কালক্রমে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও এই মতবাদ গ্রহণ করে।

দক্ষিণ ভারতে এক নয়া ভক্তিবাদ ঃ নায়নার এবং আলভার সম্প্রদায় ঃ- সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে নায়নার ও আলভার সংগঠন ভক্তিবাদী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন। জাতপাত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এই দুই ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। **'পুলাইয়ার'** এবং **'পানার'** নামক দুটি অস্পৃশ্য শ্রেণিও ভক্তিধর্মের সংস্পর্শে আসে। এই ভক্তিধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সঙ্গম সাহিত্য যাতে রয়েছে ভক্তি এবং বীরত্বের আদর্শ।

দশম এবং দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চোল এবং পান্ড্যরাজাগণ ভক্তিবাদের সাধু-সন্তরা যে সকল পবিত্র স্থান পরিভ্রমণ করেছেন সেখানে বিশাল বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন।

দর্শন ও ভক্তি ঃ অষ্টাদশ শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ এবং এক অভিন্ন মহান শক্তিমান ঈশ্বরের তত্ব প্রচার করেন। রামানুজ মনে করতেন বিষ্ণুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমেই মুক্তি অর্জন সম্ভব।

বাসবান্নের বীর শৈববাদ ঃ বীর শৈববাদের প্রবক্তা হলেন বাসবান্ন এবং তাঁর সহযোগী আল্লামা প্রভু ও আক্কামহাদেবী। ব্রাহ্মণ্যবাদ সৃষ্ট জাতপাত এবং মহিলাদের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদে তারা আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারা মূর্তিপূজার বিরোধী এবং মানুষের সমান অধিকারের কথা বলেন।

মহারাষ্ট্রের সাধু-সন্তরা ঃ মহারাষ্ট্রে সন্ত-কবিদের অন্যতম ছিলেন জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ এবং তুকারাম। মহিলা সন্তদের অন্যতম ছিলেন সাক্কুবাঈ। এরা সকলপ্রকার আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান এবং জন্মসূত্রে সামাজিক বৈষম্য মানতেন না। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং সদাচারই ছিল তাদের ধর্মীয় অনুশাসন।

নাথপন্থী, সিদ্ধা এবং যোগী ঃ চিরাচরিত ধর্মানুষ্ঠান এবং সামাজিক রীতিনীতির ঘোর বিরোধী নাথপন্থী, সিদ্ধা এবং যোগী সম্প্রদায় নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব বলে মনে করতেন। এরা বিশ্বমানবতার কথা বলতেন। তাদের মতে যোগ সাধনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়া যায়। উত্তর ভারতে এই ধর্মীয় মতবাদ একটি জনপ্রিয় ধর্ম আন্দোলনে পরিণত হয়।

ইসলাম এবং সুফিবাদ ঃ মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদের উপর ভিত্তি করে সুফিবাদ গড়ে উঠেছিল। সুফিরা ধর্মীয় আচার সর্বস্বতা বর্জন করে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং ভক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ছিল সুফিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুসলিম ধর্মজ্ঞানীরা যে পবিত্র অনুশাসনের রীতি বা আইন রচনা করেন তাকে বলে শরিয়ত।

সুফিবাদের উৎস হল কোরান ও হজরত মহম্মদের বাণী। সুফিরা ত্যাগ এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভে বিশ্বাসী। এরা পৌত্তলিকতার বিরোধী এবং একেশ্বরবাদী। সুফিবাদ গুরুকেন্দ্রিক। ওরা গুরুকে বলে **‘পির’** বা **‘খাজা’**। পিরদের কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় ‘দরগা’ বা ‘খানকা’। আর সুফি ধর্মের অনুগামীরা **‘ফকির’** বা **‘দরবেশ’** নামে পরিচিত। দ্বাদশ শতকের মধ্যে সুফিরা প্রায় ১২টি সম্প্রদায় বা সিলসিলায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান- ‘চিশতি’ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৈনুদ্দিন চিশতি। সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ শিহাবউদ্দিন সুহরাবর্দি। সুফিবাদের প্রভাবে ইসলামে ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে এক নব সংস্কৃতির উত্থান ঘটে।

উত্তর ভারতে নূতন ধর্মীয় মতবাদের উত্থান ঃ ত্রয়োদশ শতকের পর সমগ্র উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে ইসলাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে সুফিবাদ বা ভক্তিবাদ প্রচারিত হতে থাকে। ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন কবির এবং গুরুনানক। ভক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হলেন দাদু দয়াল, রবিদাস এবং মীরাবাঈ।

কবির ঃ কবিরের বিশাল রচনা সম্ভার ‘সাখী’ বা ‘পদ’ নামে পরিচিত। এই সব রচনা থেকে কবিরের ভাবাদর্শ সম্পর্কে জানা যায়। কবিরের শিক্ষার মূল ভিত্তি হল ব্যাকুল ঈশ্বর প্রেম এবং আত্মনিবেদন। তাঁর রচিত দোহা ছিল সহজ সরল হিন্দি ভাষায় রচিত যা সাধারণ মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারে।

গুরু নানক ঃ গুরুনানকের জন্ম ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পাকিস্তানের তালবন্দি গ্রামে। তিনি শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান তিনটি সূত্র হল এক ঈশ্বর, গুরু এবং নামজপ। তাঁর শিষ্যদের বলা হয় **'শিখ'**। তিনি জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। তাঁর বাণী হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত করে। লেহনা বা গুরু অঙ্গাদ ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী। শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থসাহিব'। শিখদের প্রধান গুরুদোয়ারার নাম হরমন্দার সাহিব। এটিই **'স্বর্ণমন্দির'** রূপে সমধিক পরিচিত। শিখদের ধর্মীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহ খাল্‌সা প্রতিষ্ঠা করেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১**

১। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের .... প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করে।

২। অষ্টাদশ শতকে .... নামে একজন প্রভাবশালী দার্শনিক কেরালাতে জন্মগ্রহণ করেন।

৩। রামানুজ ছিলেন বিশিষ্ট..................... এর প্রবক্তা।

উত্তর সংকেত ঃ ১। শিক্ষা, ২। শঙ্করাচার্য, ৩। দ্বৈতবাদ

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। বীর শৈববাদীরা ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন—

ক) পাঞ্জাবে খ) মহারাষ্ট্রে

গ) বাংলাদেশে ঘ) কর্ণাটকে

২। কেরালাতে শঙ্করাচার্য নামে একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন—

ক) পঞ্চদশ শতকে খ) সপ্তদশ শতকে

গ) অষ্টাদশ শতকে ঘ) ঊনবিংশ শতকে

৩। অন্যের দুঃখের ভারবহন হল মানবতার মর্মবাণী'। - এ কথা বলেন

ক) নার্সি মেহতা খ) তুকারাম

গ) নামদেব ঘ) কবির

উত্তর সংকেত ঃ ১। ঘ) কর্ণাটকে ২। গ) অষ্টাদশ শতকে ৩। ক) নার্সি মেহতা

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। হিন্দু ধর্মে সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্য ছিল।

২। যোগীরা ছিলেন নিম্নবর্গীয়দের কাছে খুবই প্রিয়।

৩। পিরদের কর্মকেন্দ্রকে বলে মসজিদ।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য, ২। সত্য, ৩। মিথ্যা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান - ১

১। নায়নাররা কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন?

উঃ- নায়নাররা শিবের উপাসক ছিলেন।

২। আলভাররা কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন?

উঃ- আলভাররা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন।

৩। নায়নারদের কয়টি উপদল ছিল?

উঃ- নায়নারদের ৬৩ টি উপদল ছিল।

৪। আলভারদের কয়টি উপদল ছিল?

উঃ- আলভারদের ১২টি উপদল ছিল।

৫। কোন দুটি অস্পৃশ্য শ্রেণি ভক্তিধর্মের সংস্পর্শে আসে?

উঃ- 'পুলাইয়ার' এবং 'পানার' নামক দুটি অস্পৃশ্য শ্রেণি ভক্তিধর্মের সংস্পর্শে আসে।

৬। আলভারদের সংগীতের সংকলনকে কী বলা হত?

উঃ- আলভারদের সংগীতের সংকলনকে দিব্যপ্রব প্রন্ধম বলা হত।

৭। কোন ভক্তিধর্মকে কেন্দ্র করে সঙ্গাম সাহিত্য গড়ে উঠে?

উঃ- নায়নার এবং আলভার সম্প্রদায়ের ভক্তিধর্মকে কেন্দ্র করে সঙ্গাম সাহিত্য গড়ে উঠে।

৮। দার্শনিক শঙ্করাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ- দার্শনিক শঙ্করাচার্য কেরালাতে জন্মগ্রহণ করেন।

৯। দার্শনিক শঙ্করাচার্যের মতবাদ কী ছিল?

উঃ- দার্শনিক শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ এবং এক অভিন্ন মহান শক্তিমান ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রচার করেন।

১০। রামানুজ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ- রামানুজ তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন।

১১। রামানুজ কোন ভক্তিদর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত?

উঃ- রামানুজ আলভার ভক্তিদর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

১২। বীর শৈববাদের প্রবক্তা কে?

উঃ- বীর শৈববাদের প্রবক্তা হলেন বাসবান্ন এবং তার সহযোগী আল্লামা প্রভু ও আক্কামহাদেবী।

১৩। নামদেব কে ছিলেন?

উঃ- নামদেব ছিলেন মহারাষ্ট্রের সন্ত কবিদের অন্যতম।

১৪। সাক্কুবাই কে ছিলেন?

উঃ- সাক্কুবাই ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহিলা সন্তদের অন্যতম।

১৫। ছোকামেলা পরিবার কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল?

উঃ- ছোকামেলা পরিবার 'অস্পৃশ্য' মাহার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

১৬। শরিয়ত কী?

উঃ- মুসলিম ধর্মজ্ঞানীরা যে পবিত্র অনুশাসনের রীতি বা আইন রচনা করেন, তাকে বলে শরিয়ত।

১৭। উলেমা প্রবর্তিত গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসন কারা বিশ্বাস করতেন না?

উঃ- উলেমা প্রবর্তিত গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসন সুফি-সাধকরা বিশ্বাস করতেন না।

১৮। সুফিরা গুরুকে কী বলেন?

উঃ- সুফিরা গুরুকে বলেন 'পির' বা 'খাজা'।

১৯। পিরদের কর্মকেন্দ্রকে কী বলা হয়?

উঃ- পিরদের কর্মকেন্দ্রকে 'দরগা' বা 'খানকা' বলা হয়।

২০। সুফি ধর্মের অনুগামীরা কী নামে পরিচিত?

উঃ- সুফি ধর্মের অনুগামীরা 'ফকির' বা 'দরবেশ' নামে পরিচিত।

২১। সুফিরা কয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন?

উঃ- সুফিরা বারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন।

২২। সুলতানি যুগে কোন দুটি সুফি সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে?

উঃ- সুলতানি যুগে 'চিশতি' ও 'সুহরাবর্দি' সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে।

২৩। ভারতে 'চিশতি' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?;

উঃ- ভারতের 'চিশতি' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশতি।

২৪। সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উঃ- সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ শিহাবউদ্দিন সুহরাবর্দি।

২৫। 'রামচরিত মানস' কে রচনা করেন?

উঃ- 'রামচরিত মানস' তুলসীদাস রচনা করেন।

২৬। 'সুরসাগর, 'সুরসরাবলি' এবং 'সাহিত্যলহরী' কার রচনা?

উঃ- 'সুরসাগর, 'সুরসরাবলি' এবং 'সাহিত্যলহরী' রচনা করেন সুরদাস।

২৭। 'নামঘর' নামক প্রার্থনাগৃহ স্থাপনের কথা প্রচার কে করেন?

উঃ- 'নামঘর' নামক প্রার্থনাগৃহ স্থাপনের কথা প্রচার করেন ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরুষ শঙ্করদেব।

২৮। মীরাবাঈ কোন দেবতার উপাসক ছিলেন?

উঃ- মীরাবাঈ কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন।

২৯। মীরাবাঈ কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন?

উঃ- মীরাবাঈ সন্ত রবিদাসের শিষ্যত্বগ্রহণ করেন।

৩০। সুরদাস কোন দেবতার ভক্ত ছিলেন?

উঃ- সুরদাস কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন।

৩১। ভজন রচনায় কে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন?

উঃ- ভজন রচনায় মীরাবাঈ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

৩২। 'দোহা' কে রচনা করেন?

উঃ- 'দোহা' কবির রচনা করেন।

৩৩। কবিরের দোহা কোন্ ভাষায় রচিত?

উঃ- কবিরের দোহা হিন্দি ভাষায় রচিত।

৩৪। কবিরের বিশাল রচনা সম্ভার কী নামে পরিচিত?

উঃ- কবিরের বিশাল রচনা সম্ভার ‘সাখী’ বা ‘পদ’ নামে পরিচিত।

৩৫। শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন?

উঃ- শিখ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গুরু নানক।

৩৬। গুরু নানক কোন্ শিষ্যকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন?

উঃ- লেহনা (গুরু অঙ্গাদ)কে গুরু নানক উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

৩৭। শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কী?

উঃ- শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম ‘গুরুগ্রন্থ সাহিব’।

৩৮। শিখদের প্রধান গুরুদোয়ারার নাম কী?

উঃ- শিখদের প্রধান গুরুদোয়ারার নাম হরমন্দার সাহিব। এটিই স্বর্ণমন্দির রূপে পরিচিত।

৩৯। কে খালসা প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ- গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা প্রতিষ্ঠা করেন।

৪০। গুরু গোবিন্দ সিংহ কবে ‘খালসা’ প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ- গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে খালসা প্রতিষ্ঠা করেন।

৪১। গুরু অর্জুনের কবে প্রাণদন্ড হয়?

উঃ- গুরু অর্জুনের ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাণদন্ড হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। শঙ্করদেব কে ছিলেন? তিনি কার ভক্ত ছিলেন?

উঃ- শঙ্করদেব ছিলেন আসামের ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা। তিনি বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন।

২। দক্ষিণ ভারতের দুটি ভক্তি সম্প্রদায়ের নাম লেখ।

উঃ- দক্ষিণ ভারতের দুটি ভক্তি সম্প্রদায়ের নাম হল নায়নার ও আলভার

৩। রামানুজ কেন বিখ্যাত?

উঃ- রামানুজ ছিলেন একাদশ শতকের একজন বিখ্যাত ভক্তিসাধক। বিষ্ণুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তির মাধ্যমেই মুক্তি অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ-এর প্রবক্তা।

৪। বাসবান্ন কেন বিখ্যাত?

উঃ- বাসবান্ন ছিলেন বীর শৈববাদের প্রবক্তা। তিনি ও তাঁর অনুগামী আল্লামা প্রভু ও আক্কামহাদেবীর সহযোগিতায় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কর্ণাটকে এই ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ সৃষ্ট জাতপাত এবং মহিলাদের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদে ওরা আন্দোলন গড়ে তোলেন।

৫। মহারাষ্ট্রের সন্ত-কবিদের অন্যতম কারা ছিলেন?

উঃ- মহারাষ্ট্রের সন্ত-কবিদের অন্যতম ছিলেন জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুকারাম এবং মহিলা সন্তদের অন্যতম ছিলেন সাক্কুবাঈ।

৬। নাথপন্থীরা যোগসাধনার জন্য কোন্ কোন্ লক্ষ্য পূরণের কথা বলেছেন?

উঃ- নাথপন্থীরা যোগসাধনার জন্য শরীর ও মনের গভীর অনুশীলনে যোগসন্ন্যাস, অনুলোম বিলোম এবং ধ্যানচর্চার কথা বলেছেন।

৭। সুফিবাদ কি?

উঃ- মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সুফিবাদ। সুফিরা ধর্মীয় আচার সর্বস্বতা বর্জন করে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং ভক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ছিল সুফিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৮। সুফিবাদের মূল উৎস কী?

উঃ- সুফিবাদের মূল উৎস হল কোরান ও হজরত মহম্মদের বাণী। পবিত্র কোরানের ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা এবং আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুফিদের উদ্বুদ্ধ করে।

৯। মীরাবাঈ কেন বিখ্যাত?

উঃ- ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কৃষ্ণভক্ত সাধিকা ছিলেন মীরাবাঈ। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় কৃষ্ণের অবিস্মরনীয় ভজন রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন।

১০। কবির কেন বিখ্যাত?

উঃ- কবির ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ভক্ত সন্ত। তিনি ছিলেন নিরাকার সর্বশক্তিমান একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের প্রতি আসক্তিহীন আত্মসমর্পন বা ভক্তিকেই তিনি মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। তিনি সামাজিক অধিকার ও জাতপাতহীন ব্যবস্থার উপর জোর দিতে দোহা রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন।

১১। 'দোহা' কী?

উঃ- 'দোহা' হল কবির রচিত সহজ-সরল হিন্দি ভাষায় দুই পঙ্ক্তির কবিতা। এই কবিতা বা 'দোহা' সাধারণ মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারত। এর মধ্য দিয়ে তিনি ভক্তিবাদের কথা প্রচার করেন। তাঁর দোহাগুলি হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

১২। গুরু নানক কেন বিখ্যাত ?

উঃ- গুরুনানক শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রধান তিনটি সূত্র হল এক ঈশ্বর, গুরু এবং নামজপ। তাঁর শিষ্যদের বলা হয় 'শিখ'। তাঁর বাণী হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত করে।

১৩। মোগলযুগে কোন দুই শিখগুরুকে হত্যা করা হয়েছিল?

উঃ- মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের নির্দেশে গুরু অর্জুনকেও ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করা হয়।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ভক্তিবাদ আন্দোলন বলতে কী বোঝ? কয়েকজন ভক্তিবাদ আন্দোলনকারী নেতার নাম লেখ।

উঃ- ভক্তিই মুক্তির পথ এই মতবাদে বিশ্বাসকে ভক্তিবাদ বলা হয়। বহু দেবদেবীর স্থলে একজন ঈশ্বরের আরাধনা করলে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। দানধর্ম বা আচারসর্বস্ব বহু দেবদেবীর পূজা- অর্চনার প্রয়োজন নেই। হিন্দু ধর্মের গোড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে নতুন মতাদর্শের উদ্ভব হয় তা ভক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। এই মতাদর্শে বলা হয় যে, একমাত্র ঈশ্বরের ভজনা করলেই মুক্তি পাওয়া যায়। সেজন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ভক্তি আন্দোলনের কয়েকজন নেতার নাম হল কবির, গুরু নানক, সুরদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৫

১। কবির কে ছিলেন? ভারতেবর্ষে ভক্তিবাদ আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে লেখ।

উঃ- কবির ছিলেন পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের মধ্যে আবির্ভূত একজন অত্যন্ত উদারপন্থী ভক্তি-সন্ত। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জন্ম ও শৈশব জীবন ঃ কবির সম্পর্কে খুব অল্পই সঠিক তথ্য জানা যায়। কথিত আছে তাঁর জন্ম কোন এক হিন্দু পরিবারে। কিন্তু এক মুসলমান জোলা বা তাঁতি তাকে লালন পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর পালক পিতার বৃত্তিই গ্রহণ করেন।

কবিরের ভাবাদর্শ ঃ কবিরের বিশাল রচনাসম্ভার ‘সাখী’ বা ‘পদ’ নামে পরিচিত। এইসব রচনা থেকে কবিরের ভাবাদর্শ সম্পর্কে জানা যায়। তিনি হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক পূজা পদ্ধতি এবং আচার আচরণের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন নিরাকার সর্বশক্তিমান একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের প্রতি আসক্তিহীন আত্মসমর্পণ বা ভক্তিকেই তিনি মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন গৃহে থেকেই ঈশ্বর পাওয়া যায়।

হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই তঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দোহা ঃ কবিরের রচিত দোহা ছিল সহজ-সরল হিন্দি ভাষায় রচিত যা সাধারণ মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারত। তাঁর দোহাগুলি হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ

ভক্তি আন্দোলনে কবিরের অবদান ঃ কবির বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা, কঠোর তপস্যা, জাতিভেদ নয়, কেবলমাত্র মনের পবিত্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মলাভ সম্ভব। তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির চেষ্টা করেন, যা আজকের দিনে খুব প্রাসঙ্গিক।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ভক্তি আন্দোলনে মীরাবাঈ-এর অবদান লেখো।

২। শঙ্করাচার্য কেন বিখ্যাত ছিলেন লেখো।

৩। নাথপন্থী, সিদ্ধা ও যোগীসম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে লেখো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। সুফি কাদের বলা হত? সুফি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। গুরু নানক কে ছিলেন? ভক্তিবাদ আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে লেখো।

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে তৈরি করো' - অংশে উল্লেখিত বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যবই-এর ৯১নং পৃষ্ঠা ভালো করে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে শিক্ষার্থীরা ৮৫ নং পৃষ্ঠার 'দর্শন ও ভক্তি' শীর্ষক অংশের সাহায্য নেবে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে ৮৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'নাথপন্থী', সিদ্ধা এবং যোগী' অংশটি ভালো করে পড়বে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর তৈরি করতে পাঠ্যবই-এর ৮৭ থেকে ৮৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'ইসলাম এবং সুফিবাদ' শীর্ষক অংশটি ভালো করে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৯২-৯৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'গুরু নানক' শীর্ষক অংশটির সাহায্য নেবে।

নবম অধ্যায়
আঞ্চলিক সংস্কৃতির সৃষ্টি

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

ভাষার ব্যবহার হচ্ছে মানুষকে বর্ণনা করার সহজতম পদ্ধতি। কেউ যদি তামিল ভাষায় কথা বলেন, আমরা বুঝি তিনি তামিল। অনেক সময় খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, কবিতা, নৃত্য, সংগীত এবং চিত্র শিল্পের মাধ্যমেও অঞ্চল চিহ্নিত হয়। কিন্তু বর্তমানে উপমহাদেশে পোশাক, খাদ্য, নাচ, গান, অঙ্কন প্রভৃতির ক্ষেত্রে সংমিশ্রণ দেখা যায়।

চের রাজ্য এবং মালয়ালম ভাষার উন্নতি ঃ

সঙ্গাম সাহিত্যে চের, চোল ও পান্ড্য এই তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে এদের মধ্যে চের রাজ্যই ছিল প্রাচীনতম। কারণ অশোকের শিলালিপিতে চের রাজ্যের উল্লেখ আছে। চের রাজ্যের প্রাচীনতম রাজা ছিলেন চেরালদান এবং রাজধানী ছিল বনজি। মহাদায়াপুরমের চের ভাষা হিসাবে প্রথম আঞ্চলিক ভাষা মালয়ালম-এর প্রচলন হয়। বর্তমানে মালয়ালম ভাষা কেরালা রাজ্যের সরকারী ভাষা। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার এই ভাষাকেই ২২ তম তপশিলভুক্ত ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। চের রাজ্যের রাজারা এই ভাষার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। লাক্ষাদ্বীপ ও পন্ডিচেরিতেও এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। মালয়ালম ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য হল শিলাপথিকরম। এর রচয়িতা ছিলেন চের যুবরাজ আদিগাল কুচির।

শাসক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ঃ জগন্নাথ ভজনা ঃ উড়িষ্যার পুরীধামের জগন্নাথ মতবাদ হল সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক মহাসঙ্গামস্থল। বাংলাদেশ থেকে শ্রীচৈতন্যদেব যে নীলাচলে গিয়েছিলেন তার প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল জগন্নাথদেবের সান্নিধ্য লাভ। তাই উড়িষ্যার বৈষ্ণবরা জগন্নাথদেবকে তাদের আদিপুরুষ বলে মনে করেন। দ্বাদশ শতকের গঙ্গা বংশের অন্যতম শাসক অনন্ত বর্মন পুরীতে পুরুষোত্তম জগন্নাথের মন্দির করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে ১২৩০ সালে রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীম নিজের সাম্রাজ্যকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন।

রাজপুত জাতি এবং বীরত্বের ঐতিহ্য ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ রাজপুতানা অঞ্চলে রাজপুতরা বসবাস করত। তবে বহু জাতির লোকই রাজস্থানে বসবাস করত। অষ্টম শতাব্দী থেকে রাজপুত পরিবারের বিভিন্ন গোষ্ঠী এই সমস্ত

অঞ্চলে শাসন করত। একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান, যিনি পরাজিত হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করতেন। রাজপুত মহিলারাও নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করতেন না। রাজপুত ইতিহাসে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা চালু ছিল।

আঞ্চলিক সীমানার বাইরে - কত্থকের ইতিহাস ঃ কত্থক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'কথা' শব্দ থেকে। মূলত কত্থক ছিল একটি জাতি, যারা উত্তর ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে গল্প কাহিনি প্রচার করতেন। পরবর্তীকালে কত্থক নাচে পরিণত হয়। মোগল সম্রাটদের সময়ে রাজ দরবারে কত্থক নাচ প্রদর্শিত হত। পরবর্তীকালে এই নাচ জয়পুর ঘরানা এবং লক্ষ্ণৌ ঘরানায় ভাগ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পরে কত্থক নাচ ভারতের ছয়টি ক্ল্যাসিক্যাল নাচের মধ্যে স্থান করে নেয়।

চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা ঃ ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি ঃ মোগল আমলে উন্নত চিত্রশিল্প দেখা যায়। এই চিত্রে ইন্দো-পারসিক রীতির প্রভাব দেখা যায়। মোগল চিত্রকলায় প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছ, পশু, পাখির চিত্র বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান পায়। মোগল সম্রাটরা চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এযুগের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিষেন দাস। কয়েকটি বিখ্যাত মোগল চিত্র হল দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রাবনের সীতা হরণ ও জটায়ু বধ, আকবরের বাল্য কালের ছবি, হামজানামা ইত্যাদি। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লি জয় করলে বহু শিল্পী পার্বত্য অঞ্চলে চলে যান।

নিবিড় আলোকপাত ঃ বাংলা আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ঃ পাঁচশো সালের মধ্যে বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দেখা যায়, যার থেকে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব। আবার এর থেকেই হিন্দি, বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠা প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক জুয়াং জাং বলেছেন যে, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার সাথে যুক্ত বহু ভাষার প্রচলন ছিল। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর বাংলা জয় করলে বাংলাকে মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবাতে পরিণত করা হয়। যদিও ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা, তথাপি আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাংলা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সংস্কৃত ভাষার প্রতি দায়বদ্ধ এবং অন্যটি স্বাধীন।

পির এবং মন্দির ঃ ধর্মীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা তাদের গোষ্ঠীপতি নির্বাচন করতেন এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে পির বলে সম্বোধন করতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বাংলায় মন্দির শিল্পেরও প্রসার ঘটে। রত্ন মন্দিরের শৈলী মধ্যযুগের বাংলার মন্দির স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ বলে ধরা হয়।

খাদ্য হিসাবে মাছ ঃ বাঙালিদের খাদ্যতালিকায় মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃহধর্ম পুরাণ-এ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার উল্লেখ আছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

১। বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির .... শহরে অবস্থিত।

২। রাজপুত ইতিহাসে সহমরণ বা .... প্রথা চালু ছিল।

৩। রাজপুত জাতির মধ্যে.................. মুখ্য গোষ্ঠী ছিল।

উত্তর সংকেত ঃ ১। পুরী ২। সতীদাহ ৩। চারটি

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। আঞ্চলিক সংস্কৃতির সবথেকে বড়ো মন্দির —

ক) দক্ষিণেশ্বর খ) পুরীর জগন্নাথ মন্দির

গ) তিরুপতি ঘ) মাদুরাই

২। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন —

ক) শ্রীচৈতন্যদেব খ) গুরু নানক

গ) নামবেদ ঘ) মীরাবাঈ

৩। 'বাশালি' নামে ক্ষুদ্র অঙ্কন শিল্প প্রসার লাভ করেছিল—

ক) দিল্লিতে খ) আগ্রায়

গ) হিমাচল প্রদেশে ঘ) পারস্য

উত্তর সংকেত ঃ ১। খ) পুরীর জগন্নাথ মন্দির

ক) শ্রীচৈতন্যদেব

গ) হিমাচল প্রদেশে

সত্য / মিথ্যা লেখো ঃ

১। কত্থক নাচ সারা ভারতে প্রচলিত।

২। মোগল সম্রাট আকবর অঙ্কন শিল্প পছন্দ করতেন।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মন্দির শিল্প চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

উত্তর সংকেত ঃ ১। মিথ্যা

২। সত্য

৩। সত্য

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান -১

১। চের রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল?

উঃ- চের রাজ্য মহাদায়াপুরমে অবস্থিত ছিল।

২। চের রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?

উঃ- চের রাজ্যের রাজধানী ছিল বনজিতে।

৩। কোন শিলালিপিতে চের রাজ্যের উল্লেখ আছে?

উঃ- অশোকের শিলালিপিতে চের রাজ্যের উল্লেখ আছে।

৪। চের রাজ্যের প্রাচীনতম রাজা কে ছিলেন ?

উঃ- চের রাজ্যের প্রাচীনতম রাজা ছিলেন চেরাল দান।

৫। মালয়ালম ভাষাকে কত খ্রিষ্টাব্দে ২২ তম তপশিলভুক্ত ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উঃ- মালয়ালম ভাষাকে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে ২২ তম তপশিলিভুক্ত ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৬। শিলাপথিকরম মহাকাব্য কোন ভাষায় লেখা?

উঃ- শিলাপথিকরম মহাকাব্য মালয়ালম ভাষায় লেখা।

৭। শিলাপথিকরম মহাকাব্যের রচয়িতা কে?

উঃ- শিলাপথিকরম মহাকাব্যের রচয়িতা চের যুবরাজ আদিগাল কুচির ।

৮। উড়িষ্যার বৈষ্ণবরা কোন্ দেবতাকে আদি পুরুষ হিসাবে কল্পনা করেন?

উঃ- উড়িষ্যার বৈষ্ণবরা জগন্নাথদেবকে আদিপুরুষ হিসাবে কল্পনা করেন।

৯। কোন্ রাজা পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন?

উঃ-রাজা অনন্ত বর্মন পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন।

১০। কোন্ রাজা নিজের সাম্রাজ্যকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করেন?

উঃ- রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীম নিজের সাম্রাজ্যকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করেন।

১১। রাজস্থানের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত রাজ্যকে কী বলা হত?

উঃ- রাজস্থানের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত রাজ্যকে রাজপুতানা বলা হত।

১২। কোন শব্দ থেকে ‘কত্থক’ শব্দটি এসেছে?

উঃ- সংস্কৃত ‘কথা’ শব্দ থেকে ‘কত্থক’ শব্দটি এসেছে।

১৩। কত্থক নাচ ক-টি ভাগে বিভক্ত?

উঃ- কত্থক নাচ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি জয়পুর ঘরানা অপরটি লক্ষ্ণৌ ঘরানা।

১৪। কত্থক কোন্ অঞ্চলের নাচ?

উঃ- কত্থক উত্তর ভারতের নাচ।

১৫। ভারতে কয়টি ক্ল্যাসিকাল ডান্স রয়েছে?

উঃ- ভারতে ছয়টি ক্ল্যাসিকাল ডান্স রয়েছে।

১৬। কোন্ সময় থেকে কত্থক নাচের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়?

উঃ- ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে কত্থক নাচের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

১৭। মোগল চিত্র কলায় কোন রীতির অসাধারণ মিশ্রণ দেখা যায়?

উঃ- মোগল চিত্রকলায় ইন্দো-পারসিক রীতির অসাধারণ মিশ্রণ দেখা যায়।

১৮। কোন্ মোগল সম্রাটকে চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার বলা হয়?

উঃ- মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরকে চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার বলা হয়।

১৯। রসমঞ্জরী গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উঃ- রসমঞ্জরী গ্রন্থের রচয়িতা ভানু দত্ত।

২০। নাদির শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন?

উঃ- নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

২১। কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলা মোগল সুবায় পরিণত হয়?

উঃ- ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলা জয় করলে বাংলা মোগল সুবায় পরিণত হয়।

২২। মোগল আমলে সরকারি ভাষা কি ছিল?

উঃ- ফার্সী ছিল মোগল আমলের সরকারী ভাষা।

২৩। মোগল আমলে গোষ্ঠীপতিকে কি বলা হয়?

উঃ- মোগল আমলে গোষ্ঠীপতিকে পির বলা হত।

২৪। বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ কে ছিলেন?

উঃ- বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন চৈতন্যমহাপ্রভু।

২৫। হরিদাস কার শিষ্য ছিলেন?

উঃ- হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন।

২৬। রায়মঙ্গল কার রচনা?

উঃ-রায়মঙ্গল কৃষ্ণ রায়ের রচনা।

২৭। জোড় বাংলা মন্দির কোথায় অবস্থিত?

উঃ- জোড় বাংলা মন্দির বিষ্ণুপুরে অবস্থিত।

২৮। জোড় বাংলা মন্দির কে নির্মাণ করেন?

উঃ- জোড় বাংলা মন্দির কৃষ্ণরায় নির্মাণ করেন।

২৯। পঞ্চরত্ন মন্দির কে নির্মাণ করেন?

উঃ পঞ্চরত্ন মন্দির শ্যাম রায় নির্মাণ করেন।

৩০। একরত্ন মন্দির কে নির্মাণ করেন?

উঃ- একরত্ন মন্দির মদনমোহন নির্মাণ করেন।

৩১। টেরাকোটা শিল্প স্থাপত্য কোথায় দেখা যায়?

উঃ- টেরাকোটা শিল্প স্থাপত্য বিষ্ণুপুরে দেখা যায়।

৩২। কোন গ্রন্থে বাংলার ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার উল্লেখ আছে?

উঃ- বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাংলার ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার উল্লেখ আছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান ২

১। সংগম সাহিত্যে উল্লেখিত তিনটি রাজ্যের নাম লিখ। এর মধ্যে কোনটি প্রাচীনতম?

উঃ- সংগম সাহিত্যে চের, চোল এবং পান্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। অনুমান করা হয় এর মধ্যে চের রাজ্যই ছিল প্রাচীনতম।

২। মধ্যযুগের মন্দিরগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? সেগুলির নাম লেখ।

উঃ- মধ্যযুগের মন্দিরগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল চালা, রত্ন, দেউল ও চাঁদনি - দালান।

৩। ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে মালয়ালম্ ভাষার ব্যবহার হয়?

উঃ- মালয়ালম্ ভাষা কেরালা, লাক্ষ্মাদ্বীপ এবং পন্ডিচেরিতে ব্যবহার করা হয়।

৪। জগন্নাথদেব কাদের উপাস্য দেবতা?

উঃ- জগন্নাথদেব বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব সকলেরই উপাস্য দেবতা।

৫। কত্থক কী?

উঃ- কত্থক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'কথা' শব্দ থেকে । মূলত কত্থক ছিল একটি জাতি, যারা উত্তর ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে গল্প কাহিনী প্রচার করতেন। পরবর্তী কালে কত্থক নাচে পরিণত। স্বাধীনতার পরে কত্থক নাচ ভারতের ছয়টি ক্লাসিক্যাল নাচের মধ্যে স্থান করে নেয়।

৬। কত্থক নাচের ধরন কয়টি এবং কী কী?

উঃ- কত্থক নাচের ধরন দুইটি। যথা— (ক) জয়পুর ঘরানা , (খ) লক্ষ্ণৌ ঘরানা।

৭। বাশালি কী ?

উঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাশালি নামে এক ক্ষুদ্র অঙ্কন শিল্প হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলে বিশেষত্ব লাভ করে। ভানুদত্তের রসমঞ্জরী নামক গ্রন্থের এক অদ্ভুত ছবি এই অঙ্কনশিল্পে ফুটে উঠেছে।

৮। কাংড়া শিল্প কী?

উঃ- ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী জয় করলে বহুশিল্পী পার্বত্য অঞ্চলে চলে যায়। কাংড়া উপত্যকায় শাসকদের পৃষ্ঠ পোষকতায় অঙ্কন শিল্পের জন্য কংড়া স্কুল গড়ে উঠে, একেই কাংড়া শিল্প বলে।

৯। পির সাহিত্য পাঁচালি কী?

উঃ- শপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন অঞ্চলের গোঁড়া ব্রাক্ষ্মণ পরিবারে, বিশেষ কোন পূজার পর পড়া হত এমন সাহিত্যকে পির সাহিত্য পাঁচালি বলা হত।

১০। সত্য নারায়ণ বা সত্য পির কে ছিলেন?

উঃ- সপ্তদশ শতকের শেষ দুই দশকে বাংলায় নারায়ণ ও পিরের সম্বন্ধে সত্যনারায়ণ বা সত্যপির-এর উদ্ভব হয়।

১১। জোড় বাংলা কী?

উঃ- বাংলায় দুটি দোচালাকে সামনে পিছনে যুক্ত করে যে মন্দির গড়ে তোলা হত তাকেই জোড় বাংলা বলা হত।

১২। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে ক-টি ভাগে ভাগ করা হয়? ভাগগুলি কী কী?

উঃ- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি হল — ক) সংস্কৃত ভাষার প্রতি দায়বদ্ধ সাহিত্য যেমন মঙ্গলকাব্য এবং খ) স্বাধীন সাহিত্য যেমন গোপীচন্দ্র।

১৩। মোগল আমলে কীভাবে দরবারি চিত্রকলার উদ্ভব ঘটে?

উঃ- মোগল চিত্রকলা একদিকে যেমন মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকাশ পায়, তেমনি দরবারের বাইরে রাজস্থান ও কাংড়ার লোকশিল্প হিসাবে বিকাশ পায়। এই চিত্রকলায় ইন্দো-পারসিক রীতির অসাধারণ মিশ্রণ দেখা যায়।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। মোগল আমলের চিত্রকলা সম্পর্কে লেখ।

উঃ- চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে মোগল যুগ বিশেষ উন্নতি করেছিল। সাধারণত এই শিল্প কাপড় কিংবা কাগজের মধ্যে জল রং দিয়ে করা হত।

মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ঃ এই চিত্রকলা একদিকে যেমন মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, তেমনি রাজস্থান ও কাংড়ার লোকশিল্প হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে।

ইন্দো-পারসিক মিশ্রণ ঃ এই চিত্রকলায় ইন্দো-পারসিক রীতির অসাধারণ মিশ্রণ দেখা যায়। এই চিত্রকলায় প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছ, পশু, পাখির চিত্র বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান পায়।

মোগল চিত্র ঃ কয়েকটি বিখ্যাত মোগল চিত্র হল- দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রাবনের সীতাহরণ, জটায়ু বধ ইত্যাদি। ছবিগুলি শিল্পী বিষেণ দাস এঁকেছিলেন। আকবরের বাল্যকালের ছবি হামজানামা আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি।

মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গির ও শাহজাহান চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। রাজপুতদের সম্পর্কে বর্ণনা করো।

উঃ- ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান রাজস্থানের অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে যে রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল তাকে ইংরেজরা রাজপুতানা বলত। কিন্তু শুধু রাজপুতরাই নয়। বহু জাতির লোকেই রাজস্থানে বসবাস করত।

রাজপুত গোষ্ঠী ঃ অষ্টম শতাব্দী থেকে রাজপুত পরিবারের বিভিন্ন গোষ্ঠী এই সমস্ত অঞ্চল শাসন করত। এরকম একজন শাসক ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। তিনি একজন বীর শাসক ছিলেন। যিনি পরাজিত হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যুবরণকে অনেক শ্রেয় বলে বনে করতেন।

রাজপুত মহিলারা ঃ রাজপুত মহিলারাও বীরাঙ্গনা ছিলেন। নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে তারা প্রাণ বিসর্জন দিতে ও দ্বিধা করতেন না। নারীদের জয় করা কিংবা রক্ষা করার জন্য রাজপুত বীরেরা বহু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতেন। মহিলারাও তাদের স্বামীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সঙ্গ দিতেন। রাজপুত সমাজে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা চালু ছিল।

নিজে তৈরী করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। বাংলায় মন্দির শিল্পের প্রসার সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

২। মাছ কেন বাঙালিদের প্রিয় খাদ্য।

৩। মোগল যুগে অঙ্কন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মোগল সম্রাটদের অবদান লেখো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। কথকের ইতিহাস আলোচনা করো।

২। ভক্তি আন্দোলনে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান আলোচনা করো।

Teacher' s Note

নিজে তৈরি করো অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্নগুলো নিম্নলিখিত পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠাগুলো দেখবে।

১। ১০৪ ও ১০৫ নং পৃষ্ঠা ২। ১০৬ নং পৃষ্ঠা ৩। ১০১ নং পৃষ্ঠা ৪। ১০৪ ও ১০৫ নং পৃষ্ঠা

রচনাধর্মী প্রশ্নগুলো তৈরি করতে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলো দেখবে।

১। ১০০ নং পৃষ্ঠা।

২। ৯৬ ও ৯৭ নং পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক গঠন

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

অষ্টাদশ শতকের শুরুতে উপমহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্যের উত্থানের ফলে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা ভারতের পূর্ব প্রান্তে এক বিরাট অঞ্চল দখল করে নেয়। এই সময় নতুন নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে।

পরবর্তী মোগল শাসকদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে সংকট ঃ মোগল সাম্রাজ্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অনেক কারণ দায়ী ছিল। এক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় শাসননীতিই দায়ী ছিল। তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করায় হিন্দুরা এই বৈষম্যমূলক করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তিনি শিয়াপন্থীদের প্রতি দমননীতি প্রয়োগ করেন। গুরু তেগবাহাদুরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ফলে শিখজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তর ভারতে রাজপুত, শিখ, জাঠ ও বুন্দেলা বিদ্রোহের ফলে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। মারাঠাদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের দমননীতি শিবাজীকে বিদ্রোহী করে তোলে। মোগল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে কর্মদক্ষতা ও নৈতিকতার অভাব মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই আইন - শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। এরূপ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি বৈদেশিক আক্রমণের চাপে সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়।

নতুন রাজ্যের উত্থান ঃ পুরো অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে মোগল সাম্রাজ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন অযোধ্যা, বাংলা, হায়দ্রাবাদ, রাজপুত রাজ্য, মারাঠা, শিখ এবং জাঠ রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

হায়দরাবাদ ঃ নিজাম-উল-মুলক সৈয়দ ভ্রাতা হোসেন আলিকে যুদ্ধে নিহত করলে কৃতজ্ঞ মহম্মদ শাহ নিজামকে দক্ষিণের সুবেদার পদে নিয়োগ করেন এবং 'আসফ খাঁ' উপাধি দেন। এরপর আসফ খাঁ প্রায় স্বাধীনভাবে হায়দ্রাবাদ শাসন করতে থাকেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে আসফ খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। সেই সুযোগে ইংরেজ শক্তি দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তার করে।

অযোধ্যা ঃ মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সব রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল অযোধ্যা। খোরাসান থেকে আগত সাদাত খাঁ ছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ তাঁকে অযোধ্যায় সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে অযোধ্যা একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করলে অযোধ্যা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বাংলা ঃ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাকে বাংলার দেওয়ান পদে নিয়োগ করেন। ফারুকশিয়ার বাদশাহের পদে বসার পর মুর্শিদকুলি খাঁর ভাগ্য খুলে যায়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেওয়ানের পদ থেকে সুবেদারের পদে উন্নীত হন। তিনি বাংলার স্বাধীন নবাবির পত্তন করেন। অষ্টাদশ শতকেই বাংলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

রাজপুতদের ওয়াতন জায়গির ঃ জাগির শব্দটি ফরাসি শব্দ জায়গির থেকে এসেছে। জায়গির শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দখল, কোন স্থানে অবস্থান ও বসতি। ওয়াতন কথার অর্থ হল স্বদেশ বা পারিবারিক সম্পত্তি। সুতরাং ওয়াতন জাগির কথাটির অর্থ হল পারিবারিক জাগির যা বংশানুক্রমিক ভোগ করা যেত। যে সব রাজপুত মোগল মনসব গ্রহণ করত তাদের নিজস্ব রাজ্যকে ওয়াতনে রূপান্তরিত করত। তারা গুজরাট, মালব প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের সুবেদারি পদ দাবি করতেন এবং পেয়েও যেতেন। জাগির দেওয়া হত বেতনের বিনিময়ে এবং তা ছিল হস্তান্তরযোগ্য। তাই তাকে তনখা (বেতন) জাগিরও বলা হত।

স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঃ

শিখ জাতি ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে শিখ জাতি একটি ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যুর পর বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখ জাতি মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলে শিখ সম্প্রদায় নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। পরে রণজিৎ সিং শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

মারাঠা জাতি ঃ শিবাজি সামান্য একজন জায়গিরদারের পুত্র হয়ে এক স্বাধীন মারাঠা রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজির মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র শম্ভুজি ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দি ও নিহত হন। শম্ভুজির পুত্র শাহুও মোগল সেনার হাতে বন্দি হন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হলে পেশবা হন বালাজি বাজিরাও। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল তখন মারাঠারা অন্তত কিছু কালের জন্য এই অনিশ্চয়তা দূর করার মতো একটা সম্ভাবনা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। ঊনিশ শতকের প্রথমদিকে মারাঠারা চূড়ান্তভাবে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। ইংরেজরা ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ধীরে ধীরে দখল করে।

জাঠ জাতি ঃ জাঠ সম্প্রদায়ের একাংশ যমুনার দক্ষিণে দিল্লি ও আগ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জাঠনেতা গোকলার নেতৃত্বে জাঠ কৃষকরা ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত জাঠরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

১। আসফ খাঁ............... রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

২। নাদির শাহ................ সম্রাট ছিলেন।

৩। শিবাজি.................. উপাধি গ্রহণ করেন।

উত্তর সংকেত ঃ ১। হায়দ্রাবাদ ২। পারস্যের ৩। ছত্রপতি

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

১। ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে—

ক) ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে

গ) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে

২। বাংলার ব্যাংকিং ব্যক্তি ছিলেন—

ক) মিরজাফর খ) আজিম-উস-শান

গ) জগৎ শেঠ ঘ) মোহম্মদ শেঠ

৩। যোধপুরের রাজা ছিলেন—

ক) জয় সিং খ) অজিত সিং

গ) গোবিন্দ সিং ঘ) কাপুর সিং

উত্তর সংকেত ঃ ১। খ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে

২। গ) জগৎ শেঠ

৩। খ) অজিত সিং

সত্য/মিথ্যা লিখো ঃ

১। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়েছিলেন।

২। মোগল রাজদরবারে ইরানি ও তুরানি নামে দুটি গোষ্ঠী ছিল।

৩। মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন অযোধ্যার সুবেদার।

উত্তর সংকেত ঃ ১। সত্য

২। সত্য

৩। মিথ্যা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ উত্তর মান - ১

১। কত খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়?

উঃ- ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

২। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কবে ঘটে?

উঃ- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ঘটে।

৩। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে কারা পরাজিত হয়েছিল?

উঃ- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়েছিল।

৪। মুর্শিদকুলি খাঁ কবে সুবেদার হন?

উঃ- মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার হন।

৫। কে ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন?

উঃ- নাদির শাহ ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন।

৬। কোন মোগল সম্রাট নিজামকে সুবেদার বলে স্বীকৃতি দেন?

উঃ- মহম্মদ শাহ নিজামকে সুবেদার বলে স্বীকৃতি দেন।

৭। নিজাম কী উপাধি লাভ করেন?

উঃ- নিজাম আসফ খাঁ উপাধি লাভ করেন।

৮। নিজাম কবে হায়দ্রাবাদে স্বাধীন শাসন শুরু করেন?

উঃ- নিজাম ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে স্বাধীন শাসন শুরু করেন।

৯। স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ- স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্য সাদাত খাঁ প্রতিষ্ঠা করেন।

১০। সাদাত খাঁ কবে অযোধ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন?

উঃ- সাদাত খাঁ ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার সুবেদার নিযুক্ত হন।

১১। মুর্শিদকুলি খাঁ কবে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন?

উঃ- মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন।

১২। কে বাংলায় স্বাধীন নবাবি প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ- মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় স্বাধীন নবাবি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩। 'তনখা' শব্দের অর্থ কী?

উঃ- 'তনখা' শব্দের অর্থ বেতন।

১৪। 'ওয়াতন' শব্দের অর্থ কী?

উঃ- 'ওয়াতন' শব্দের অর্থ স্বদেশ বা পারিবারিক সম্পত্তি।

১৫। মুর্শিদকুলি খাঁ কে ছিলেন?

উঃ- মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন সুবা বাংলার দেওয়ান ও সুবেদার।

১৬। কত খ্রিস্টাব্দে খালসা গঠিত হয়?

উঃ-১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে খালসা গঠিত হয়।

১৭। বান্দা বাহাদুরকে কবে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়?

উঃ- বান্দা বাহাদুরকে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।

১৮। মিশল শব্দের অর্থ কী?

উঃ- মিশল শব্দের অর্থ সকলে সমান।

১৯। রণজিৎ সিং কবে লাহোরে রাজধানী স্থাপন করেন?

উঃ- রণজিৎ সিং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে রাজধানী স্থাপন করেন।

২০। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ- মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী।

২১। পেশোয়া বলতে কী বোঝায়?

উঃ- মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রাধানমন্ত্রী পদকে পেশোয়া বলা হয়।

২২। মারাঠা প্রথম পেশোয়া কে ছিলেন?

উঃ- বালাজি বাজিরাও ছিলেন মারাঠা প্রথম পেশোয়া।

২৩। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা কার কাছে পরাজিত হন?

উঃ- তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠারা আহম্মদ শাহ আবদালির কাছে পরাজিত হন।

২৪। চৌথ ও সরদেশমুখী কর কে আদায় করতেন?

উঃ- চৌথ ও সরদেশমুখী কর পেশোয়া প্রথম বাজিরাও আদায় করতেন।

২৫। শিবাজীর কখন মৃত্যু হয়?

উঃ- ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

২৬। কার নেতৃত্বে জাঠরা ভরতপুরে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে?

উঃ- সুরজমলের নেতৃত্বে জাঠরা ভরতপুরে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

২৭। কে আগ্রা দুর্গ লুঠ করেন?

উঃ- সুরজমল আগ্রা দুর্গ লুঠ করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। ওয়াতন জায়গির বলতে কী বোঝ?

উঃ- 'ওয়াতন' কথার অর্থ হল স্বাদেশ বা পারিবারিক সম্পত্তি। জায়গির শব্দের অর্থ দখল, কোনও স্থানে অবস্থান ও বসতি। সুতরাং ওয়াতন জায়গির কথাটির অর্থ হল পারিবারিক জায়গির যা বংশানুক্রমিক ভোগ করা যেত।

২। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজ্যগুলো কটি ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলোর নাম লেখ।

উঃ- অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো হল— ক) পুরাতন মোগল রাজ্য - যেমন অযোধ্যা, বাংলা ও হায়দ্রাবাদ, (খ) যে সমস্ত রাজ্য মোগলদের আমলে ওয়াতন জায়গিররূপে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। (গ) মারাঠা, শিখ এবং অন্যান্য জাঠ রাজ্য।

৩। কে, কাকে আসফ খাঁ উপাধি দেন?

উঃ- মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ, নিজাম-উল-মুলককে আসফ খাঁ উপাধি দেন।

৪। কে, কবে অযোধ্যায় নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন?

উঃ- সাদাত খাঁ ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন।

৫। ঔরঙ্গজেব দক্ষিণের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার ফল কী হয়েছিল?

উঃ- দক্ষিণের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার ফলে উত্তরের স্থানীয় শক্তিগুলির উপর মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। উত্তর ভারতে রাজপুত, শিখ, জাঠ ও বুন্দেলা বিদ্রোহের ফলে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬। মুর্শিদকুলি খাঁ কেন বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন?

উঃ- মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর নিরাপত্তা ও কাজের সুবিধার জন্য বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

৭। গুরমতা কী?

উঃ- শিখ মিশলগুলোর প্রধান বা মিশলদাররা প্রতি বছর অমৃতসরে অকাল তখতে সমবেত হয়ে তাদের সাধারণ সমস্যার আলোচনা করত। এই বাৎসরিক সম্মেলনকে বলা হত 'গুরুমতা'।

৮। চৌথ ও সরদেশমুখী বলতে কী বোঝ?

উঃ- মারাঠা বীর শিবাজি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে ফসলের একচতুর্থাংশ হিসাবে যে কর আদায় করত তাকে চৌথ বলে এবং যে কর এক-দশমাংশ হিসাবে আদয় করত তাকে সরদেশমুখী বলে।

৯। মোগল আমলে জাঠ বিদ্রোহ কেন হয়েছিল?

উঃ- জাঠ কৃষকদের উপর মোগল শাসকদের অত্যাচার এবং ঔরঙ্গজেবের গোঁড়া ধর্মান্ধ নীতির প্রতিবাদে জাঠরা আন্দোলন শুরু করে। ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে জাঠ নেতা চূড়ামনের নেতৃত্বে জাঠরা বিদ্রোহী হয়ে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোগল সেনা নিবাসগুলি ভেঙে দেয়।

১০। জাঠরা কোথায় কোথায় বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল?

উঃ- জাঠরা পানিপথ ও বল্লভগড়ে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৩

১। হায়দ্রাবাদ কীভাবে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় লিখ।

উঃ- যে সমস্ত রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল তার মাধ্যে হায়দ্রাবাদ ছিল অন্যতম একটি রাজ্য। হায়দ্রাবাদের আসফ খাঁ ছিলেন উচ্চপদস্থ মনসবদার এবং সম্রাটের খুবই বিশ্বস্ত এবং অনুগত।

স্বাধীন রাজ্য হিসাব হায়দ্রাবাদ ঃ

ক) নিজাম - উল - মুলক ঃ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তুরানি গোষ্ঠীর নেতা নিজাম-উল-মুলক নানা দায়িত্বশীল পদে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য প্রশাসক।

খ) সুবেদার হিসাবে স্বীকৃতি ঃ মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজামকে সুবেদার বলে স্বীকৃতি দেন এবং 'আসফ খাঁ' উপাধি দেন।

গ) স্বাধীন রাজ্য হিসাবে হায়দ্রাবাদ ঃ আসফ খাঁ এরপর প্রায় স্বাধীনভাবে হায়দ্রাবাদ শাসন করতে থাকেন। তবে তিনি মোগল সম্রাটের প্রতি মৌখিক বশ্যতা জানাতেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৫

১। কীভাবে শিখ জাতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল?

উঃ- সপ্তদশ শতাব্দীতে শিখ জাতিগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে খালসা গঠনের পূর্বে এবং পরে গুরু গোবিন্দ সিং রাজপুত এবং মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করেন। শিখ জাতির ইতিহাসে তিনি এক নবযুগের সূচনা করেন।

শিখ রাজপুত মোগল দ্বন্দ্ব ঃ ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে গুরুগোবিন্দ সিং -এর মৃত্যুর পর বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখ জাতি মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বন্দি করা হয় এবং ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।

খালসা বাহিনী পুনর্গঠন ঃ বান্দার মৃত্যুর পর কাপুর সিংহ শিখদের নেতৃত্ব দেন। পন্থের নির্দেশে শিখ জাঠগুলি পুর্ণগঠন করা হয়। জাঠাগুলির মিশলে ছিল খালসা বাহিনী পুর্নগঠিত করা হয় । শিখ জাঠাদাররা খালসা ও পন্থের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে শিখ জাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়।

নিজে করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। চৌথ ও সরদেশমুখী কারা আদায় করতেন? এটা অন্য রাজ্যের লোক কেন পছন্দ করত না?

২। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। কীভাবে স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্য গড়ে উঠে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। বাংলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলি খাঁর কৃতিত্ব আলোচনা করো।

২। মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন কেন হল?

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে 'নিজে করো' - অংশে বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১নং - এর উত্তর তৈরি করতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই এর ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা মনোযোগ সহকারে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করতে ১১১ পৃষ্ঠা ভালোভাবে পড়ে নিজের উপলব্ধিথেকে লিখবে। ৩নং প্রশ্নে উত্তর ১১৩ নং পৃষ্ঠার - 'আযোধ্যা' শীর্ষক অংশের সাহায্য নিয়ে যথাযথা উত্তর তৈরি করবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১নং এর উত্তর প্রস্তুত করতে পাঠ্যবই-এর ১১৩ - ১১৫ পৃষ্ঠা অবলম্বনে যত্নসহকারে লিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা 'বাংলা' শীর্ষক অংশটি ভালোভাবে পড়বে। ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে ১১৯ নং পৃষ্ঠা মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং নিজের উপলব্ধিথেকে লিখবে।

আধুনিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায়
পরিবেশ

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

পরিবেশ ঃ-

আমরা আমাদের চারপাশে যা যা দেখি তার সামগ্রিক অবস্থাকে বলা হচ্ছে পরিবেশ।

পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ ঃ-

পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ -

প্রকৃতির দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট পরিবেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খ) অপ্রাকৃতিক পরিবেশ -

মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ ঃ

শিলামন্ডল, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল এবং জীবমন্ডল নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ।

বাস্তুতন্ত্র ঃ জীবিত জীব, পরিবেশ এবং সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারার সমষ্টিকে বাস্তুতন্ত্র বলা হয়।

পরিবেশের পরিবর্তন ঃ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ তার চাহিদা অনুসারে পরিবেশের ও পরিবর্তন করতে শুরু করল। এই পরিবর্তন মানব জীবনে যেমন আনল কাঙ্খিত ফল, তেমনি তার সাথে সাথে চলে এল কিছু অনাকাঙ্খিত বিপদ, যা পরিবেশ দূষণ হিসাবে পরিচিত।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

ক) উদ্ভিদ ও .... একত্রে জীবমন্ডল তৈরি করে।

খ) পৃথিবীর .... শক্তি বায়ুমন্ডলকে পৃথিবীর চারপাশে আবদ্ধ করে রাখে।

গ) মানুষের খাদ্যাভ্যাস মানুষের শরীর ও .... মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে।

উত্তর ঃ- ক) প্রাণীজগৎ (খ) মাধ্যাকর্ষণ (গ) পরিবেশের

সত্য/ মিথ্যা লেখো ঃ

ক) শিল্প কারখানা হল একটি মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশের উপাদান।

খ) বায়ুমন্ডল শুধুমাত্র কতগুলো গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত।

গ) কৃষিজমি হল বারিমন্ডলের অংশ।

উত্তর ঃ ক) সত্য (খ) মিথ্যা (গ) মিথ্যা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

ক) পৃথিবীর সমস্ত খনিজ সম্পদের উৎস—

অ) শিলামন্ডল (আ) বায়ুমন্ডল (ই) বারিমন্ডল (ঈ) জীবমন্ডল

খ) পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান কারণ হল—

অ) অধিক গাছপালা (আ) অত্যোধিক বৃষ্টিপাত (ই) মানুষের কার্যকলাপ (ঈ) সূর্যালোক

গ) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হল—

অ) স্কুলবাড়ি (আ) উদ্ভিদ (ই) রাস্তা (ঈ) কারখানা

উঃ- ক) অ (খ) ই (গ) আ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। পরিবেশ কী ?

— আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে অর্থাৎ সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

২। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কী বোঝ?

—প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

৩। অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বা মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ বলতে কি বোঝ?

— যে পরিবেশ মানুষের দ্বারা তৈরি হয়েছে, তাকে অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

৪। পরিবেশের উপাদানগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

— তিন ভাগে

১। প্রাকৃতিক উপাদান ২। মনুষ্য সৃষ্ট উপাদান ৩। মানব উপাদান

৫। পরিবেশের কতগুলো প্রাকৃতিক উপাদানের উদাহরণ দাও।

— বায়ু, জল, মাটি, উদ্ভিদ ও প্রাণী

৬। পরিবেশের মনুষ্য সৃষ্ট উপাদানের উদাহরণ দাও।

— অট্টালিকা, রাস্তা, সেতু, ঐতিহাসিক সৌধ ইত্যাদি

৭। পরিবেশের মানব উপাদানের উদাহরণ দাও।

— একটি মানুষ, পরিবার, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি

৮। জীবজ বস্তু বলতে কী বোঝ?

— সকল জীবিত প্রাণসমূহকেই জীবজ বস্তু বলে। যেমন- উদ্ভিদ ও প্রাণী

৯। অজীবজ বস্তু বলতে কী বোঝ?

— প্রাণহীন বস্তুগুলোকে বলে অজীবজ বস্তু। যেমন- মাটি, বাতাস, টেবিল

১০। 'Environment' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

— 'Environment' শব্দটি ফরাসি শব্দ 'Environer' থেকে এসেছে।

১১। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরিভাগের কঠিন ভূ-ত্বককে কী বলে?

— শিলামন্ডল

১২। শিলামন্ডল কী দিয়ে তৈরি?

— শিলামন্ডল শিলা ও খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি।

১৩। পৃথিবীর সমস্ত জলভাগকে একত্রে কী বলে?

— বারিমন্ডল।

১৪। বায়ুমন্ডল কাকে বলে?

— পৃথিবীর চারদিকে বেষ্টিত বাতাসের আবরণকে বায়ুমন্ডল বলে।

১৫। জীবমন্ডল কী?

— উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎকে একত্রে জীবমন্ডল বলে।

১৬। মরুভূমিতে দেখতে পাওয়া যায় এমন কিছু প্রাণীর নাম করো।

— উট, সাপ, গিরগিটি ও নানান পোকামাকড় মরুভূমিতে দেখা যায়।

১৭। কোন দিনটি বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসাবে পালিত হয়?

— ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

১। ভূ-পৃষ্ঠের শিলামন্ডলকে কী কী রূপে দেখতে পাওয়া যায়?

— ভূ-পৃষ্ঠে শিলামন্ডলকে বিভিন্ন রূপে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন- পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, উপত্যকা ইত্যাদি।

২। বাস্তুতন্ত্র বলতে কীবোঝ?

— জীবিত জীব, পরিবেশ এবং সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারার সমষ্টিকে বাস্তুতন্ত্র বলা হয়।

৩। বিনিময় প্রথা বলতে কী বোঝ?

— টাকা পয়সা ছাড়া বিভিন্ন দ্রব্য আদান প্রদানের ব্যবস্থাকে বিনিময় প্রথা বলা হয়।

৪। আদিম মানবদের জীবনধারা কেমন ছিল?

— আদিম যুগের মানুষরা নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খুব সহজ সরল জীবন যাপন করত এবং তাদের সামান্য দৈনন্দিন চাহিদা পরিবেশ থেকেই পূরণ হয়ে যেত।

৫। ভূ-চিত্র বলতে কী বোঝ?

— পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তাকে ভূ-চিত্র বলে।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

১। বায়ুমন্ডলের উপকারিতা লেখো।

— শ্বাস প্রশ্বাস এবং সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বায়ুমন্ডলের উপর নির্ভরশীল। এই বায়ুমন্ডল সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনি রশ্মি ও প্রচন্ড উত্তাপ থেকে জীবকূলকে রক্ষা করছে। তাছাড়া এটি তাপ ধরে রেখে ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করতে সাহায্য করে। বায়ুমন্ডলের যেকোন ধরনের পরিবর্তন ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন করে থাকে।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪/৫)

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।

— প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য নীচে আলোচনা করা হল—

প্রাকৃতিক পরিবেশ	অপ্রাকৃতিক পরিবেশ
১। প্রকৃতিতে আপনা আপনি সৃষ্ট জড় এবং সজীব বস্তু নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত।	১) অপ্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয় মনুষ্য সৃষ্ট উপাদান নিয়ে।
২। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষ তৈরি করতে পারে না।	২) অপ্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষ তৈরি করে।
৩। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো হল - জল, মাটি, বিদ্যালয় বায়ু, সূর্যালোক ইত্যাদি।	৩) অপ্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো হল- রাস্তা, দোকান ইত্যাদি।
৪। প্রাকৃতিক পরিবেশ অপ্রাকৃতিক পরিবেশের উপর উপর নির্ভরশীল।	৪) অপ্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্ভরশীল নয়।

নিজে করো ঃ

প্রশ্নের মান -৩

১) মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কীভাবে তার পরিবেশকে পরিবর্তিত করে।

উত্তর ঃ ....

প্রশ্নের মান - ৫

১। তোমার বাড়ির আশেপাশের প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহের তালিকা তৈরি করো।

উত্তর ঃ ....

Teacher's Note

এই অধ্যায়ের 'নিজে করো' অংশের ৩ মানের প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ১ নং পৃষ্ঠা দেখো এবং ৫ মানের প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার জন্য ৫নং পৃষ্ঠা দেখো। তোমার বাড়ীর আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর তালিকা তৈরি করবে, যা এই অধ্যায় বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

পৃথিবীর অভ্যন্তরীন গঠন ঃ

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ মূলত কতগুলো স্তর নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো

১। ভূ-ত্বক ২। গুরুমন্ডল ৩। কেন্দ্রমন্ডল

শিলা ঃ- ভূ-ত্বক গঠনকারী খনিজ উপাদানকে বলা হয় শিলা। উৎপত্তিগতভাবে শিলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। আগ্নেয় শিলা ঃ আগ্নেয় শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলা হয়, কারণ এই শিলা সর্বপ্রথম ভূ-অভ্যন্তরের গলিত পদার্থ ঠান্ডা ও কঠিন হওয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আগ্নেয় শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) নিঃসারী আগ্নেয় শিলা

খ) উদ্‌বেদী আগ্নেয় শিলা

২। পাললিক শিলা ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ ইত্যাদির দ্বারা পরিবাহিত হয়ে হ্রদ ও সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত পদার্থ কালক্রমে শিলায় পরিনত হয়। এই শিলাকে পাললিক শিলা বলা হয়। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে এই শিলায় জীবাশ্ম পাওয়া যায়।

৩। রূপান্তরিত শিলা ঃ আগ্নেয় ও পাললিক শিলা অত্যধিক চাপ ও তাপের ফলে রূপান্তরিত হয়ে যে এক নতুন শিলা গঠন করে তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে।

শিলাচক্র ঃ- এক শিলা থেকে অন্য শিলায় চক্রাকারে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে শিলাচক্র বলে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

ক) পৃথিবীর সবচেয়ে ভিতরের অংশকে বলা হয়............... ।

খ) প্রাথমিক শিলা বলা হয়................ শিলাকে।

গ) শিলা বিভিন্ন ধরনের .... পদার্থ নিয়ে গঠিত।

উত্তর ঃ- ক) কেন্দ্রমন্ডল (খ) আগ্নেয় (গ) খনিজ

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

ক) ভূ-ত্বক-কে অশ্মমন্ডল বলা হয়।

খ) পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী স্তর হল গুরুমন্ডল।

গ) কাদাপাথর রূপান্তরিত হয়ে স্লেটে পরিণত হয়।

উত্তর ঃ- ক) সত্য (খ) মিথ্যা (গ) সত্য

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

ক) নাইফ (Nife) বলা হয়

অ) ভূ-ত্বক-কে (আ) গুরুমন্ডলকে (ই) কেন্দ্রমন্ডলকে (ঈ) অশ্মমন্ডলকে

খ) জীবাশ্ম দেখা যায়

অ) আগ্নেয় শিলায় (আ) পাললিক শিলায় (ই) রূপান্তরিত শিলায়(ঈ) কোনটিই নয়

গ) এক শিলা থেকে অন্য শিলায় চক্রাকারে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বলা হয়

অ) শিলার বিন্যাস (আ) জলচক্র (ই) কার্বন চক্র (ঈ) শিলাচক্র

উত্তর ঃক) ই (খ) আ (গ) ঈ

বামপক্ষের সাথে ডান পক্ষকে মেলাও ঃ

ক) নিঃসারী আগ্নেয় শিলা	অ) পাললিক শিলা
খ) স্তরে স্তরে জমা হয়	আ) সিমা
গ) মহাসাগরীয় ভূত্বক	ই) ব্যাসাল্ট
	ঈ) গ্রানাইট

উত্তর ঃক) ই (খ) অ (গ) আ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কয়টি স্তর নিয়ে গঠিত ও কী কী?

— পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

যথা - অ) ভূ-ত্বক (আ) গুরুমন্ডল (ই) কেন্দ্রমন্ডল

২। পৃথিবীর সবচেয়ে উপরের স্তরটির নাম কী?

— পৃথিবীর উপরের স্তরটির নাম ভূ ত্বক।

৩। পৃথিবীর সবচেয়ে পাতলা স্তর কোনটি?

— পৃথিবীর সবচেয়ে পাতলা স্তর ভূত্বক।

৪। মহাদেশীয় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের ভূত্বকের গভীরতা কত?

— মহাদেশীয় ভূত্বকের গভীরতা প্রায় ৩৫ কিমি এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের ভূত্বকের গভীরতা প্রায় ৫ কিমি।

৫। মহাদেশীয় ভূত্বকের মূল খনিজ উপাদান কী কী?

— মহাদেশীয় ভূত্বকের মূল খনিজ উপাদান হল সিলিকা এবং অ্যালুমিনা

৬। মহাসাগরীয় ভূত্বকের মূল খনিজ উপাদান কী কী?

— মহাসাগরীয় ভূত্বকের মূল খনিজ উপাদান হল সিলিকা এবং ম্যাগনেসিয়াম

৭। ভূত্বকের নীচের স্তরটির নাম কী?

— ভূত্বকের নীচের স্তরটির নাম গুরুমন্ডল।

৮। গুরুমন্ডলের গভীরতা কত?

— গুরুমন্ডলের গভীরতা প্রায় ২৯০০ কিমি

৯। কেন্দ্রমন্ডলের ব্যাসার্ধ কত?

— কেন্দ্রমন্ডলের ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৫০০ কিমি

১০। কেন্দ্রমন্ডল কোন কোন খনিজ পদার্থে গঠিত?

— কেন্দ্র মন্ডল লৌহ ও নিকেল দিয়ে গঠিত

১১। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত?

— পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭১ কিমি

১২। ভূ-অভ্যন্তরের উপাদানসমূহ গলিত অবস্থায় থাকে কেন?

— অত্যোধিক তাপের ফলে ভূ-অভ্যন্তরের উপাদানসমূহ গলিত অবস্থায় থাকে।

১৩। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিলা কত প্রকার ও কী কী?

— তিন প্রকার। যথা - ক) আগ্নেয় শিলা
খ) পাললিক শিলা
গ) রূপান্তরিত শিলা

১৪। ভূ-অভ্যন্তরের গলিত পদার্থকে কী বলা হয়?

— ভূ-অভ্যন্তরের গলিত পদার্থকে ম্যাগমা বলে।

১৫। আগ্নেয় শিলা কত প্রকার ও কি কি?

— আগ্নেয় শিলা ২ প্রকার। যথা - ক) নিঃসারী আগ্নেয় শিলা
খ) উদ্‌বেদী আগ্নেয় শিলা

১৬। স্লেট, মার্বেল কী ধরনের শিলার উদাহরণ?

— স্লেট, মার্বেল, রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ।

১৭। চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে কোন শিলায় পরিণত হয়?
— চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেলে পরিণত হয়।
১৮। 'Sedimentary' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
— 'Sedimentary' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Sedimentum' থেকে এসেছে, যার অর্থ থিতানো।
১৯। 'Igneous' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
— 'Igneous' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Ignis' থেকে, যার অর্থ আগুন।
২০। 'Metamorphic' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
— 'Metamorphic' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Metamorphose' থেকে যার অর্থ আকারের পরিবর্তন
২১। পৃথিবীর গভীরতম খনিটি কোথায় অবস্থিত?
— পৃথিবীর গভীরতম খনিটি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

১। শিলা কাকে বলে?
— ভূ-ত্বক গঠনকারী যেকোন খনিজ উপাদানকেই শিলা বলা হয়।
২। আগ্নেয় শিলা বলতে কী বোঝ?
—ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা যখন ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, তখন এই শিলাকে আগ্নেয় শিলা বলা হয়।
৩। নিঃসারী শিলা কাকে বলে?
— ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠের উপর এসে ঠান্ডা হয়ে যে শিলা তৈরি হয়, তাকে নিঃসারী শিলা বলে। যেমন, ব্যাসাল্ট।
৪। উদ্‌বেধী শিলা কাকে বলে?
— অনেক সময় ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে না পেরে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই জমাট বেঁধে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এই প্রকার শিলাকে উদ্‌বেদী শিলা বলে। যেমন- গ্রানাইট
৫। পলল কি?
— সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়, তাদের পলল বলে।
৬। পাললিক শিলা কাকে বলে?
— ভূ-পৃষ্ঠের শিলাগুলো সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত, সমুদ্র তরঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে হ্রদ বা সমুদ্রে জমা হয় এবং পরে প্রচন্ড চাপে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এই প্রকার শিলাকে পাললিক শিলা বলে।
৭। জীবাশ্ম কী?
— পাললিক শিলার দুটি স্তরের মাঝখানে আটকে যাওয়া প্রস্তরীভূত বিভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষকে জীবাশ্ম বলে।

৮। পাললিক শিলায় জীবাশ্ম পাওয়া যায় কেন?

— স্তরে স্তরে সঞ্চিত হওয়ার সময় পাললিক শিলায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ চাপা পড়ে প্রস্তরীভূত হয় বলে এই শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায়।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

১। ম্যাগমা ও লাভার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

ম্যাগমা	লাভা
ক) ভূ-অভ্যন্তরের গলিত পদার্থকে ম্যাগমা বলে	অ) ভূ-অভ্যন্তরের ম্যাগমা যখন ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসে, তখন তাকে লাভা বলে।
খ) ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরে গলিত অবস্থায় থাকে	আ) লাভা ভূ-পৃষ্ঠে জমাট বেধে শিলা গঠন করে।
গ) ম্যাগমার উষ্ণতা অনেক বেশি হয়।	ই) লাভার উষ্ণতা ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে হ্রাস পায়।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪/৫)

১। নিঃসারী ও উদবেধী শিলার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

নিঃসারী শিলা	উদ্‌বেধী শিলা
ক) ভূ-গর্ভে গলিত ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে এসে যে শিলা গঠন করে তাকে নিঃসারী শিলা বলে।	অ) ভূ-গর্ভের গলিত ম্যাগমা যখন ভূ-গর্ভের কোন স্থানে জমাট বেধে শিলা গঠন করে তখন সেই শিলাকে উদবেদী শিলা বলে।
খ) এই শিলা দ্রুত জমাট বাঁধে ।	আ) এই শিলা ধীরে জমাট বাঁধে
গ) এই শিলার কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম হয়।	ই) এই শিলার কণাগুলো বড় হয়।
ঘ) নিঃসারী শিলা ভূ-পৃষ্ঠে পাওয়া যায়।	ঈ) উদ্‌বেদী শিলা ভূ-অভ্যন্তরে পাওয়া যায়।
ঙ) ব্যাসল্ট নিঃসারী শিলার একটি উদাহরণ	উ) গ্রানাইট উদ্‌বেদী শিলার উদাহরণ।

নিজে করো

প্রশ্নের মান - ৩

১। খনিজ পদার্থের ব্যবহার লেখো।

২। পাললিক শিলা কীভাবে তৈরি হয় লেখো।

৩। সিয়াল ও সিমা বলতে কী বোঝ?

প্রতি প্রশ্নের মান - ৫

১। শিলাচক্র সম্পর্কে আলোচনা করো।

Teacher's Note

দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'নিজে করো' অংশের ৩ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ১০ নং পৃষ্ঠা দেখো। ২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৮ নং পৃষ্ঠা দেখো এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্য পুস্তকের ৭নং পৃষ্ঠা দেখো। ৫ মানের প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে চিত্র দেবে।

৩য় অধ্যায়

আমাদের পরিবর্তনশীল পৃথিবী

বিষয় সংক্ষেপ ঃ-

ভূ-ত্বকীয় পাত ঃ ভূ-ত্বক কতগুলো ছোট বড় কঠিন পাতে গঠিত। এই পাতগুলোকে ভূত্বকীয় পাত বলে।

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রধানত দুই ধরনের বলের কারণে হয়ে থাকে। (ক) অভ্যন্তরীন বল, যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল থাকে। (খ) বাহ্যিক বল, যা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিতলে ক্রিয়াশীল থাকে।

অভ্যন্তরীণ বলের কারণে কোন কোন সময় ভূমিকম্প কিংবা আগ্নেয়গিরির মত ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত হয়।

ভূমিকম্প ঃ ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের হঠাৎ করে কেঁপে উঠাকে ভূমিকম্প বলে। ভূ-অভ্যন্তরের যে স্থানে কম্পন সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলে। আর কেন্দ্র বরাবর সোজা ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রথম যেখানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়, তাকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলে।

ভূমিকম্পের তরঙ্গ ঃ ভূমিকম্পের সময় সৃষ্ট তরঙ্গকে ভূমিকম্পের তরঙ্গ বলা হয়। এই তরঙ্গ তিন প্রকার। যথা- (ক) প্রাথমিক তরঙ্গ (খ) গৌণ তরঙ্গ (গ) পৃষ্ঠ তরঙ্গ

আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবন ঃ- আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের কারণে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহের চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াকে আবহবিকার বলে, আর এই চূর্ণ বিচূর্ণ অংশগুলো যখন জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে ক্ষয়ীভবন বলে।

নদীর কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ ঃ নদী ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয় কার্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠন করে যেমন 'V' আকৃতির উপত্যকা, জলপ্রপাত, মিয়েন্ডার, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, প্লাবন ভূমি, স্বাভাবিক বাঁধ, বদ্বীপ ইত্যাদি।

হিমবাহের কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ ঃ হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে 'U' আকৃতির উপত্যকা ও বিভিন্ন ধরনের হ্রদ এবং সঞ্চয় কার্যের ফলে গ্রাবরেখা সৃষ্টি হয়।

বায়ুর কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ ঃ বায়ুর কার্যের ফলে মরুভূমিতে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। যেমন মাশরুম রক্, ভেন্টিফ্যাক্ট, ড্রেইকান্টার, জুইগেন, ইয়ার্দাং, ইনসেলবার্জ প্রভৃতি বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে এবং বালিয়াড়ি এবং লোয়েসভূমি বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত হয়।

সমুদ্র তরঙ্গের কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ ঃ সমুদ্র তরঙ্গের কার্যের ফলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ গঠিত হয় যেমন - সামুদ্রিক গুহা, সামুদ্রিক খিলান, স্ট্যাক, সামুদ্রিক ভৃগু, সৈকত ভূমি প্রভৃতি।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

ক) গৌণ তরঙ্গ কেবলমাত্র................ মাধ্যমের মধ্যদিয়ে ভূ-পৃষ্টে পৌঁছায়।

খ) ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়.............. স্কেলের মাধ্যমে।

গ) নদীর আকাঁবাঁকা গতিপথকে .... বলা হয়।

উত্তর ঃ (ক) কঠিন (খ) রিখটার (গ) মিয়েন্ডার

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

ক) ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ভূ- পৃষ্টের উপরে অবস্থান করে।

খ) আবহবিকারের ফলে শিলাচুর্ণের স্থানান্তর ঘটে না।

গ) সৈকত ভূমি হল বায়ুর কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ

উত্তর ঃ ক) সত্য (খ) সত্য (গ) মিথ্যা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

ক) হিমবাহ প্রবাহের ফলে সৃষ্ট উপত্যকার আকৃতি হয়—

অ) V - আকৃতির (আ) U - আকৃতির (ই) I - আকৃতির (ঈ) O - আকৃতির

খ) পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতটি হল—

অ) ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (আ) নায়াগ্রা জলপ্রপাত (ই) এঞ্জেল জলপ্রপাত (ঈ) যোগ জলপ্রপাত

গ) ভূ-ত্বকীয় পাত নাড়াচাড়া করে, কারণ—

অ) ভূ অভ্যন্তরের ম্যাগমার পরিচালনের জন্য (আ) ভূমিকম্পের জন্য (ই) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের জন্য (ঈ) পর্বত গঠনের জন্য

উত্তর ঃ ক) আ (খ) ই (গ) অ

'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
ক) অভ্যন্তরীণ বল	অ) মরুভূমি
খ) মাশরুম রক	আ) সমুদ্র তরঙ্গের কার্য
গ) স্ট্যাক	ই) ভূমিকম্প
	ঈ) হিমবাহ

উত্তর ঃ ক) ই (খ) অ (গ) আ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

ক) ভূত্বকীয় পাত কী?

— ভূ-ত্বক কতগুলো ছোট বড় কঠিন পাতে গঠিত, এগুলোকে ভূ-ত্বকীয় পাত বলে।

খ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বল ক্রিয়াশীল তাকে কী বলা হয়?

— পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বল ক্রিয়াশীল, তাকে অভ্যন্তরীণ বল বলে।

গ) ভূ-পৃষ্ঠের উপর ক্রিয়াশীল বলকে কী বলা হয়?

— ভূপৃষ্ঠের উপর ক্রিয়াশীল বলকে বাহ্যিক বল বলে।

ঘ) কোন্ যন্ত্রের মাধ্যমে ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয়?

— সিসমোগ্রাফ বা ভূমিকম্পলেখ যন্ত্রের মাধ্যমে ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয়।

ঙ) কি কারণে পৃথিবীর ভূ-চিত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে?

— আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবনের কারণে পৃথিবীর ভূচিত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

চ) নদীর কোন অংশে ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়?

— নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়।

ছ) মাশরুম রক বা গৌর কাকে বলে?

— মরুভূমিতে ব্যাঙের ছাতার মত আকৃতি বিশিষ্ট শিলাকে গৌর বা মাশরুম রক বলে।

জ) হিমবাহ কাকে বলে?

—পার্বত্য অঞ্চলে ধীরগতিসম্পন্ন চলমান বরফের স্তূপকে হিমবাহ বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ (প্রতি প্রশ্নের মান ২)

ক) আগ্নেয়গিরি কাকে বলে?

— ভূ পৃষ্ঠের কোন ফাটল দিয়ে যখন ভূ-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসে, তাকে আগ্নেয়গিরি বলে।

খ) ভূমিকম্প কী?

— ভূ অভ্যন্তরে সৃষ্ট হওয়া কোন কম্পন যখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে তাকে আন্দোলিত করে তখন তাকে ভূমিকম্প বলে।

গ) ভূমিকম্পের তরঙ্গ বলতে কী বোঝ?

— ভূগর্ভের কোন স্থানে ভূমিকম্পের সময় সৃষ্ট তরঙ্গকে ভূমিকম্প তরঙ্গ বলা হয়।

ঘ) ভূমিকম্পের কেন্দ্র কাকে বলে?

— ভূ-অভ্যন্তরে যে স্থানে প্রথম ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলা হয়।

ঙ) ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলতে কী বোঝ?

— ভূমিকম্প কেন্দ্রের ঠিক সোজা উপরে ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানে প্রথম কম্পন অনুভূত হয়, তাকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলে।

চ) ভূমিকম্প তরঙ্গ কত প্রকার ও কী কী?

— ভূমিকম্প তরঙ্গ তিন প্রকার ।যথা

অ) প্রাথমিক তরঙ্গ বা P - তরঙ্গ

আ) গৌণ তরঙ্গ বা S - তরঙ্গ

ই) পৃষ্ঠ তরঙ্গ

ছ) আবহবিকার কী ?

— আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের কারণে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহের চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াকে আবহবিকার বলা হয়।

জ) ক্ষয়ীভবন কী?

— যে প্রক্রিয়ায় জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের আলগা অংশগুলো অপসারিত হয়, তাকে ক্ষয়ীভবন বলে।

ঝ) হিমবাহের কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো কী কী?

— হিমবাহের কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো হল– 'U' আকৃতির উপত্যকা, গ্রাবরেখা, আগামুখ, এসকার, বোল্ডার ক্লে, ড্রামলিন, কেম ইত্যাদি।

ঞ) গ্রাবরেখা কী?

— হিমবাহ চলার পথে তার দুইপাশে ও নীচে পাথর, বালি, নুড়ি, কাকড় ইত্যাদি জমা করতে থাকে। হিমবাহের দ্বারা সঞ্চিত এই পদার্থগুলোকে বলে গ্রাবরেখা।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

ক) আবহবিকার ও ক্ষয়ীভবনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

আবহবিকার	ক্ষয়ীভবন
১) আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহের চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াকে আবহবিকার বলে।	১) যে প্রক্রিয়ায় জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের আলগা অংশগুলো স্থানান্তরিত হয়, তাকে ক্ষয়ীভবন বলে।
২) আবহাওয়ার উপাদান অর্থাৎ উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদির মাধ্যমে আবহবিকার প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।	২) নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ ইত্যাদি শক্তির মাধ্যমে ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
৩) আবহবিকারের ফলে শিলাচূর্ণ স্থানান্তরিত হয় না।	৩) ক্ষয়ীভবনের ফলে শিলাচূর্ণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

নিজে করো

প্রতিটি প্রশ্নের মান ২

ক) জলপ্রপাত কাকে বলে?

খ) মিয়েন্ডার বলতে কীবোঝ?

গ) অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ কাকে বলে?

ঘ) প্লাবনভূমি কী ?

ঙ) স্বাভাবিক বাঁধ কাকে বলে?

চ) ব-দ্বীপ কাকে বলে?

ছ) বালিয়াড়ি কী ?

জ) লোয়েস ভূমি বলতে কী বোঝ?

প্রতি প্রশ্নের মান ঃ ৩

১। ভূমিকম্পের সময় বা পরে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত?

প্রতি প্রশ্নের মান ঃ ৫

১। নদীর কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো আলোচনা করো।

২। বায়ুর কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো আলোচনা করো।

৩। সমুদ্র তরঙ্গের কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপগুলো আলোচনা করো।

Teachers Note

যে কোনো ধরনের ভূমিরূপ সম্বন্ধীয় উত্তর লেখার সময় ঐ ভূমিরূপের চিত্র দিলে ভালো হয়। তাই এই অধ্যায়ের ‘নিজে করো’ অংশের ৫ মানের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে চিত্র দেবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ু

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

বায়ুমন্ডলের উপাদান ঃ বায়ুমন্ডল মূলতঃ কতকগুলো গ্যাস যেমন - নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, হিলিয়াম, ওজোন,, আর্গন, হাইড্রোজেন নিয়ে গঠিত। বায়ুমন্ডলে কিছু পরিমাণ ধূলিকণা এবং জলীয়বাষ্প বিদ্যমান।

বায়ুমন্ডলের গঠন ঃ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে বায়ুমন্ডলকে প্রধানত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

ক) ট্রপোস্ফিয়ার (খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (গ) মেসোস্ফিয়ার (ঘ) থার্মোস্ফিয়ার (ঙ) এক্সোস্ফিয়ার

আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ বায়ুমন্ডলের দৈনন্দিন অবস্থাকেই আবহাওয়া বলা হয়। আর কোন একটি স্থানের দীর্ঘ ৩৫ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়।

আবহাওয়া পরিবর্তন ঃ আবহাওয়ার পরিবর্তন নির্ভর করে আবহাওযার বিভিন্ন উপাদানের উপর। এই উপাদানগুলো হল — তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, অধঃক্ষেপণ প্রভৃতি।

ঘূর্ণবাত ঃ স্বল্প পরিসর স্থানে অধিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে যখন নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়, তখন পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবল বেগে সেই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে এবং দ্রুত উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে কুন্ডলাকারে উর্ধ্বমুখী হয়। একে ঘূর্ণবাত বলা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

ক) মাটি এবং উদ্ভিদের শিকড়ে বসবাসকারী কিছু ব্যাক্টেরিয়া বাতাস থেকে.................. সংগ্রহ করে।

খ) ভূ-পৃষ্ঠে তাপমাত্রার বণ্টন নির্ভর করে................. তাপীয় ফলের উপর।

গ) বায়ুমন্ডলের উপরের দিকে যত ওঠা যায়, ততই বায়ুর চাপ .... থাকে।

ঘ) বাতাস যত উত্তপ্ত হয়, ততই তার জল ধারণ ক্ষমতা .... ।

উত্তর ঃ ক) নাইট্রোজেন (খ) সূর্যরশ্মির (গ) কমতে (ঘ) বাড়ে

সত্য / মিথ্যা লেখো ঃ

ক) বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

খ) বায়ু সব সময় নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

গ) নিয়ত বায়ু প্রবাহ সারা বছর একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়।

উত্তর ঃ ক) মিথ্যা (খ) মিথ্যা(গ) সত্য

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

ক) বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ—

অ) 0.03% (আ) 78% (ই) 21%

খ) সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ—

অ) সর্বনিম্ন (আ) মাঝারি (ই) সর্বাধিক (ঈ) নেই

গ) সূর্যরশ্মির তাপীয়ফল নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু প্রদেশের দিকে

অ) বৃদ্ধি পায় (আ) হ্রাস পায় (ই) স্থির থাকে

ঘ) মৌসুমি বায়ু হল একটি—

অ) নিয়ত বায়ু (আ) ঋতুকালীন বায়ু (ই) স্থানীয় বায়ু (ঈ) পশ্চিমা বায়ু

উত্তর ঃ ক) অ (খ) ই (গ) আ (ঘ) আ

‘ক’ স্তম্ভের সাথে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও ঃ

‘ক’ স্তম্ভ	**‘খ’ স্তম্ভ**
১। কার্বন-ডাই-অক্সাইড	অ) স্থানীয় বায়ু
২। সমুদ্র বায়ু	আ) নিম্নচাপ
৩। পশ্চিমা বায়ু	ই) গ্রিন হাউস গ্যাস
	ঈ) নিয়ত বায়ু

উত্তর ঃ ১। ই ২। অ ৩। ঈ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত?

— বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ 78 শতাংশ।

২। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ কত?

— বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ 21 শতাংশ

৩। কোন গ্যাস বাতাসে সবচেয়ে বেশি আছে?

— নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ বাতাসে সবচেয়ে বেশি।

৪। কোন দুটি গ্যাস বায়ুমন্ডলের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে?

— অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুমন্ডলের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে।

৫। বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?

— বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপোস্ফিয়ার।

৬) বায়ুমন্ডলের কোন স্তর জেট বিমান চলাচলের উপযুক্ত?

— স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তর জেট বিমান চলাচলের উপযুক্ত।

৭। বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে ওজন স্তর দেখতে পাওয়া যায়?

— ওজোন স্তর দেখতে পাওয়া যায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে।

৮। মহাকাশ থেকে আসা উল্কা বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে পুড়ে যায়?

— মেসোস্ফিয়ার স্তরে উল্কা পুড়ে যায়।

৯। বেতার তরঙ্গ কোন স্তরে প্রতিফলিত হয়?

—বেতার তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়।

১০। বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তর কোনটি?

— বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তর হল এক্সোস্ফিয়ার।

১১। এক্সোস্ফিয়ারে প্রধানত কোন কোন গ্যাস পাওয়া যায়?

— এক্সোস্ফিয়ারে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায়।

১২। আবহাওয়া বলতে কি বোঝ?

— কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমন্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।

১৩। জলবায়ু কী?

— কোনো স্থানের দীর্ঘ ৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে ঐ স্থানের জলবায়ু বলে।

১৪। কোন গ্যাস সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে?

— ওজোন গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে।

১৫। বায়ু প্রবাহ কী ?

— উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুর চলাচলকে বায়ুপ্রবাহ বলে।

১৬। কোন যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা মাপা হয়?

— থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা মাপা হয়।

১৭। কোন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা হয়?

—ব্যারোমিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা হয়।

১৮। কার সাহায্যে বায়ুর দিক নির্ণয় করা হয়?

— বাত পতাকার সাহায্যে বায়ুর দিক নির্ণয় করা হয়।

১৯। কোন যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টি পরিমাপ করা হয়?

— বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টি পরিমাপ করা হয়।

২০। তাপমাত্রা মাপার একক কী?

— তাপমাত্রা মাপার একক ডিগ্রী সেলসিয়াস।

২১। সেলসিয়াস পদ্ধতিতে বরফের গলনাঙ্ক ও জলের স্ফুটনাঙ্ক কত?

— সেলসিয়াস পদ্ধতিতে বরফের গলনাঙ্ক $0°C$ এবং জলের স্ফুটনাঙ্ক $100°C$।

২২। আর্দ্রতা কাকে বলে?

— যে কোন সময়ে বাতাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণকে আর্দ্রতা বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১। অধঃক্ষেপণ কাকে বলে?

— জলীয়বাস্প ঠান্ডায় ঘনীভূত হয়ে তরল বা কঠিন অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে অধঃক্ষেপণ বলে।

যেমনঃ বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি

২। ঘূর্ণবাত কাকে বলে?

— কোনো স্বল্প পরিসর স্থানে অধিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে যখন নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়, তখন পাশ্ববর্তী উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবল বেগে সেই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে এবং দ্রুত উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে কুন্ডলাকারে উর্ধ্বমুখী হয়, একে ঘূর্ণবাত বলে।

৩। ঘূর্ণবাতের ফলে কী রকম আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়?

— ঘূর্ণবাতের সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। সেখানে থাকে প্রবল ঝড়, বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাত।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩)

১। আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

আবহাওয়া	জলবায়ু
ক) কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুর উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থাই হল আবহাওয়া।	অ) কোনো বিস্তৃত অঞ্চলের ৩০ - ৩৫ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে।
খ) আবহাওয়া প্রতিদিন এমনকি প্রতি ঘন্টায়ও পরিবর্তিত হতে পারে।	আ) জলবায়ু প্রতিদিন পরিবর্তিত হয় না।
গ) আবহাওয়া জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল নয়।	ই) জলবায়ু আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ৪-/৫)

১। বৃষ্টিপাত কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করো।

— অধঃক্ষেপণ যখন তরল অবস্থায় পৃথিবীতে নেমে আসে, তখন তাকে বৃষ্টিপাত বলে। বৃষ্টিপাতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) পরিচলন বৃষ্টি

খ) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

গ) ঘূর্ণবাত জনিত বৃষ্টি

ক) পরিচলন বৃষ্টি ঃ সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশি জলীয়বাস্পে পরিণত হওয়ার পর উপরে উঠে যায় এবং ঠান্ডা বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভবনের ফলে ছোট ছোট জলকনায় পরিণত হয়। এই জলকণাগুলো আকাশে মেঘের আকারে ভাসতে থাকে। নিজেদের ভারে ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এই মেঘ থেকে জলকণাগুলো বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, একে পরিচলন বৃষ্টিপাত বলে।

খ) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ঃ জলীয় বাস্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ যদি কোনো পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐ বায়ু পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়। উপরে গিয়ে ঠান্ডায় ঘনীভূত হয় এবং পর্বতের প্রতিবাত ঢালে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই ধরনের বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে।

গ) ঘূর্ণবাত জনিত বৃষ্টি ঃ উষ্ণ জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু যখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন বৃষ্টিপাত হয়। একে ঘূর্ণাবাত জনিত বৃষ্টি বলে।

চিত্র ঃ বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাত (পাঠ্যপুস্তকের ২৬নং পৃঃ দেখো)

নিজে করো

(প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১। বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো কী কী ?

২। গ্রিন হাউস গ্যাস কাকে বলে ?

৩। ভূ-উষ্ণায়ন কী ?

৪। সৌর বিকিরণ বলতে কী বোঝ ?

৫। সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল কাকে বলে ?

৬। বায়ুর চাপ বলতে কী বোঝ ?

৭। আমরা বায়ুর চাপ অনুভব করি না কেন ?

৮। নিয়ত বায়ু কাকে বলে ?

৯। ঋতুকালীন বায়ু প্রবাহ কাকে বলে ?

১০। স্থানীয় বায়ু কাকে বলে ?

১১। আর্দ্র বায়ু বলতে কী বোঝ ?

১২। নিয়তবায়ু প্রবাহ কত প্রকার ও কী কী ?

প্রতি প্রশ্নের মান - ৩

১। বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। কিভাবে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

৩। তাপমাত্রার সঙ্গে বায়ুচাপের সম্পর্ক লেখো।

প্রতি প্রশ্নের মান - ৫

১। উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলো আলোচনা করো।

২। বায়ুপ্রবাহ কত প্রকার ও কী কী আলোচনা করো।

Teacher's Note

এই অধ্যায়ের 'নিজে করো' অংশের ৫ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তর Point করে লিখবে। ২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ২১ নং পৃষ্ঠা দেখো। চিত্র যা পাঠ্য পুস্তকের ২৫নং পৃষ্ঠায় আছে। ৫ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করবে।

৫ম অধ্যায়

জল

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

জলচক্র ঃ যে পদ্ধতিতে জল প্রতিনিয়ত তার গঠনশৈলীর পরিবর্তন ঘটিয়ে সমুদ্র, স্থলভাগ এবং বায়ুমন্ডলে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তাকে জলচক্র বলে।

সমুদ্রজলের সঞ্চালন ঃ সমুদ্র জলের সঞ্চালনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) তরঙ্গ (২) জোয়ার ভাটা ৩) স্রোত

সুনামি ঃ সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সমুদ্রের জলরাশিতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাকে সুনামি বলে।

জোয়ারভাটা ঃ সমুদ্রের জলের প্রতিনিয়ত উঠা নামাকে জোয়ারভাটা বলে

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথির জোয়ারকে ভরা কটাল বলে।

শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির জোয়ারকে বলা হয় মরা কটাল।

সমুদ্রস্রোত ঃ সমুদ্রের জলরাশির অনবরত একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়াকে সমুদ্রস্রোত বলে। সমুদ্রস্রোত দুই প্রকার।

(ক) উষ্ণ সমুদ্র স্রোত (খ) শীতল সমুদ্র স্রোত

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১) পৃথিবীপৃষ্ঠের চার ভাগের .... ভাগ জল।

২) সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর দিয়ে..................... ফলে সমুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

৩) সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ হল................. বায়ুপ্রবাহ।

উত্তর ঃ ১) তিন (২) বায়ুপ্রবাহের (৩) নিয়ত

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১) সমুদ্রের জল প্রতিদিন দুইবার করে স্ফীত হয় এবং নেমে যায়।

২) শীতল সমুদ্রস্রোত মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

৩) অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে মরা কটাল হয়।

উত্তর ঃ ১) সত্য (২) সত্য (৩) মিথ্যা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

১) বিশ্ব জল দিবস হল—

ক) ১১ মার্চ (খ) ২২ মার্চ (গ) ৫ জুন (ঘ) ১৫ জুন

২) সমুদ্রজলের গড় লবনতা

ক) প্রতি হাজারে ২৫ ভাগ খ) প্রতি হাজারে ৪৫ ভাগ

গ) প্রতি হাজারে ৩৫ ভাগ ঘ) প্রতি হাজারে ৩০ ভাগ

৩) ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল—

ক) রাজস্থান (খ) তামিলনাড়ু (গ) মধ্যপ্রদেশ (ঘ) মেঘালয়

উত্তর ঃ ১) খ (২) গ (৩) খ

‘ক’ স্তম্ভের সাথে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও ঃ

‘ক’ স্তম্ভ	**‘খ’ স্তম্ভ**
অ) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষীয় টানে সৃষ্টি হয়	১) সমুদ্র স্রোত
আ) সমুদ্রে জলের অনবরত উঠা নামাকে বলে	২) জোয়ার ভাটা
ই) যখন সমুদ্রের বিশাল পরিমাণ জলরাশি একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলে	৩) সমুদ্র তরঙ্গ

উত্তর ঃ অ) ২ (আ) ৩ (ই) ১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১। পৃথিবীর স্বাদু জলের প্রধান উৎসগুলো কী কী?

— স্বাদু জলের প্রধান উৎসগুলো হল— নদী, হ্রদ, পুকুর, প্রস্রবন এবং হিমবাহ।

২। সাগর বা মহাসাগরের জল কীরূপ?

— সাগর বা মহাসাগরের জল লবনাক্ত।

৩। লবনতা বলতে কী বোঝ?

— লবনতা বলতে প্রতি ১০০০ গ্রাম জলে বিদ্যমান লবনের পরিমানকে বোঝায়।

৪। মৃত সাগরের (Dead Sea) লবনতা কত?

— মৃত সাগরের লবনতা প্রতি হাজারে ৪৫ ভাগ।

৫। সুনামির প্রাথমিক লক্ষণ কী?

—সুনামির প্রাথমিক লক্ষণ হল হঠাৎ করে সমুদ্রের জল অনেকটা দূরে সরে যাওয়া।

৬। সমুদ্রস্রোত কত প্রকার ও কী কী ?

— সমুদ্রস্রোত দুই প্রকার। (অ) উষ্ণ সমুদ্র স্রোত (আ) শীতল সমুদ্র স্রোত

৭। একটি শীতল সমুদ্রস্রোতের উদাহরণ দাও।

— আটলান্টিক মহাসাগরের ল্যাব্রাডর সমুদ্রস্রোত একটি শীতল স্রোত

৮। একটি উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের উদাহরণ দাও।

– উপসাগরীয় স্রোত একটি উষ্ণ সমুদ্র স্রোত।

৯। হিমপ্রাচীর কী?

—উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের মধ্যবর্তী সীমারেখাকে হিমপ্রাচীর বলে।

১০। ২০০৪ সালের সুনামির ফলে ভারতের কোন অংশ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়?

— ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু অর্থাৎ ইন্দিরা পয়েন্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১) বাষ্পীভবন কাকে বলে?

— তাপের মাধ্যমে কোন তরল পদার্থের বাস্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

২। সুনামি কাকে বলে?

— সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে সমুদ্রে যে জলোচ্ছাসের সৃষ্টি হয়, তাকে সুনামি বলে।

৩। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সাগরে সৃষ্ট সুনামির প্রধান কারণ কী ছিল?

— ভারতীয় ভূত্বকীয় পাত মায়ানমার ভূ-ত্বকীয় পাতের নীচে চলে যাওয়ার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠে যে আকস্মিক চলন সৃষ্টি হয়, তার ফলে ভারত মহাসাগরে সুনামি হয়েছিল।

নিজে করো ঃ

প্রতি প্রশ্নের মান ২

১। টেরারিয়াম কী ?

২। জোয়ার ভাটা কী ভাবে সৃষ্টি হয় ?

৩। সমুদ্র জলের সঞ্চালনকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী ?

৪।২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের সুনামির ফলে ভারতের কোন কোন অঞ্চল বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ?

৫। জোয়ার ভাটা কাকে বলে ?

৬। সমুদ্রস্রোত বলতে কী বোঝ ?

৭। ভরা কটাল (Spring Tide) কাকে বলে ?

৮। মরা কটাল (Neap Tide) কাকে বলে ?

৯। সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

প্রতি প্রশ্নের মান - ৩/৪

১। চিত্রের সাহায্যে জলচক্রের বর্ণনা দাও।

২। জোয়ার ভাটার গুরুত্ব লেখো।

৩। সমুদ্রস্রোত কীভাবে কোন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে লেখো।

প্রতি প্রশ্নের মান - ৫

১। জোয়ার ভাটা কাকে বলে ? চিত্রের সাহায্যে ভরা কাটাল ও মরা কাটালের বর্ণনা দাও।

Teacher’s Note

‘নিজে করো’ অংশের ৩ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ২৯নং পৃষ্ঠা দেখো। জলচক্র আলোচনার সাথে চিত্র অবশ্যই দেবে। ২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৩৫ নং পৃষ্ঠা এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৩৬ নং পৃষ্ঠা দেখো। ৫ মানের ১নং প্রশ্নের সঙ্গে চিত্র দেবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

স্বাভাবিক উদ্ভিদ ঃ যে সমস্ত উদ্ভিদ কোনো স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জন্মায় ও বড়ো হয়, তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে।

স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ ঃ জলবায়ু, ভূমির উচ্চতা এবং মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রধানত তিন প্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখা যায়, যায়—

১।বনভূমি (২) তৃণভূমি (৩) ঝোপঝাড়

বনভূমি ঃ বনভূমিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি (২) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (৩) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের চিরহরিৎ বনভূমি

৪) নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (৫) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বনভূমি (৬) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি

তৃণভূমি ঃ তৃণভূমিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১) ক্রান্তীয় তৃণভূমি (২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি

ঝোপঝাড় ঃ মরু ও মেরু অঞ্চলের এই ধরনের ঝোপঝাড় দেখতে পাওয়া যায়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। স্বাভাবিক উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটে প্রধানত................ প্রভাবে।

২। মহাদেশসমূহের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে .... উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়।

৩। আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমি............... তৃণভূমির অন্তর্গত।

উত্তর ঃ ১) জলবায়ুর (২) ভূ-মধ্যসাগরীয় (৩) ক্রান্তীয়

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমিকে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যও বলা হয়।

২। ব্রাজিলের কাম্পোস তৃণভূমি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমির অন্তর্গত।

৩। মহাদেশসমূহের পূর্বপ্রান্তে ক্রান্তীয় মরুভূমিগুলো অবস্থিত।

উত্তর ঃ ১) সত্য (২) মিথ্যা (৩) মিথ্যা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

১) শ্যাওলা, ছত্রাক, ঝোপঝাড় প্রভৃতি দেখা যায়

ক) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে (খ) তুন্দ্রা অঞ্চলে

গ) ক্রান্তীয় তৃণভূমিতে (ঘ) ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গাছগুলো

ক) পুরু ছাল, মোম আবৃত পাতাযুক্ত হয় (খ) শক্ত কাঠের হয়

গ) নরম কাঠের হয় (ঘ) সরু তীক্ষ্ণ পাতাযুক্ত হয়

৩) কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন

ক) নিরক্ষীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ (খ) সরলবর্গীয় অরণ্যের উদ্ভিদ

গ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ (ঘ) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী উদ্ভিদ

উত্তর ঃ ১) খ (২) ক (৩) খ

'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ) আর্জেন্টিনা	১) স্টেপ
আ) মধ্য এশিয়া	২) পম্পাস
ই) ভেনেজুয়েলা	৩) ডাউনস্
	৪) লানোস

উত্তর ঃ অ) ২ (আ) ১ (ই) ৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ

১) স্বাভাবিক উদ্ভিদ কাকে বলে?

— প্রকৃতিতে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যে সকল গাছ জন্মায় ও বড়ো হয়, তাদের স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে।

২) স্বাভাবিক উদ্ভিদের ভাগগুলো কী কী ?

— স্বাভাবিক উদ্ভিদের ভাগগুলো হল - বনভূমি, তৃণভূমি ও ঝোপঝাড়

৩) কোন অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়?

— নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের কাছে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়।

৪) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমিতে দেখা যায় এমন কতকগুলো গাছের নাম করো।

— রোজ উড, ইবনি, মেহগনি প্রভৃতি গাছ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমিতে দেখা যায়।

৫) ভারতের কোথায় কোথায় ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়?

— ঝাড়খন্ড, মধ্যগঙ্গা সমভূমি, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি দেখা যায়।

৬) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির কিছু বৃক্ষের নাম করো।

— শাল, সেগুন, নিম, চন্দন, ইত্যাদি ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির বৃক্ষ।

৭) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমিতে কী কী জীবজন্তু দেখতে পাওয়া যায়?

— ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমিতে বাঘ, সিংহ, হাতি, বানর ইত্যাদি জীবজন্তু পাওয়া যায়।

৮) নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ বনভূমির কিছু বৃক্ষের নাম করো।

— ওক, পাইন, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ বনভূমির বৃক্ষ।

৯) কোথায় কোথায় নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়?

— উত্তর পূর্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চিন, নিউজিল্যান্ড, চিলি, ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়।

১০। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায় এমন দুটি পাখির নাম করো।

— ফিজান্ট ও মোনাল নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে দেখা যায়।

১১। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কী কী ধরনের ফলের চাষ করা হয়?

— ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে টক ও রস জাতীয় ফল যথা- কমলালেবু, ডুমুর, জলপাই, আঙুর প্রভৃতি ফলের চাষ করা হয়।

১২। পৃথিবীর 'ফলের বাগান' কাকে বলা হয়?

— ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে পৃথিবীর ফলের বাগান বলা হয়।

১৩। উত্তর গোলার্ধে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যকে কী বলা হয়?

— উত্তর গোলার্ধে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যকে তৈগা বলা হয়।

১৪। সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে কী কী গাছ দেখতে পাওয়া যায়?

— সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমিতে চির, পাইন, সিডার প্রভৃতি গাছ পাওয়া যায়।

১৫। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যে কী কী বন্যপ্রাণী পাওয়া যায়?

— রূপালী শেয়াল, নেউল, মেরু ভাল্লুক প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যে পাওয়া যায়।

১৬। ক্রান্তীয় তৃণভূমিতে কী কী ধরনের বন্যপ্রাণী পাওয়া যায়?

—ক্রান্তীয় তৃণভূমিতে হাতি, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ, চিতাবাঘ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

১৭। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমির অন্তর্গত দুটি তৃণভূমির নাম লেখো।

— উত্তর আমেরিকার প্রেইরি ও দক্ষিণ আমেরিকার ভেল্ড হল নাতিশিতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

১) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির গাছগুলোর পাতা শুষ্ক ঋতুতে ঝরে যায় কেন?

—শুষ্ক ঋতুতে গাছে জল ধরে রাখার জন্য এই অঞ্চলের গাছগুলো পাতা ঝরিয়ে দেয়।

২। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যের কাঠ কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

— কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট তৈরি করার জন্য সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাঠ থেকে মন্ড তৈরি করা হয়। তাছাড়া দেশলাই বাক্স, প্যাকিং বাক্স, পালিশের কাজে, সেলুলোজ উৎপাদনে এবং কাষ্ঠ শিল্পে সরলবর্গীয় বৃক্ষ ব্যবহার করা হয়।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ৩)

১। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

— ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ -

ক) এখানকার উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে গাছপালা বেশি জন্মায় ও দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

খ) প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে জলের অভাব হয় না। তাই সারা বছর গাছগুলো সবুজ থাকে অর্থাৎ গাছের পাতা ঝরার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই।

গ) ঘন অরণ্যে গাছের পাতাগুলো পরস্পর মিলে চাঁদোয়ার সৃষ্টি করে বলে দিনেরবেলাতেও সূর্যের আলো মাটিতে পৌছায় না।

ঘ) এই অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ পাশাপাশি জন্মায়। অরণ্যের তলদেশ লতাগুল্ম, আগাছা ইত্যাদিতে পূর্ণ থাকায় এই অরণ্য দুর্গম প্রকৃতির হয়।

২) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

— সরলবর্গীয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

ক) প্রচন্ড তুষারপাতের ফলে গাছের ওপর যাতে তুষার জমতে না পারে তাই গাছগুলির আকৃতি মন্দিরের চূড়ার মত হয়।

খ) গাছের বাষ্পীভবন কমানোর জন্য পাতাগুলো ছুঁচোলো এবং সরু হয়।

গ) গাছের ডালপালা কম থাকে এবং সোজা হয়ে ওপরে উঠে যায়।

ঘ) অরণ্যের তলদেশে লতাগুল্ম জন্মাতে পারে না, ফলে অরণ্যে প্রবেশ করা সহজ হয়।

ঙ) এই অরণ্যের কাঠ নরম হয় এবং একই প্রজাতির গাছ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায় যা চিরসবুজ থাকে।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ৪/৫)

১। বন ধ্বংসের ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করো।

উত্তর সংকেত— ক) কম বৃষ্টিপাত (খ) মরুভূমির আয়তন বৃদ্ধি (গ) পরিবেশের তাপমাত্রা (ঘ) ভূমিক্ষয় (ঙ) মাটির উর্বরতা হ্রাস (ঙ) কাঠের জোগান হ্রাস (চ) বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি

২। অরণ্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।

উত্তর সংকেত— ক) নতুন অরণ্য সৃষ্টি (খ) নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ (গ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাছ কাটা (ঘ) পতিত জমিতে অরণ্য সৃষ্টি (ঙ) দাবানল নিয়ন্ত্রণ (চ) অপরিনত বৃক্ষচ্ছেদন রোধ (ছ) উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ (জ) সচেতনতা বৃদ্ধি

নিজে করো ঃ

প্রশ্নের মান ২

১। পৃথিবীর কোথায় কোথায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়?

২। কোথায় কোথায় ভূমধ্যসাগরীয় উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়?

৩। মেরু অঞ্চলের পশুদের গায়ের চামরা মোটা ও লোমযুক্ত হয় কেন?

৪। মেরু অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন কিছু জীবজন্তুর নাম করো।

প্রশ্নের মান ৫

১। বনভূমির শ্রেণিবিভাগ করো। যেকোন এক প্রকার বনভূমি সম্পর্কে আলোচনা করো। ২+৩

Teacher's Note

এই অধ্যায়ে ৫ মানের কিছু প্রশ্নের উত্তর সংকেত দেওয়া হয়েছে। উত্তর সংকেতের Point গুলো বিস্তারিত লিখবে।

সপ্তম অধ্যায়

মনুষ্য পরিবেশ- লোকবসতি, পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

লোকবসতি ঃ প্রাচীনকালে মানুষ জীবনধারনের জন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। মানুষ তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশকে পরিবর্তন করতে শুরু করল। স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হল। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন নদী উপত্যকায় মানব সভ্যতাগুলো গড়ে উঠল।

বসতি দুই প্রকার - গ্রাম এবং শহরের বসতি।

পরিবহণ ঃ পরিবহণের মাধ্যমে মানুষ এবং পণ্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। পরিবহণের চারটি মাধ্যম হল– সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ ও বিমানপথ।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ একের বার্তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়াকেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বলে। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো হল– সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, কৃত্রিম উপগ্রহ, ইন্টারনেট ইত্যাদি। যোগাযোগের এই মাধ্যমগুলো আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। প্রাচীনকালে মানুষ খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের জন্য................ উপর নির্ভরশীল ছিল।

২। মাটির নীচ দিয়ে যে রাস্তা তৈরি করা হয় তাকে.............. বলে।

৩। পার্বত্য অঞ্চলে................ বসতি দেখা যায়।

উত্তর ঃ- ১) প্রকৃতির (২) সাবওয়ে (৩) বিক্ষিপ্ত

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। প্রাচীনকালে মানুষ গাছ ও গুহায় বাস করত।

২। সাগরপথ এবং মহাসাগরপথ অন্তর্দেশীয় জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩। বিমান পরিবহণ কুয়াশা ও ঝড়ের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়।

উত্তর ঃ ১) সত্য (২) মিথ্যা (৩) সত্য

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

১) লোকবসতির দ্রুত বিস্তার ও মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল —

ক) সমুদ্র উপকূলে (খ) নদী উপত্যকায় (গ) পার্বত্য এলাকায় (ঘ) মরুভূমিতে

২) এইটি একমাত্র পরিবহণের মাধ্যম, যার সাহায্যে দুর্গম ও দূরবর্তী এলাকায় যাওয়া সম্ভব

ক) সড়কপথ (খ) রেলপথ (গ) বিমানপথ (ঘ) জলপথ

৩) বৈদ্যুতিক ই-মেল পাঠানো হয়

ক) সংবাদপত্রের মাধ্যমে (খ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে (গ) রেডিও-এর মাধ্যমে (ঘ) টেলিভিশনের মাধ্যমে

উত্তর ঃ ১) খ (২) গ (৩) খ

'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মিলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। তালপাতার ছাউনির ঘর	অ) টং ঘর
২। ঘরের ঢালু ছাদ	আ) উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল
৩। খুটির উপরে ঘর	ই) অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল

উত্তর ঃ ১) আ (২) ই (৩) অ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রশ্নের মান - ১)

১। অস্থায়ী বসতি কী?

— লোক বসতি কম সময়ের জন্য স্থায়ী হলে, তাকে অস্থায়ী বসতি বলে।

২। গ্রামীণ এলাকায় মানুষ কী কী কাজে নিযুক্ত থাকে?

— গ্রামীণ এলাকার মানুষ কৃষিকাজ, মৎসশিকার, বনসৃজন, হস্ততাঁত এবং ব্যবসার সাথে যুক্ত।

৩। কোথায় বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়?

—পার্বত্য অঞ্চলে, ঘন জঙ্গলে, চরম জলবায়ু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়।

৪। শহরে মানুষ কী ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত?

— শহরে মানুষ শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা, চাকরির কাজে নিয়োজিত।

৫। আমাদের দেশে কোন কোন পশুকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হয়?

— গাধা, গোরু, খচ্চর, উট প্রভৃতি পশুকে আমাদের দেশে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬। বরফের তৈরি ঘরকে কী বলা হয়?

— বরফের তৈরি ঘরকে ইগলু বলা হয়।

৭। বিশ্বের উচ্চতম সড়কপথ কোনটি?

— বিশ্বের উচ্চতম সড়কপথ হল— হিমালয়ের মানালি- লে সড়কপথ।

৮। নদী ও হ্রদ কী জাতীয় জলপথের উদাহরণ?

—নদী ও হ্রদ অন্তর্দেশীয় জলপথের উদাহরণ।

৯। বাণিজ্যিক দ্রব্য এবং পণ্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবহণের জন্য কোন ধরনের জলপথ ব্যবহার করা হয়?

— সাগরপথ ও মহাসাগরপথ ব্যবহার করা হয়।

১০। ভারতের দুটি সমুদ্রবন্দরের নাম লেখো।

— কলকাতা বন্দর ও মুম্বাই বন্দর ভারতের দুটি সমুদ্র বন্দর।

১১। তিব্বতে কোন পশু পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হয়?

— তিব্বতে পরিবহণের কাজে ইয়াক ব্যবহার করা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১। মানুষ কীভাবে পরিবেশকে পরিবর্তন করতে শুরু করল?

— মানুষ খাদ্য উৎপাদন, বাসস্থান তৈরি, পরিবহণ এবং যোগাযোগের উপায় উদ্ভাবনের দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে পরিবেশকে পরিবর্তন করতে শুরু করল।

২। লোকবসতি গড়ে উঠার প্রাথমিক শর্তগুলো কী কী?

— লোকবসতি গড়ে উঠার প্রাথমিক শর্তগুলো হল—

ক) জলের সহজলভ্যতা (খ) আদর্শ জলবায়ু (গ) উর্বর মাটি (ঘ) উপযুক্ত জমি

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রশ্নের মান ৩)

১। ঘন বসতি ও বিক্ষিপ্ত বসতির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

ঘন বসতি / গোষ্ঠিবদ্ধ বসতি	বিক্ষিপ্ত বসতি
ক) নানা ধরনের সুযোগ সুবিধাযুক্ত অঞ্চলে গোষ্ঠিবদ্ধ ঘনবসতি গড়ে উঠে।	অ) প্রধানত দুর্গম অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠে।
খ) এই বসতিতে বাড়িগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে।	আ) এই ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো দূরে দূরে থাকে।
গ) এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়।	ই) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয়।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রশ্নের মান ৫)

১। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি কী ভাবে মানব জীবনে সুফল এনেছে আলোচনা করো।

— বার্তা পৌছে দেওয়াই হল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান কাজ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে যোগাযোগের ও নতুন নতুন মাধ্যম আবিস্কৃত হয়েছে যা মানবজীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগের বিভিন্ন পন্থাগুলো ব্যবহার করা হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা বিনোদন লাভ করি, অন্যদিকে এগুলোর সাহায্যে আমরা বাইরের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তৈলক্ষেত্র আবিষ্কার, বনভূমির জরিপ, খনিজ সম্পদ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগাম সতর্কতা পাওয়া যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ই-মেল পাঠাতে পারি, অনলাইনে ক্লাস করতে পারি, ই-বুক থেকে বই পড়তে পারি, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেলিফোন সংযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসে রেলের টিকিট , বিমানের টিকিট, হোটেল বুকিং, চাকরির দরখাস্ত ইত্যাদি খুব সহজেই করতে পারি।

নিজে করো

(প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১। মানুষ গ্রাম থেকে শহরের দিকে কেন আসে?

২। পরিবহণের চারটি মাধ্যম কী কী?

৩। জলপথ কত প্রকার ও কী কী ?

৪। ফ্লাইওভার কাকে বলে?

৫। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথের নাম লেখো।

৬। জনসংযোগ মাধ্যম বা মাস মিডিয়া কাকে বলে?

৭। কৃত্রিম উপগ্রহ আমাদের কীভাবে সাহায্য করে?

প্রশ্নের মান - ৩

১। বিমান পথের সুবিধাগুলো লেখো।

২। রেলপথের সুবিধাগুলো লেখো।

প্রশ্নের মান - ৫

পরিবহনের মাধ্যমগুলো কী কী ? যেকোন দুটি মাধ্যম সম্পর্কে লেখো। ১+২+২

Teacher’’s Note

‘নিজে করো’ অংশের ৩ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৪৮ নং পৃষ্ঠা এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫০ নং পৃষ্ঠা দেখো। ৫ মানের প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্য পুস্তকের ৪৭ এবং ৪৮ নং পৃষ্ঠা দেখো।

অষ্টম অধ্যায়

ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে মানুষের পরিবেশ

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

আমাজন নদী অববাহিকার মানুষের জীবনযাত্রা ঃ

আমাজন নদী অববাহিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এখনকার জলবায়ু সারাবছর উষ্ণ ও আর্দ্র হয়। প্রতিদিন এখানে বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে অধিক উষ্ণতা ও আর্দ্রতার জন্য গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই অরন্যে হরেক রকম পাখি ও বন্য জীবজন্তু পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষিকাজের সংঙ্গে যুক্ত। আমাজন উপত্যকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখানকার জীব বৈচিত্র্যেরও পরিবর্তন ঘটছে। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে এখানে বনভূমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ঃ

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ভারতীয় উপমহাদেশে সৃষ্টি হয়েছে। এটি উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এই অববাহিকা অঞ্চল সমতলভূমি, সুউচ্চ হিমালয় পর্বত, ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিরূপ নিয়ে গঠিত। সমতলভূমি অধিক উর্বর হওয়ার ফলে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। এই অববাহিকার সমতল অঞ্চলে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মায়। অসংখ্য প্রজাতির জীবজন্তু এখানে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা খুব বেশী। অনেক শহর এখানে গড়ে উঠেছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠা পর্যটন কেন্দ্রগুলো খুব প্রসিদ্ধ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ১)

১। আমাজন নদী পতিত হয়েছে................ সাগরে।

২। ব-দ্বীপ অঞ্চলে.................. জাতীয় বনভূমি দেখা যায়।

৩। এক শৃঙ্গ গন্ডার দেখা যায়.............. সমভূমিতে।

উত্তর ঃ ১) আটলান্টিক (২) ম্যানগ্রোভ (৩) ব্রহ্মপুত্র

সত্য/ মিথ্যা লেখো ঃ

১। আসামে কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য অবস্থিত।

২। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর জলে ডলফিন দেখা যায় যা শুশুক নামে পরিচিত।

৩। সেগুন গাছ সরলবর্গীর বৃক্ষের উদাহরণ।

উত্তর ঃ ১) সত্য (২) সত্য (৩) মিথ্যা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

১। আমাজন নদী প্রবাহিত হয়েছে

অ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে

আ) মেরু অঞ্চলের উপর দিয়ে

ই) উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে

২। মহানগরের জনসংখ্যা—

অ) ১০ লক্ষের কম (আ) ১০ লক্ষের বেশি (ই) ১ লক্ষের বেশি

৩। বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চলে 'মলোকা' হল—

অ) গাছ (আ) পাহাড় (ই) অট্টালিকা

উত্তর ঃ ১) অ (২) আ (৩) ই

ক স্তম্ভের সাথে খ স্তম্ভ মেলাও

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
১) স্থানান্তর কৃষি	অ) ব-দ্বীপ অঞ্চল
২) অ্যানাকোন্ডা	আ) স্ল্যাস ও বার্ণ
৩) ম্যানগ্রোভ	ই) বৃষ্টি অরণ্য

উত্তর ঃ ১) আ (২) ই (৩) অ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ১)

১। পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা কোনটি?

— পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা হল আমাজন অববাহিকা।

২। আমাজন অরণ্যে দুটি পরজীবি উদ্ভিদের নাম লেখো।

— আর্কিড ও ব্রোমোলিয়াড আমাজন অরণ্যের দুটি পরজীবী উদ্ভিদ।

৩। পিরানহা কী?

— পিরানহা হল এক ধরনের মাংস খাদক মাছ।

৪। আমাজনের অধিবাসীরা প্রধানত কী কী চাষ করে?

— আমাজনের অধিবাসীরা ট্যাপিওকা, আনারস, মিষ্টি আলু চাষ করে।

৫।আমাজন অববাহিকার প্রধান খাদ্য শস্য কী ?

— ম্যানিওক বা ক্যাসাভা আমাজন অববাহিকার প্রধান খাদ্যশস্য।

৬) আমাজন অববাহিকায় উৎপাদিত অর্থকরী ফসল কী কী?

— আমাজন অববাহিকায় উৎপাদিত অর্থকরী ফসল হল কফি, ভুট্টা, কোকো ইত্যাদি।

৭। গঙ্গা নদীর দুটি উপনদীর নাম লেখো।

— ঘাঘরা, শোন গঙ্গা নদীর দুটি উপনদী।

৮। ব্রহ্মপুত্রের দুটি উপনদীর নাম লেখো।

— ব্রহ্মপুত্রের দুটি উপনদী হল লোহিত এবং দিবাং।

৯। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য কী ?

— গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১। ক্রান্তীয় অঞ্চলের অক্ষাংশগত বিস্তার লেখো।

— ক্রান্তীয় অঞ্চল ১০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ১০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।

২। উপনদী কাকে বলে?

— যে সকল ছোট নদী পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রধান নদীর সঙ্গে মিলিত হয়, তাদেরকে বলা হয় উপনদী।

৩। নদী অববাহিকা বলতে কী বোঝ?

— প্রধান নদী, তার উপনদী এবং শাখা নদীগুলো একটি নদীগোষ্ঠী গঠন করে যে অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই অঞ্চলটিকে ঐ প্রধান নদীর অববাহিকা বলে।

৪। জনঘনত্ব বলতে কী বোঝ?

— কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মোট জমির পরিমাণ ও ওই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে জনঘনত্ব বলে।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ৩)

১) আমাজন অববাহিকার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো।

আমাজন অববাহিকার বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

ক) এই অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার এখানকার জলবায়ু সারা বছর উষ্ণ ও আর্দ্র।

খ) এখানে প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হয়।

গ) দিনেরবেলায় তাপমাত্রা অধিক থাকে এবং রাত্রিতে তাপমাত্রা কমে যায় কিন্তু আর্দ্রতা একই থাকে।

ঘ) অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এখানে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ৫)

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকা ও আমাজন অববাহিকার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর ঃ

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকা	আমাজন অববাহিকা
১। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকা উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।	১। আমাজন অববাহিকা নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত।
২। এই অববাহিকার জলবায়ু মৌসুমী প্রকৃতির।	২। আমাজন অববাহিকার জলবায়ু নিরক্ষীয় প্রকৃতির।
৩। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলের জনঘনত্ব অনেক বেশি।	৩। এই অববাহিকার জনঘনত্ব অনেক কম।
৪। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা কৃষিকাজে উন্নত।	৪। আমাজন অববাহিকা কৃষি কাজে উন্নত নয়।
৫। এই অঞ্চল আর্থিকভাবে উন্নত।	৫। এই অঞ্চল আর্থিকভাবে উন্নত নয়।

নিজে করো

প্রশ্নের মান ২

১। আমাজন অরণ্যের মাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্যাঁতসেঁতে থাকে কেন?

২। আমাজন অরণ্যে দেখা যায় এমন কিছু জীবজন্তুর নাম লেখো।

৩। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার প্রধান বৈশিষ্টগুলো লেখো।

৪। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পাওয়া যায়, এমন কিছু বন্য জীবজন্তুর নাম লেখো।

৫। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অক্ষাংশগত বিস্তার লেখো।

৬। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কিছু শহরের নাম লেখো।

৭। ধাপ কেটে চাষ বলতে কী বোঝ?

৮। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের নদীর জলে থাকা ডলফিনের সংখ্যা বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছে কেন?

৯। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্রগুলোর নাম লেখো।

প্রশ্নের মান ৩

১। স্ল্যাস ও বার্ণ চাষবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার কৃষিকাজ সম্পর্কে লেখো।

৩। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ সম্পর্কে লেখো।

প্রশ্নের মান ৫

১। আমাজন অববাহিকার অধিবাসীদের খাদ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে আলোচনা করো। (২.৫ + ২.৫)

Teacher's Note

এই অধ্যায়ের 'নিজে করো' অংশের ৩ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৫৬নং পৃষ্ঠা এবং ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৫৮নং পৃষ্ঠা দেখো। ৫ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৫৬ নং পৃষ্ঠা দেখো। প্রশ্নে উল্লেখিত খাদ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে লিখবে।

নবম অধ্যায়

মরু অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা

বিষয় সংক্ষেপ ঃ

মরুভূমি ঃ একটি শুষ্ক অঞ্চল যা অধিক উত্তপ্ত বা অধিক শীতল হতে পারে। যেখানে উদ্ভিদের পরিমাণ খুবই কম।

উষ্ণ মরুভূমি - সাহারা ঃ সাহারা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উষ্ণ মরুভূমি। এটি অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক। দিনের তাপমাত্রা খুব বেশি এবং রাত্রিকালীন তাপমাত্রা খুব কম। যেখানে অল্প জল পাওয়া যায়, সেখানে মরুদ্যান গড়ে উঠে। এখানকার অধিবাসীরা যাযাবর প্রকৃতির। পশুপালনের মাধ্যমে তারা জীবনধারণ করে। তবে বর্তমানে সাহারা মরুভূমিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

শীতল মরুভূমি - লাডাক ঃ লাডাক হল একটি শীতল মরুভূমি। এখানে গ্রীষ্মকালে দিনেরবেলায় উষ্ণতা থাকে .০^0 সেলসিয়াস এর কিছুটা উপরে থাকে এবং রাতের উষ্ণতা ৩০^0 সেলসিয়াস। কিন্তু শীতকালে এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। এই অঞ্চলে কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায়। এখানকার অধিবাসীরা খুবই পরিশ্রমী হয়। এবং এরা প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন ধারণ করতে অভ্যস্ত। অনেকেই এখানে পর্যটন শিল্পকে নিজেদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ১)

শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ

১। মূলত .... উপর নির্ভর করেই মরুভূমির সৃষ্টি হয়।

২। বেদুইন হল................. মরুভূমির অধিবাসী।

৩। লাডাক হল একটি.............. মরুভূমি।

উত্তর ঃ ১। তাপমাত্রার (২) সাহারা (৩) শীতল

সত্য/মিথ্যা লেখো ঃ

১। সাহারাই হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মরুভূমি।

২। লাডাক একটি উষ্ণ মরুভূমি।

৩। লাডাকের মহিলারা শুধু ঘরের কাজ করে।

উত্তর ঃ ১) সত্য (২) মিথ্যা (৩) মিথ্যা

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ

১। পৃথিবীর বিখ্যাত ইজিপসিয়ান তুলা উৎপাদিত হয় —

অ) ভারতে (আ) মিশরে (ই) লিবিয়ায় (ঈ) আলজিরিয়ায়

২। লাডাক অবস্থিত ভারতের জম্মু এবং কাশ্মীরের—

অ) পশ্চিম দিকে (আ) উত্তর দিকে (ই) পূর্ব দিকে (ঈ) দক্ষিণ দিকে

৩। লাডাকে বসবাসকারী অধিবাসীরা হল—

অ) মুসলমান এবং বৌদ্ধ (আ) হিন্দু এবং মুসলমান (ই) খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ (ঈ) খ্রিস্টান এবং মুসলমান

উত্তর ঃ ১) আ (২) ই (৩) অ

'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। টাফিলালেট	অ) লাডাক
২। খাপা-চান	আ) গিরিপথ
৩। বড়লাচা-লা	ই) মরূদ্যান

উত্তর ঃ ১) ই (২) অ (৩) আ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ১)

১। সাহারা মরুভূমি কোথায় অবস্থিত?

— সাহারা মরুভূমি উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত

২। সাহারা মরুভূমির আয়তন কত?

— সাহারা মরুভূমির আয়তন প্রায় ৮.৫৪ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার

৩। সাহারা মরুভূমি আফ্রিকা মহাদেশের কয়টি দেশ জুড়ে অবস্থিত?

— ১১টি দেশ জুড়ে অবস্থিত।

৪। সাহারা মরুভূমি সৃষ্টির প্রধান কারণ কী ?

— সাহারা মরুভূমি সৃষ্টির প্রধান কারণ হল জলবায়ু পরিবর্তন।

৫। সাহারার প্রধান দুটি যাযাবর জাতির নাম লেখো।

— সাহারার প্রধান দুটি যাযাবর জাতি হল বেদুইন এবং তুয়ারেগ।

৬। কাকে তরল সোনা বলা হয়?

— খনিজ তেলকে তরল সোনা বলা হয়।

৭। সাহারার কোথায় কোথায় খনিজ তেল পাওয়া যায়?

—আলজিরিয়া, লিবিয়া, মিশরে খনিজ তেল পাওয়া যায়।

৮। লাডাকের উপর দিয়ে প্রবাহিত একটি উল্লেখযোগ্য নদীর নাম লেখো।

— সিন্ধুনদ লাডাকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

৯। লাডাকে অবস্থিত একটি হিমবাহের নাম লেখো।

— লাডাকে অবস্থিত একটি হিমবাহ হল - গাংরি।

১০। কারাকোরামে লাডাকের উচ্চতা কত?

— কারাকোরামে লাডাকের উচ্চতা ৮০০০ মিটারের অধিক।

১১) লাডাকের শীতল ও শুষ্ক জলবায়ুর কারণ কী ?

— লাডাকের শীতল ও শুষ্ক জলবায়ুর কারণ অত্যধিক উচ্চতা।

১২। লাডাকে বৃষ্টিপাত কম হয় কেন?

— হিমালয়ের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার ফলে লাডাকে বৃষ্টিপাত কম হয়।

১৩। লাডাক অঞ্চলে কী কী গাছ দেখা যায়?

— উইলো ও পপলার গাছ লাডাকে দেখা যায়।

১৪। লাডাক মরুভূমিতে কী কী ফল জন্মায়?

— আপেল, আখরোট, খুবানি লাডাক মরুভূমিতে জন্মায়।

১৫। কোন বৃক্ষের কাঠ দিয়ে উৎকৃষ্টমানের ব্যাট তৈরি হয়?

— উইলো গাছের কাঠ দিয়ে ব্যাট তৈরি হয়।

১৬। কোন্ জাতীয় সড়ক লেহ্ ও কাশ্মীর উপত্যকাকে যুক্ত করেছে?

— জাতীয় সড়ক -১ এ লেহ্ ও কাশ্মীর উপত্যকাকে যুক্ত করেছে।

১৭। লাডাকে বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কী?

— পর্যটন হল এই অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা।

১৮। মানালি-লেহ্ জাতীয় সড়ক কয়টি গিরিপথের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছে?

— মানালি-লেহ্ জাতীয় সড়ক চারটি গিরিপথের ভিতর দিয়ে গেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (প্রতি প্রশ্নের মান ২)

১। মরুভূমি কাকে বলে?

— কিছু শুষ্ক অঞ্চল আছে যেগুলো অধিক উত্তপ্ত আবার কিছু আছে বরফের মত শীতল। এই ধরনের অঞ্চলকে মরুভূমি বলা হয়।

২। মরু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

— মরু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্টগুলো হল স্বল্প বৃষ্টিপাত। বিরল উদ্ভিদ এবং চরম উত্তাপ বা খুবই কম উত্তাপ।

৩। শাটুশ কি?

— তিব্বতীয় কৃষ্ণসার মৃগের পশমকে শাটুশ বলা হয়। এর পশম খুব হালকা ও অত্যধিক গরম হয়।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রশ্নের মান ৩)

সাহারার চরম জলবায়ুতে এখানকার অধিবাসীরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে লেখো।

— সাহারাতে প্রধানত যাযাবর শ্রেণির বেদুইন ও তুয়ারেগ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের বাস। সাহারার জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন হওয়া সত্বেও এখানকার অধিবাসীরা বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এরা ছাগ, মেষ, উট, ঘোড়া পালন করে। পশুদের দুধ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এছাড়া পশুর চামড়া এবং পশম দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। ধূলোঝড় এবং গরম হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা লম্বা ঝুলের পোশাক ব্যবহার করে। যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে সামান্য কৃষিকাজ করে। সাহারায় মূল্যবান খনিজ তেল পাওয়া যায়, যা এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সম্প্রতি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সাহারার অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে।

নিজে করো

প্রতি প্রশ্নের মান ২

১। সাহারা মরুভূমিতে কী কী ধরনের খনিজ পাওয়া যায়?

২। সাহারা মরুভূমিতে কী ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায়?

৩। সাহারা মরুভূমির জীবজন্তুগুলোর নাম লেখো।

৪। সাহারার অধিবাসীরা মূলত কোন অঞ্চলে বসবাস করে?

৫। সাহারা মরুভূমিতে উৎপাদিত ফসলগুলো কী কী?

৬। সাহারা মরুভূমির অধিবাসীরা কেন লম্বা ঝুলের পোশাক ব্যবহার করে?

৭। মরুদ্যান কাকে বলে?

৮। লাডাকে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রা কত?

৯। লাডাকে পাওয়া যায় এমন কিছু পাখির নাম করো।

১০। লাডাকে পশুপালন করা হয় কেন?

১১। লাডাকে উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণীর নাম করো।

প্রশ্নের মান - ৩

১। সাহারা মরুভূমির জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লেখো।

২। লাডাক তৃণভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে লেখো।

প্রশ্নের মান ৫

১। লাডাকে বসবাসকারী অধিবাসীদের সম্পর্কে যা জান লেখো।

২। সাহারা মরুভূমি ও লাডাক মরুভূমির তুলনামূলক আলোচনা করো।

Teacher's Note

এই অধ্যায়ের 'নিজে করো' অংশের ৩ মানের ১নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৬৯ নং পৃষ্ঠা এবং ২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৭২ নং পৃষ্ঠা দেখো। ৫ মানের ১নং প্রশ্নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৭২ নং পৃষ্ঠা দেখো, ৫ মানের ২নং প্রশ্নের উত্তর ছকের আকারে লিখবে।

সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন

ইউনিট - ১ ঃ ভারতীয় গণতন্ত্রে সাম্য

প্রথম অধ্যায়

সাম্যের ধারণা

মুখ্য বিষয় সমূহ ঃ সাম্যের ধারণা ।। ভোটদানের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার ।। মর্যাদার স্বীকৃতি ।। ভারতীয় গণতন্ত্রে সমতা ।। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ।। গণতন্ত্রের সমস্যা ।।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ 'সাম্য' বলতে বোঝায় সকলেই সমান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার উপস্থিতিকে সাম্য বলে। গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাম্য এবং এটি গণতন্ত্রের কাজকর্মের সকল দিক স্পর্শ করে।

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় ভিন্নতা, শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য, জাতপাতের সমস্যা, ধনী - দরিদ্রের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটদানের অধিকারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে যা 'সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার' নামে পরিচিত। এটি গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। এটি সাম্যনীতিতে বিশ্বাসী। সর্বজনীন ভোটাধিকারের মূল কথা হল ধনী-দরিদ্র এবং গোষ্ঠী পরিচয় নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির একটিমাত্র ভোট (Vote)। (পাঠ্যবইয়ের ৫নং পৃষ্ঠার রমার গল্পটি পড়ো।)

গণতন্ত্রে সকল নাগরিক একই রকমের সম্মান এবং মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। যখন কোনো ব্যক্তি অসম আচরণের শিকার হয়, তার অর্থ দাঁড়ায় যে, তার মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। যেমন ভারতে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা হচ্ছে অসাম্যের অন্যতম একটি উদাহরণ। ভারতে নিম্নবর্গের লোকজনের পরিচয় দিতে 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আমদের বংশগত সংস্কার, পারিবারিক আচার - আচরণ ও গতানুগতিক ধারণা প্রভৃতির কারণে (অধ্যায়ে উল্লেখিত দু'টি গল্পে - পাঠ্যবইয়ের ৬ ও ৭ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ওম প্রকাশ বাল্মীকি এবং আনসারি দম্পত্তির প্রতি ধর্ম কিংবা জাতপাতের অজুহাতে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তাতে উভয়েরই মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে।

ভারত একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক ভারতে সকলের জন্য সমতার নীতি গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলে সমকক্ষ বা সমান বলে স্বীকৃত। বর্তমানে নাগরিকের মর্যাদা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং তারা যাতে সমতার সুযোগ ভোগ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সমতার অধিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত কিছু বিধি বা ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ প্রথমত, প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান ও সমভাবে সুরক্ষিত। দ্বিতীয়ত, জাতি-ধর্ম বর্ণ - নারী - পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। তৃতীয়ত, সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট খেলার মাঠ, হোটেল, দোকান, বাজার, কুয়ো, পথঘাট, স্নানাগার-এ প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে। চতুর্থত, অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত সমতার অধিকারকে সরকার দুটি উপায়ে কার্যকর করতে চায় - ১) আইন প্রয়োগ করে এবং (২) দুর্বল জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাহায্যার্থে সরকারী কর্মসূচী বা পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার সমভাবে সুরক্ষার জন্য ভারতে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সরকার কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার সাহায্যে বহু শতাব্দী ধরে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়া জাতিগোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। যেমন- মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প এগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। (প্রকল্পটি সম্পর্কে বিষদ জানতে পাঠ্যপুস্তকের ১০নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শুধুমাত্র ভারতে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশেও 'সাম্য' প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত আন্দোলন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী আফ্রো-আমেরিকানদের বর্তমান উত্তরসূরীরা এখনও নিজেদের জীবনযাত্রা অনেকাংশে অসম বলে মনে করেন। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে আফ্রো-আমেরিকানদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহৎ আন্দোলন করতে হয়েছিল। এই আন্দোলন একসময় 'নাগরিক অধিকার আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬৪ সালে রচিত নাগরিক অধিকার আইনের মাধ্যমে সে দেশে জাতি-ধর্ম-কিংবা বিদেশ থেকে আগত মানুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইন অনুসারে আফ্রো-আমেরিকান ছেলেমেয়েরা সকল স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগও লাভ করে।

তবে বিশ্বের কোনও দেশই এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হতে পারে নি। বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গ প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের ভাবধারাকে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর তাদের লড়াইয়ের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা। সুতরাং আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধারাবাহিকভাবে তার পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে এই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

ক) স্বাধীনতা　　খ) সাম্য

গ) ধর্মনিরপেক্ষতা　　ঘ) অধিকার

২। 'সর্বজনীন ভোটাধিকার' একটি —

ক) সামাজিক অধিকার　　খ) অর্থনৈতিক অধিকার

গ) রাজনৈতিকঅধিকার　　ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার

৩। ভারতীয় নাগরিকদের ভোটদানের বয়স—

ক) ১৮ বছর　　খ) ১৬ বছর

গ) ২০ বছর　　ঘ) ২১ বছর

৪। 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করে—

ক) হিন্দুরা　　খ) মুসলমানরা

গ) নিম্নবর্গের লোকজন　　ঘ) উচ্চবর্গের লোকজন

উত্তর মালা ঃ ১। খ) সাম্য　২) গ) রাজনৈতিক অধিকার　৩। ক) ১৮ বছর　৪। গ) নিম্নবর্গের লোকজন

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। ভারত একটি...................... রাষ্ট্র।

২। .... গণতন্ত্রের কাজকর্মের সকল দিক স্পর্শ করে।

৩। ভারতে প্রচলিত .... হচ্ছে অসাম্যের একটি উদাহরণ।

৪। আনসারি দম্পতি......................... সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন।

৫। আধুনিক..................... সকল নাগরিক একই রকমের সম্মান এবং মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

উত্তর মালা ঃ ১। গণতান্ত্রিক　২। সাম্য　৩। জাতিভেদ প্রথা　৪। সংখ্যালঘু　৫। গণতন্ত্রে

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। সাম্য বলতে বোঝায় সকলেই সমান।

২। ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত নয়।

৩। কমলবাবু ছিলেন ভোটদাতা রমার প্রতিবেশী।

৪। ১৯৬৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ হয়।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য　২। মিথ্যা　৩। সত্য　৪। সত্য

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। ওম প্রকাশ বাল্মীকি	ক) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি
২। আনসারি দম্পতি	খ) আফ্রো-আমেরিকান মহিলা
৩। রোজা পার্কস	গ) বিখ্যাত দলিত লেখক

উত্তরমালা ঃ ১। — (গ)　২। — (ক)　৩। — (খ)

ক) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

১। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মূল ভিত্তি কী?

উত্তর ঃ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মূল ভিত্তি হল সাম্য।

২। ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ কোনটি?

উত্তর ঃ ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হল সংসদ।

৩। ওম প্রকাশ বাল্মিকী রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তর ঃ ওম প্রকাশ বাল্মিকী রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটির নাম হল 'যোথান'।

৪। কবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আইন রচিত হয়?

উত্তর ঃ ১৯৬৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আইন রচিত হয়।

৫। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু কী?

উত্তর ঃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা।

৬। কবে ভারত সরকার প্রতিবন্ধি আইন প্রণয়ন করে?

উত্তর ঃ ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার প্রতিবন্ধি আইন প্রণয়ন করে।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। সাম্য বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ জাতি- ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার উপস্থিতিকে সাম্য বলে।

২। 'সর্বজনীন ভোটাধিকার' বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটদানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা 'সর্বজনীন ভোটাধিকার নামে পরিচিত।

৩। সংবিধান কী?

উত্তর ঃ সংবিধান হল কয়েকটি মৌলিক নিয়ম কানুন সম্বলিত দলিল, যার দ্বারা দেশের সরকার এবং জনসাধারণ পরিচালিত হয়।

৪। 'দলিত' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ আমাদের সমাজে নিম্নবর্গের লোকজন নিজেদের পরিচয় দেওয়ার জন্য 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করে। এই শব্দটির সাহায্যে সমাজের নীচু বর্ণের মানুষজন অতীতে তাদের বৈষম্যের কথা এবং বর্তমান সময়েও সেই বৈষম্যের ধারাবাহিকতা বোঝাতে চাইছে।

৫। সংবিধান স্বীকৃত সমতার অধিকারকে সরকার কটি উপায়ে কার্যকর করতে চায় ও কী কী?

উত্তর ঃ সংবিধান স্বীকৃত সমতার অধিকারকে সরকার দুটি উপায়ে কার্যকর করতে চায় — ১) আইন প্রনয়ণ করে এবং (২) দুর্বল জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাহার্য্যার্থে সরকারি কর্মসূচী বা পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে।

৬। শৈশবে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ওম প্রকাশ বাল্মীকি কিরূপ আচরণের শিকার হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ শৈশবে জাতপাতের অজুহাতে ওম প্রকাশ বাল্মীকিকে অমর্যাদাকর কাজের জন্য বাছাই করা এবং স্কুল বাড়ি পরিস্কার করতে বাধ্য করা হতো যাতে তাঁর সহপাঠীরা এবং শিক্ষকরা বোঝাতে চাইতেন যে, সে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের সমকক্ষ নয়।

৭। গণতন্ত্রে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে কী করা উচিত?

উত্তর ঃ গণতান্ত্রিক দেশে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধারাবাহিকভাবে তার পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে এই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

৮। ১৯৬৪ সালে রচিত নাগরিক অধিকার আইনের পরিণতি কী ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৬৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রচিত নাগরিক অধিকার আইনের মাধ্যমে সে দেশে জাতি-ধর্ম অথবা বিদেশ থেকে আগত মানুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া এই আইন অনুসারে আফ্রো-আমেরিকান ছেলেমেয়েরা সকল স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান- ৩

১। গণতন্ত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উঃ- গণতন্ত্রের সর্বজনীন ভোটাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ—

রাজনৈতিক অধিকার ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটদানের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার।

সাম্যনীতিতে বিশ্বাসী ঃ সর্বজনীন ভোটাধিকার গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। এটি সাম্যনীতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ কাউকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সাম্যনীতিকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে।

ক্ষমতা ভোট করার সুযোগ ঃ গণতন্ত্রে যাদের ভোটাধিকার থাকে না, তারা কখনও ক্ষমতার সুযোগ ভোগ করতে পারে না। তাই সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা উচিত।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সমতার অধিকারের কয়েকটি দিক উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ সমতার অধিকার হল ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ভারতের সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমকক্ষ বলে স্বীকার করে। সমতার অধিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত কিছু বিধি বা ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে—

প্রথমত ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান ও সমভাবে রক্ষিত।

দ্বিতীয়ত ঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

তৃতীয়ত ঃ সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট খেলার মাঠ, হোটেল, দোকান, বাজার, কুয়ো, পথঘাট, স্নানাগার প্রভৃতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।

চতুর্থত ঃ অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হয়েছে।

পঞ্চমত ঃ উপাধি গ্রহন ও ব্যবহারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

নিজে তৈরী করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। কোন কোন বিষয়ে ওম প্রকাশ বাল্মীকির অভিজ্ঞতার সঙ্গে আনসারি দম্পতির সাদৃশ্য রয়েছে?

উঃ- ....

২। রোজা পার্কস সম্পর্কে যা জান লেখো।

উঃ-

৩। বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের যে কোন তিনটি সুবিধার কথা উল্লেখ করো।

উঃ-..

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। 'সকল ব্যক্তি আইনের চোখে সমান'— উক্তিটির দ্বারা তুমি কী বোঝ?

উঃ-..

২। ভারত সরকার কবে প্রতিবন্ধি আইন প্রণয়ন করে? এই আইনে কী বলা হয়েছে?

উঃ-..

৩। ভারতে কী প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উঃ-..

৪। মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প সম্পর্কে যা জান লেখো।

উঃ-..

Teacher's Note

❍ 'নিজে তৈরি করো' অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১-এর উত্তর তৈরির জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৭ ও ৮ নং পৃষ্ঠা ভালো করে পড়ো এবং ওমপ্রকাশ ও আনসারি দম্পতি উভয়ই কীভাবে বৈষম্য ও অমর্যাদার শিকার হয়েছিল তা সংক্ষেপে তুলে ধর। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ১২ নং পৃষ্ঠা এবং ৩নং প্রশ্নোত্তরের জন্য ১০ পৃষ্ঠা দেখো এবং যথাযথ উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১-এর উত্তরে বিষয়টির অর্থ ও গুরুত্ব উল্লেখ করো। প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের ৯নং পৃষ্ঠা দেখো ও শিক্ষকের সাহায্য নাও। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ১৪নং পৃষ্ঠা দেখো। ৩নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, শারীরিকভাবে অক্ষম, অর্থনৈতিক কারণে এবং মহিলা হবার কারণে আজও প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি তা যুক্তি সহকারে তুলে ধর। প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের ১১নং পৃষ্ঠা দেখো। ৪ নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ১০নং পৃষ্ঠা থেকে মুখ্য বিষয়গুলো তুলে ধর।

ইউনিট - ২ ঃ রাজ্য সরকার

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ স্বাস্থ্য পরিসেবায় সরকারের ভূমিকা

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ স্বাস্থ্য পরিসেবায় সরকারের ভূমিকা।। স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা।। ভারতে স্বাস্থ্য পরিসেবা।। সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা।। স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং সাম্যের ধারণা।। কী করা সম্ভব?।। কেরলের অভিজ্ঞতা ও কোস্টারিকার দৃষ্টিভঙ্গি।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ গণতন্ত্রে সরকারকে জনকল্যাণে কাজ করতে হয়। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আবাসন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা যাতে সরকারিভাবে পূরণ করা হয়। দেশের সংবিধান অনুসারে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল সাধারণ মানুষের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া।

*সাধারণভাবে রোগ এবং আঘাতজনিত সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার ক্ষমতাকে সুস্বাস্থ্য বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে স্বাস্থ্য বলতে একমাত্র রোগ-ব্যাধি বোঝায় না, রোগ-ব্যাধি ছাড়াও অন্যান্য বহু উপাদান রয়েছে যা আমাদের সুস্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। যেমন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, বা দূষণমুক্ত পরিবেশ আমাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলে।

*ভারতে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার জন্য প্রচুর সংখ্যক চিকিৎসক, ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রক্ত-মল-মুত্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার, অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা, ব্লাড ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্য পরিসেবা পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং পেশাগত দক্ষতা রয়েছে। আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক পরিচালিত যে চিকিৎসা পরিসেবা ব্যবস্থা রয়েছে তাতে শত-সহস্র গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া, চিকিৎসা বিজ্ঞানে চমৎকার অগ্রগতি ঘটেছে, যার ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তি-বিদ্যা এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইতিবাচক উন্নতি, যোগ্য এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসক, আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং সরকারি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা সাধারণের উপযোগী স্বাস্থ্য পরিসেবা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। (বিষদ জানতে পাঠ্যবইয়ের ১৯নং পৃষ্ঠার সারণি দেখো এবং ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'হাকিম শেখের একটি অভিজ্ঞতা' গল্পটি পড়ো)।

*স্বাস্থ্য পরিসেবাকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়,- ১) সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং (২) বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা। সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোকে নিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা কাঠামো গঠিত। সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার অন্যতম কাজ বা বৈশিষ্ট্য হল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া। সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিশেষ কিছু রোগ, যেমন টিবি, ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, কলেরা, আন্ত্রিক প্রভৃতি রোগের প্রসার রোধ করা। অন্যদিকে, আমাদের দেশে বেসরকারি পরিচালনায় অনেক আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা চালু রয়েছে যা সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত নয়। তবে, বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রচুর খরচ সাপেক্ষ হওয়ায় সাধারণ মানুষ তার সুযোগ নিতে পারে না।

* বর্তমানে ভারতে সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার তুলনায় বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, এই চিকিৎসা পরিসেবা ব্যায়বহুল বলে অনেক মানুষ তার সুযোগ নিতে পারে না। তাছাড়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপত্রে অপ্রয়োজনীয় ঔষধ, ইনজেকশন অথবা স্যালাইন ব্যবহারের নির্দেশ দেন। এক প্রকার নিরুপায় হয়ে সাধারণ মানুষকে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা নিতে হয়। বস্তুত, দেশের জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ তাদের চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারে। আর ৪০ শতাংশ মানুষকে বাধ্য হয়ে চিকিৎসা খরচ মেটাতে ঋণ গ্রহণ কিংবা তাদের সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় করতে হয়। গরিব মানুষরা প্রথমত অপুষ্টিতে ভোগেন। তাছাড়া, জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাবার, পানীয় জল, বাসস্থান, সুপরিবেশ তারা পান না। ফলে তারা খুব ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার কোথাও মহিলাদের স্বাস্থ্য-সমস্যাকে পরিবারের পুরুষদের চেয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও সবসময় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। সুতরাং গরিবদের কাছে অসুস্থতা ভীষণ দুশ্চিন্তা এবং দুঃখের কারণ।

* স্বাস্থ্য বিষয়টি অনেকটা মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং জনগনের সামাজিক অবস্থার উপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি স্বাস্থ্য পরিসেবার উপরও নির্ভর করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য ভালো নয়। দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে গরিব এবং মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ দেওয়া সরকারের মূল দায়িত্ব। দেশের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বলা আছে- জনগণের 'জীবন যাত্রার মান', 'গণস্বাস্থ্য পরিসেবা' এবং 'পুষ্টির মান উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব সরকারের । তাই জনগণকে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে, পাশাপাশি আরও বেশি সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

*উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৯৬ সালে কেরালা সরকার রাজ্য বাজেটের ৪০ শতাংশ অর্থ পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেন। ফলে গ্রামগুলোর পক্ষে পানীয় জল, খাদ্য, স্বাস্থ্য, মহিলা উন্নয়ন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি ছোট দেশ হল কোস্টারিকা। দেশটি স্বাস্থ্য পরিসেবায় অভাবনীয় উন্নতি করেছে। কারণ কোস্টারিকার সংবিধান সে দেশে সেনাবাহিনী না রেখে সরকার সেনাবাহিনীর জন্য খরচ হওয়া অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য বরাদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কোস্টারিকার সরকার বিশ্বাস করে যে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নাগরিকের সুস্বাস্থ্য প্রয়োজন। সে দেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এবং শিক্ষার সকল স্তরে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য পায়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন—

ক) নোংরা পরিবেশ (খ) বিশুদ্ধ পানীয় জল ও দূষণমুক্ত পরিবেশ

গ) অপর্যাপ্ত খাবার (ঘ) পানীয় জলের অভাব

২। ১৯৫০ সালে ভারতে হাসপাতাল ছিল—

ক) ১৫৭০টি খ) ২০৫০টি

গ) ২৭১৯টি ঘ) ১১,১৭৪ টি

৩। বিশ্বের মধ্যে ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান—

ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়

গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৪। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি ছোট দেশ হল—

ক) ভারত খ) পাকিস্তান

গ) কোস্টারিকা ঘ) রাশিয়া

৫। ১৯৯৬ সালে রাজ্য বাজেটের ৪০ শতাংশ অর্থ পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেয় —

ক) ত্রিপুরা সরকার খ) কেরালা সরকার

গ) বিহার সরকার ঘ) দিল্লী সরকার

উত্তরমালা ঃ ১। খ) বিশুদ্ধ পানীয় জল ও দূষণমুক্ত পরিবেশ ২। গ) ২৭১৯টি

৩। ঘ) চতুর্থ ৪। গ) কোস্টারিকা

৫। খ) কেরালা সরকার

শূণ্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। গণতন্ত্রে সরকারকে .... কাজ করতে হয়।

২। ভারতে যক্ষারোগে প্রতিবছর মারা যায় প্রায়.............. মানুষ

৩। গরিবদের কাছে.................. ভীষণ দুশ্চিন্তা এবং দুঃখের কারণ।

৪। কোস্টারিকার সরকার বিশ্বাস করে যে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নাগরিকের .... প্রয়োজন।

৫। বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে রোগীকে প্রচুর .... খরচ করতে হয়।

উত্তর মালা ঃ ১। জনকল্যাণে ২। ৫ লক্ষ

৩। অসুস্থতা ৪। সুস্বাস্থ্য

৫। অর্থ

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। ২০০০ সালে ভারতে হাসপাতাল ছিল ১৮,২১৮ টি।

২। ভারতে সংক্রমণ ব্যাধির ২১ শতাংশ জলবাহিত।

৩। মহিলাদের স্বাস্থ্য-সমস্যাকে পরিবারের পুরুষদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য ভালো।

৫। কোস্টারিকায় শিক্ষার সকল স্তরে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য পায়।

৬। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সবসময় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। সত্য
৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা
৫। সত্য ৬। মিথ্যা

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

'ক'স্তম্ভ	'খ'-স্তম্ভ
১। ঔষধের বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ	ক) সরকারি নথিভূক্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত লোক
২। PHC	খ) ভারত
৩। RMP	গ) কোস্টারিকা
৪।সেনাবাহিনী না রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়	ঘ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

উত্তরমালা ঃ

১। — খ ২। — ঘ
৩। — ক ৪। — গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

১। বিশ্বের মধ্যে কোথায় সবচেয়ে বেশি মেডিকেল কলেজ রয়েছে?

উত্তর ঃ- বিশ্বের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি মেডিকেল কলেজ রয়েছে।

২। সরকারী স্বাস্থ্য পরিসেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর ঃ সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া।

৩। PBKMS-এর পুরো নাম কী?

উত্তর ঃ- PBKMS-এর পুরো নাম হল পাশ্চিমবঙ্গ খেত মজদুর সমিতি।

৪। আমাদের দেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ মানুষ তাদের চিকিৎসার খরচ বহন করতে সমর্থ।

উত্তর ঃ আমাদের জনসংখ্যার দেশের মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ তাদের চিকিৎসার খরচ বহন করতে সমর্থ।

৫। গ্রামীণ এলাকায় গর্ভবতী মহিলাদের কীভাবে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হয়?

উত্তর ঃ গ্রামীণ এলাকায় গর্ভবতী মহিলাদের রাস্তা হেঁটে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হয়।

৬। কত সালে কেরালা সরকার রাজ্য বাজেটের ৪০ শতাংশ অর্থ পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেন?

উত্তর ঃ ১৯৯৬ সালে কেরালা সরকার রাজ্য বাজেটের ৪০ শতাংশ অর্থ পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেন।

৬) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। গণতন্ত্রে সরকারের নিকট সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কী?

উত্তর ঃ গণতন্ত্রে সরকারের নিকট সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা হল— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আবাসন, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা যাতে সরকারিভাবে পূরণ করা হয়।

২। দেশের সংবিধান অনুসারে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব কী?

উত্তর ঃ দেশের সংবিধান অনুসারে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া।

৩। সুস্বাস্থ্য বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ- সাধারণভাবে রোগ এবং আঘাত জনিত সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার ক্ষমতাকে সুস্বাস্থ্য বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে স্বাস্থ্য বলতে কেবলমাত্র রোগ-ব্যাধি বোঝায় না, রোগ-ব্যাধি ছাড়াও অন্যান্য বহু উপাদান রয়েছে যা আমাদের সুস্বাস্থ্যের সাথে জড়িত। যেমন -বিশুদ্ধ পানীয় জল বা দূষণমুক্ত পরিবেশ, পর্যাপ্ত খাবার প্রভৃতি।

৪। স্বাস্থ্য পরিসেবাকে সাধারণত কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ স্বাস্থ্য পরিসেবাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক) সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং

খ) বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা

৫। সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া হয়, তাকে সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা বলে।

৬। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ সরকার দ্বারা স্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সম্পূর্ণ বেসরকারি পরিচালনায় যে আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা চালু রয়েছে এবং যে স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয়, তাকে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা বলে।

৭। সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার দুটি বৈশিষ্ট্য বা কাজের উল্লেখ করো।

উত্তর ঃ সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—

ক) সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া।

খ) বিশেষ কিছু রোগ, যেমন টিবি, ম্যালেরিয়া, জন্ডিস, কলেরা, আন্ত্রিক প্রভৃতি রোগের প্রসার রোধ করা।

৮। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের মূল দায়িত্ব কী?

উত্তর ঃ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের মূল দায়িত্ব হল দেশের সকল নাগরিক বিশেষ করে গরিব এবং মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ দেওয়া।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে কী কী পার্থক্য লক্ষ করা যায়?

উত্তর ঃ	সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা	বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা
ক) পরিচালনা	সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং হাসপাতালে সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া হয়।	বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত নয়, ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হয়।
খ) পরিসেবা খরচ	সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া হয়।	পরিসেবা খরচ অনেক বেশি অর্থাৎ বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা পেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।
গ) পরিসেবা পাওয়ার মাত্রা	দীর্ঘদিন ধরে পরিসেবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হয় এবং দীর্ঘসময় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফলে রোগীর সুস্থ হতে অনেক সময় লাগে	খুব দ্রুত পরিসেবা পাওয়া যায়। ফলে রোগী তাড়াতাড়ি বা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৫

১। স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে কোস্টারিকার দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ কোস্টারিকা হল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটি ছোট দেশ। দেশটি স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে কোস্টারিকার সংবিধান সে দেশের সেনাবাহিনী না রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। সেনাবাহিনীর জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ খরচ করত, এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকার সে অর্থ এখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য বরাদ্ধ করতে পারে।

কোস্টারিকা সরকার, বিশ্বাস করে যে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নাগরিকের সুস্বাস্থ্য প্রয়োজন। সেজন্য সরকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়। তাই সরকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক যুযোগ সুবিধা এবং মৌলিক পরিসেবা দিয়ে থাকে। যেমন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য-সম্মত শৌচাগার, পুষ্টিযুক্ত খাদ্য এবং বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা কোস্টারিকার সরকার করে থাকে। এছাড়া, সেদেশে শিক্ষার সকল স্তরে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য পায়।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৩

১। সরকারি হাসপাতালে আমন কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?

উঃ- ....

২। বেসরকারি হাসপাতালে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? আলোচনা করো।

উঃ- ....

৩। সরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত — কীভাবে? আলোচনা করো।

উঃ- ....

৪। স্বাস্থ্য পরিসেবা ক্ষেত্রে হাকিম শেখের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উঃ- ....

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। 'সকলের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিসেবা ভারতে উপলব্ধ' — আলোচনা করো।

উঃ- ....

২। সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিসেবার সুযোগ করে দিতে সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? আলোচনা কর।

উঃ- ....

৩। জল সরবরাহ এবং শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারলে বহু রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

উঃ- ....

Teacher's Note

❍ 'নিজে তৈরী করো' অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১-এর উত্তরের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ২২নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আমনের বক্তব্যগুলো পড়ো এবং মূল সমস্যাগুলো খুঁজে বের কর। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠা এবং বিষয়সংক্ষেপ দেখো। ৩নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা দেখে যথাযথ উত্তর লেখার চেষ্টা করো। ৪নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ২০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'হাকিম শেখের একটি অভিজ্ঞতা' নামক গল্পটি পড়ো এবং সংক্ষেপে মূল বিষয়গুলো তুলে ধর।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ১ এর উত্তরের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ১৯নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত সারণি এবং ২০ নং পৃষ্ঠার বক্তব্যগুলো পড়ো এবং যথাযথ উত্তর দাও। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য অধ্যায়টি ভালো করে পড়ো এবং দক্ষ চিকিৎসক, চিকিৎসাকেন্দ্র, পরীক্ষাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার, পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করে উত্তরটি তৈরী করো। ৩নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে উদাহরণ সহযোগে বিষয়গুলোর গুরুত্ব উপস্থাপন করো।

ইউনিট - ২ ঃ রাজ্য সরকার

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রাজ্য সরকার কীভাবে কাজ করে

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ রাজ্য সরকারগুলো কীভাবে কাজ করে।। বিধায়ক (এম.এল.এ) সম্পর্কে কিছু কথা।। বিধানসভায় বিতর্ক।। সরকারের কাজকর্ম।। একটি দেওয়াল পত্রিকা সম্পর্কে।।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ আমরা জানি যে, দেশ পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। আর সরকার তিনটি স্তরে কাজ করে থাকে— স্থানীয় স্তর, রাজ্যস্তর এবং জাতীয় স্তরে।

* ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে বিধানসভা আছে। প্রতিটি রাজ্যকে আবার অনেকগুলো নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হয়। যেমন, ত্রিপুরা রাজ্যে মোট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা হল ৬০টি। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার ভোটারগণ একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তিনি বিধানসভার সদস্য হন। বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের বিধায়ক (এম.এল.এ) বলা হয়। তারা বিভিন্ন দলের প্রার্থী হতে পারেন। বিধানসভার সদস্যগণ (এম.এল.এ) জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বা জোট সরকার গঠন করেন। সুতরাং বিধায়করা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। কোন একটি নির্দিষ্ট দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে এক্ষেত্রে কয়েকটি দল একত্রিত হয়ে সরকার গঠন করে থাকে। এরূপ সরকারকে ‘কোয়ালিশন সরকার’ বা ‘জোট সরকার’ বলা হয়। যেমন, ত্রিপুরার বর্তমান সরকার।

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল মোট আসনের অর্ধেকের বেশি আসন পায়, সে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা শাসকদল হিসেবে পরিচিত এবং অবশিষ্টরা বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হয়। সংতরাং বিধানসভা হল, এমন একটি মিলনস্থল যেখানে শাসক দল এবং বিরোধী দলের সদস্যরা একত্রিত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং নীতি নির্ধারণ করেন। এখানে উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা হল ৬০।

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। নির্বাচনের পর, রাজ্যপাল বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা শাসকদলের দলনেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি হলেন শাসন বিভাগের প্রধান। তারপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের বা জোটের সদস্যদের (বিধায়কদের) মধ্য থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রীপদের জন্য সুপারিশ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তাই মন্ত্রীদের সাধারণত দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়, একটি বিধায়ক হিসেবে এবং অন্যটি মন্ত্রী হিসেবে। মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের উপর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা মন্ত্রণালয় পরিচালনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। তাদের জন্য আলাদা অফিসও থাকে। তাই, সাধারণভাবে সরকার বলতে সরকারি দপ্তরসমূহ এবং দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বোঝায়। সবার উপরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তারপর অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রীগণ।

♦ বিধায়কগণ সরকারি ক্ষমতার মূল আধার, তাদের হাতে রয়েছে মূল কর্তৃত্ব। সরকারের কাজকর্মের সাথে বিধায়করাও সমবেতভাবে দায়বদ্ধ। রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য বিধানসভায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বিধায়কগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং পরামর্শ দিতে পারেন। শাসকদল এবং বিরোধীদলের বিধায়কদের আলোচনার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সরকার পরিচালনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আবার মন্ত্রীসভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ফলপ্রসু করার জন্য বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বিধানসভার সকল সদস্যদের নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়। তাঁরা আইনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তাঁদের কাজকর্ম তদারকি করে থাকেন। (পাঠ্যপুস্তকের ৩৩ নং পৃষ্ঠার বিধানসভার বিতর্কটি পড়ো)

♦ বিধানসভায় সরকারের কাজকর্ম এবং দাবিপূরণ নিয়ে সদস্যদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করা ছাড়াও আমরা সংবাদপত্র, টিভি সম্প্রচার, প্রেস কনফারেন্স এবং নানা সংগঠনসমূহে সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে নিয়মতভাবে আলোচনা দেখতে পাই। গণতন্ত্রে নাগরিকগণ তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে এবং দাবি আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করে থাকে। (পাঠ্যপুস্তকের ৩৫ ও ৩৬নং পৃষ্ঠা দেখো)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিনিধিদের বিধানসভার সদস্য (এম.এল.এ) হিসাবে নির্বাচন করেন। তাই বলা যায়, গণতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল জনগণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা সরকার গঠন করেন এবং কয়েকজন সদস্য মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। মন্ত্রীরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বিধানসভার নির্দিষ্ট কোনও বিষয় বা ইস্যুর ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর যেমন - পূর্ত দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর এবং এরকম অন্যান্য দপ্তর এসব আইন কার্যকর করে। যেমন স্বাস্থ্যের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার কিংবা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার বিষয়ে সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করে তা কার্যকর করতে পারে।

♦দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা এমন একটি আকর্ষণীয় কাজ, যার মাধ্যমে কোনও বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে দেওয়াল পত্রিকা তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গল্প তৈরি, কবিতা রচনা, তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো সম্ভব। রাজ্য সরকারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচী অথবা প্রকল্পগুলো নিয়েও একটি দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা যেতে পারে। (পাঠ্যপুস্তকের ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠার নমুনাটি দেখো।)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। সরকার কাজ করে থাকে—

ক) ১টি স্তরে খ) ২টি স্তরে

গ) ৩টি স্তরে ঘ) ৪টি স্তরে

২। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে বিধানসভা আছে—

ক) ১টি খ) ২টি

গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৩। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হলেন—

ক) রাষ্ট্রপতি খ) রাজ্যপাল

গ) মুখ্যমন্ত্রী ঘ) প্রধানমন্ত্রী

৪। অভয়াপুরী হল একটি—

ক) প্রত্যন্ত অঞ্চল খ) শহর

গ) বন ঘ) জলাশয়

উত্তরমালা ঃ ১। গ) ৩টি স্তরে ২। ক) ১টি ৩। খ) রাজ্যপাল ৪। ক) প্রত্যন্ত অঞ্চল

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। দেশ পরিচালিত হয়.................... মাধ্যমে।

২। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা হল................ টি।

৩। .... সরকারি ক্ষমতার মূল আধার।

৪। রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন................. কর্তৃক।

৫। ....শাসনব্যবস্থায় জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের বিধানসভার সদস্য (এম.এল.এ) হিসেবে নির্বাচন করেন।

উত্তরমালা ঃ ১। সরকারের ২। ৬০ ৩। বিধায়কগণ ৪। জনগণ ৫। গণতান্ত্রিক

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। বিধায়করা জনগনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

২। সরকারি কাজকর্মের সাথে বিধায়করা দায়বদ্ধ নন।

৩। মন্ত্রীসভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ফলপ্রসু করার জন্য বিধানসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

৪। গণতন্ত্রে নাগরিকগণ নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারেন না।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। মিথ্যা

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

'ক'-স্তম্ভ	'খ'-স্তম্ভ
১। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান	ক) মুখ্যমন্ত্রী
২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী	খ) রাজ্যপাল
৩। জেলার প্রশাসনিক প্রধান	গ) বিধানসভা
৪। রাজ্য আইনসভা	ঘ) জেলা শাসক

উত্তরমালা ঃ ১। — খ)   ২। — ক)   ৩। — ঘ)   ৪। গ

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১

১। বিধানসভার সদস্যদের কী বলা হয়?

উঃ- বিধানসভার সদস্যদের বলা হয় বিধায়ক বা এম.এল.এ।

২। MLA-এর পুরো নাম কী?

উঃ- MLA -এর পুরো নাম হল (Member of Legislative Assembly)।

৩। ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?

উঃ- ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা হল ৬০।

৪। রাজ্যপালকে কে নিয়োগ করেন?

উঃ- রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।

৫। রাজ্যের শাসন বিভাগের প্রধান কে?

উঃ- রাজ্যের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন রাজ্যপাল।

৬। মুখ্যমন্ত্রীকে কে নিয়োগ করেন?

উঃ- মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল।

৭। গণতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কে?

উঃ- গণতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল জনগণ।

৮। কাদের নিয়ে রাজ্য আইনসভা গঠিত হয়?

উঃ-বিধানসভার সদস্য বা বিধায়কদের নিয়ে রাজ্য আইনসভা গঠিত হয়।

৯। গণতন্ত্রে কারা সরকার নির্বাচন করে?

উঃ- গণতন্ত্রে জনগণ সরকার নির্বাচন করে।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। সরকার কয়টি স্তরে কাজ করে থাকে ও কী কী?

উঃ- সরকার তিনটি স্তরে কাজ করে থাকে— ক) স্থানীয় স্তর, (খ) রাজ্য স্তর, (গ) জাতীয় স্তর।

২। রাজ্যে কারা সরকার গঠন করেন?

উঃ- রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বা জোট রাজ্যে সরকার গঠন করেন।

৩। শাসক দল কাকে বলে?

উঃ- রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল মোট আসনের অর্ধেকের বেশি আসন পায়, সে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা শাসক দল হিসাবে পরিচিত হয়।

৪। বিরোধী দল কাদের বলে?

উঃ- রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না অর্থাৎ মোট আসনের অর্ধেকের কম আসন পায়, সে দল বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫। সরকার বলতে কী বোঝ?

উঃ- সাধারণভাবে সরকার বলতে সরকারি দপ্তরসমূহ এবং দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বোঝায়। এক্ষেত্রে, সবার উপরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তারপর অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রীগণ।

৬। বিধানসভা বলতে কী বোঝ?

উঃ- বিধানসভা হল এমন একটি মিলনস্থল যেখানে শাসক দল এবং বিরোধী দলের সদস্যরা একত্রিত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং নীতি নির্ধারণ করেন।

৭। রাজ্য সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের নাম উল্লেখ করো।

উঃ- রাজ্য সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের নাম হল— স্বাস্থ্য দপ্তর ও শিক্ষা দপ্তর।

৮। গণতন্ত্রে জনগণ তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য কী করতে পারে?

উঃ- গণতন্ত্রে জনগণ তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য সভা সমিতি সংগঠিত করতে এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে প্রতিবাদ জানাতে পারে।

ছ) বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। কিছু সংখ্যক বিধায়ক কীভাবে মন্ত্রী হন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ- বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের বিধায়ক (এম.এল.এ) বলা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দলনেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলের বা জোটের সদস্যদের (বিধায়কদের) মধ্য থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রীপদের জন্য সুপারিশ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাজ্যপাল মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তাই মন্ত্রীদের সাধারণত দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়, একটি বিধায়ক হিসাবে এবং অন্যটি মন্ত্রী হিসেবে। মন্ত্রীরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

জ) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। বিধানসভায় বিধায়কদের কাজ এবং সরকারি দপ্তরগুলোর কাজকর্মের মধ্যে কী ধরণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

উত্তর ঃ বিধায়কদের কাজ ঃ বিধানসভায় বিধায়কদের (এম.এল.এ) কাজ হল নির্বাচিত এলাকার জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগসুবিধা প্রদান করা, এলাকার উন্নতি সাধন করা, রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারকে মতামত ও পরামর্শ দেওয়া। এছাড়া, সরকারকে বিধানসভায় আইন প্রণয়নে সাহায্য করা। সুতরাং বলা যায়, বিধায়কগণ সরকারি ক্ষমতার মূল আধার, তাদের হাতে রয়েছে মূল কর্তৃত্ব।

সরকারি দপ্তরগুলোর কাজকর্ম ঃ অন্যদিকে সরকারি দপ্তরগুলোর কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন সরকারি কর্মচারীরা। তাঁদের কাজ হল সরকার তথা মন্ত্রী পরিষদ যে সিদ্ধান্তগুলি নেয় সেগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়া। সরকার এই আমলা বা কর্মচারীদের মাধ্যমেই তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বা কর্মসূচীগুলি জনগণের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেয়। তাই সরকারী কর্মচারীদের সাধারণত সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয়। আর বিধায়করা দায়বদ্ধ থাকেন জনগণের নিকট। সরকারি সিদ্ধান্ত বা আইনকে কার্যকর করার জন্য পূর্ত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, কৃষি এবং এরকম অন্যান্য দপ্তরে বহু কর্মচারী রয়েছে।

নিজে তৈরি করো

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। কোয়ালিশন সরকার বা জোট সরকার বলতে কী বোঝ?

উঃ-...

২। সাংবাদিক সম্মেলন করার উদ্দেশ্য কী? সরকার যে কাজ করে সে সম্পর্কে তথ্য পেতে সাংবাদিক সম্মেলন কীভাবে সাহায্য করে?

উঃ-...

৩। অভয়াপুরীর সমস্যা কী ছিল? এই সমস্যা দূর করতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?

উঃ-...

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। পটলপুরমে কী ঘটেছে? এই সমস্যা কেন গুরুতর? এই পরিস্থিতিতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

উঃ-...

২। রাজ্য বিধানসভা সম্পর্কে যা জান লেখো।

উঃ-...

৩। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সংক্ষেপে আলোচনা করো ।

উঃ-...

Teacher's Note

- 'নিজে তৈরী করো' অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১-এর উত্তরের জন্য বিষয়সংক্ষেপের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখো। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠা দেখো এবং উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় তুলে ধর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নাও। ৩নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৩৬নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রেস বিবৃতিটি দেখে প্রকৃত সমস্যা ও তা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপগুলো খুঁজে বের করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৩০নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত ছবির বক্তব্যগুলো পড়ো এবং মূল সমস্যাগুলো ও তার পরিণাম এবং সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করো। ২নং ও ৩নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ৩১ ও ৩২ নং পৃষ্ঠা দেখো এবং প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বাড়ির বয়স্কদের সাহায্য নাও। তবে, ২নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে গঠন ও কাজ এবং ৩নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে নিয়োগ, ক্ষমতা ও কাজ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

ইউনিট-৩ ঃ লিঙ্গ বৈষম্য

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বালক ও বালিকা হিসাবে বেড়ে ওঠা সম্পর্কে

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ বালক এবং বালিকা হিসাবে বেড়ে ওঠা।। ১৯২০-র দশকে সামোয়নদ্বীপের চিত্র।। ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশে বালক- বালিকাদের জীবনচিত্র।। বাড়ির কাজের মূল্যায়ণ।। গৃহ পরিচারিকাদের জীবন।। মহিলাদের শ্রম এবং সমতা।।

বিষয়সংক্ষেপ ঃ সাধারণত নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে আমরা 'লিঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করি। লিঙ্গ বলতে আমরা পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য, তার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ এবং গতানুগতিক সাংস্কৃতিক বোধ জড়িয়ে থাকাকে বুঝি। প্রত্যেক বালক এবং বালিকার মধ্যে একজন ব্যক্তির পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে পুরুষ এবং মহিলা যাতে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে তার প্রস্তুতি হিসেবে খুব অল্প বয়স থেকেই বালক এবং বালিকাদের মধ্যে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সমাজ পুরুষ এবং মহিলাদের বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। কর্মক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

♦ প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপগুলোর মধ্যে একটি হল 'সামোয়ান' দ্বীপপুঞ্জ'। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সেখানকার শিশুরা বিদ্যালয়ে যেত না। সে সময়ে তারা মূলত বয়স্কদের কাছ থেকে বাড়ির কাজকর্ম কিংবা শিশুদের যত্ন নেওয়ার কৌশল শিখে নিত। যুবকরা শিখত মৎস্য শিকার করার বিভিন্ন কৌশল। বাচ্চারা যখন হাঁটতে শুরু করত, মা বা বয়স্করা তখন থেকেই তাদের দেখাশোনা বন্ধ করে দিত। এদের দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত পাঁচ-সাত বছরের বালক এবং বালিকাদের উপর। নয়-দশ বছর বয়স হলেই বালকরা বড়দের সঙ্গে বাড়ির বাইরের কাজ যেমন - মাছ ধরা, নারিকেল গাছ রোপন করা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করত। আর বালিকাদের তেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের দেখাশোনা এবং বয়স্কদের নির্দেশমতো ছোটো ছোটো কাজ করতে হতো, চৌদ্দ বা এরকম বয়সে বালিকারা মাছ ধরা অভিযানে যেত, বাগিচাতে কাজ করত, ঝুড়ি তৈরির কাজ শিখত এবং ছেলেদের রান্নার কাজে সাহায্য করত। সেখানে ছেলেরাই রান্নার অধিকাংশ কাজ করত।

♦ ১৯৬০-এর দশকে মধ্যপ্রদেশের এক ছোটো শহরে দেখা গেছে যে, সেখানে ছেলে এবং মেয়েরা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই পৃথক বিদ্যালয়ে যেত। বিদ্যালয়ের মাঝখানে বড়ো উঠোনে মেয়েরা কেবলমাত্র খেলতে পারত। আর ছেলেদের খেলার মাঠ ছিল যথেষ্ট বড়ো। মেয়েদের নিকট রাস্তা হল বাড়ি যাবার সরাসরি পথ। ছেলেদের জ্বালাতন বা আক্রান্ত হবার ভয়ে তারা (বালিকারা) সবসময় দল বেঁধে বাড়ি যেত। অন্যদিকে, ছেলেরা অলসভাবে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করা, খেলা করা, সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন খেলা দেখাতে রাস্তাগুলো ব্যবহার করত।

সুতরাং ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় তা মূলত সমাজসৃষ্ট। ছোটো বয়সে আলাদা আলাদা খেলনার মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, ভবিষ্যতে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের জীবনধারা ভিন্নরকম হবে। অধিকাংশ সমাজে পুরুষ এবং মহিলারা সম-মর্যাদার অধিকারী নন। মহিলাদের কাজের তুলনায় পুরুষদের কাজের মূল্য বেশি ধরা হয়।

পৃথিবীর সর্বত্রই এটা লক্ষ করা গেছে যে, গৃহকর্ম, সেবাযত্ন কিংবা পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ সদস্যদের সেবাযত্ন ইত্যাদি করার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে মহিলাদের উপর। তাছাড়া গ্রামীন এলাকায় মহিলা এবং অল্প-বয়সী মেয়েদের কাপড় কাঁচা, ঝাঁট দেওয়া, নীচে থেকে উপরে নানা জিনিসপত্র তুলে রাখা এবং ভারী ওজনের জ্বালানি কাঠ বন থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আর এই কাজগুলো অনেক সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। বস্তুতঃ বাড়ির কাজ এবং বাড়ির বাইরের কাজের মধ্যে মহিলারা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেন, পুরুষদের তুলনায় তা অনেক বেশী। অথচ, আমরা এগুলিকে কাজ হিসেবে স্বীকার করি না। ফলে এসব কাজের জন্য কোনও অর্থ দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। গতানুগতিকভাবে আমরা এটা ধরে নিই যে, মহিলারা বাধ্যতামূলকভাবেই এসব কাজ করবেন। উদাহরণ হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত হারমিতের পরিবারের কথা বলা যায়।

♦ শহর এবং মহানগরীর বাসিন্দাদের বাড়িতে কর্মরত গৃহ পরিচারিকাদের অনেক কাজ করতে হয়, যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া এবং পরিস্কার করা, বাসনপত্র ধোয়া, কাপড় কাঁচা, রান্না করা, শিশু কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি। আর অধিকাংশ পরিচারিকা হলেন মহিলা। সাধারণত তাদের সকাল ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। প্রচন্ড পরিশ্রম করার পরও নিয়োগকর্তা তাদের প্রায়ই উপযুক্ত মর্যাদা বা সম্মান দেন না। বাড়ির কাজের বাজার মূল্য কম বলে তাদের রোজগারও যৎসামান্য। অন্যদিকে, এসব গৃহস্থালির কাজের জন্য যথেষ্ট শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন হয়। অথচ, শারীরিক সক্ষমতা কথাটি আমরা সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি।

♦বস্তুত নারী এবং পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত রীতিনীতির একটি অংশমাত্র। তাই এই বৈষম্য দূর করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরে এবং সরকারি স্তরে বিশেষ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ভারতের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল সমতার অধিকার। সেখানে স্পস্ট উল্লেখ রয়েছে যে, নারী বা পুরুষ হবার কারণে কারও প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে উভয়ের মধ্যে এই বৈষম্য এখনও বিরাজ করছে। তাই সরকারকে এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং এই সমস্যা প্রতিকার করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। সামোয়ান হল একটি—

ক) গ্রাম খ) শহর

গ) দ্বীপপুঞ্জ ঘ) নদী

২। অধিকাংশ পরিচারিকা হলেন—

ক) পুরুষ খ) মহিলা

গ) শিশু ঘ) বৃদ্ধ

৩। সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের বালক-বালিকারা স্বাধীনতা ভোগ করত—

ক) ৫ বৎসর বয়স পর খ) ১০ বৎসর বয়স পর

গ ১৩ বৎসর বয়স পর ঘ) ১৫ বৎসর বয়স পর

৪। মেলানি ছিলেন একজন—

ক) শিক্ষক খ) গৃহ পরিচারিকা

গ) ব্যবসায়ী ঘ) স্কুলছাত্রী

উত্তর মালা ঃ ১। গ) দ্বীপপুঞ্জ ২। খ) মহিলা ৩। গ) ১৩ বৎসর বয়স পর ৪। খ) গৃহ পরিচারিকা

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে..................... সৃষ্টি করা হয়।

২। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে আমরা যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখি তা মূলতঃ...............।

৩। গৃহকর্ম, পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন করার জন্য পরিবারের মহিলাদের কোনও............ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

উত্তরমালা ঃ ১। বৈষম্য ২। সমাজসৃষ্ট ৩। অর্থ

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। বিভিন্ন সমাজ পুরুষ এবং মহিলাদের বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

২। সামোয়ান সমাজে মেয়েরাই রান্নার অধিকাংশ কাজ করত।

৩। অধিকাংশ সমাজে পুরুষ এবং মহিলারা সম-মর্যাদার অধিকারী হয়।

৪। অধিকাংশ সমাজে পুরুষদের কাজের তুলনায় মহিলাদের কাজের মূল্যায়ন কম করে দেখা হয়।

৫। বাড়ির কাজের বাজারমূল্য অনেক বেশী।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য ৫। মিথ্যা

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

'ক'স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। ভারতের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি	ক) ক্রেইশ
২। ছোটবেলায় ছেলেদের খেলার জন্য দেওয়া হয়	খ) পুতুল
৩। ছোটবেলায় মেয়েদের খেলার জন্য দেওয়া হয়	গ) খেলনা গাড়ি
৪। শিশু রক্ষনাগার ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান	ঘ) সমতার অধিকার

উত্তরমালা ঃ ১। — (ঘ) ২। — (গ) ৩। — (খ) ৪। — (ক)

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

১। সাধারণত কী বোঝাতে আমরা লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করি ?

উঃ- সাধারণত আমরা নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করি।

২। সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জটি কোথায় অবস্থিত ?

উঃ- প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জটি অবস্থিত।

৩। সামোয়ান দ্বীপবাসীদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী ছিল ?

উঃ- সামোয়ান দ্বীপবাসীদের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল মৎস্য শিকার করা।

৪। ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশে ছেলে ও মেয়েরা কোন শ্রেণি থেকে পৃথক স্কুলে যেত ?

উঃ- ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশে ছেলে ও মেয়েরা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পৃথক স্কুলে যেত।

৫। ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশে ছাত্রীরা একমাত্র কোথায় খেলতে পারত ?

উঃ- ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশে ছাত্রীরা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের মাঝখানে বড়ো উঠোনটিতে খেলতে পারত।

৬। সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব কার কাছে থাকত ?

উঃ- সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব থাকত পাঁচ-সাত বৎসর বয়সি শিশুদের উপর।

৭। কারা সাধারণত বাড়িতে গৃহ পরিচারিকা নিয়োগ করেন ?

উত্তর ঃ শহর এবং মহানগরীর বাসিন্দারা সাধারণত বাড়িতে গৃহ পরিচারিকা নিয়োগ করেন।

৮। মহিলাদের স্বার্থে সরকার দেশের বিভিন্ন গ্রামে কী স্থাপন করেছে ?

উঃ- মহিলাদের স্বার্থে সরকার দেশের বিভিন্ন গ্রামে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র ও শিশু রক্ষণাগার স্থাপন করেছে।

৯। 'সক্ষমতা' শব্দটি আমরা সাধারণত কাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি ?

উঃ- 'সক্ষমতা' শব্দটি আমরা সাধারণত পুরষদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। লিঙ্গ বলতে আমরা কী বুঝি?

উঃ- লিঙ্গ বলতে আমরা পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য, তার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ এবং গতানুগতিক সাংস্কৃতিক বোধ জড়িয়ে থাকার কথা বুঝি।

২। সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের বালিকাদের কাজ কী ছিল?

উঃ- সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের বালিকারা শিশুদের দেখাশোনা করত, মাছ ধরা অভিযানে যেত, বাগিচাতে কাজ করত, ঝুড়ি তৈরীর কাজ শিখত এবং ছেলেদের রান্নার কাজে সাহায্য করত।

৩। ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশের ছেলেরা কীভাবে রাস্তাগুলো ব্যবহার করত?

উঃ- ১৯৬০-র দশকে মধ্যপ্রদেশের ছেলেরা অলসভাবে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করা, খেলা করা, সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন খেলা দেখানোর মতো করে রাস্তাগুলো ব্যবহার করত।

৪। পৃথক খেলনার মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের কী বোঝানো হয়?

উঃ- পৃথক খেলনার মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, তারা ভবিষ্যতে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ এবং মহিলা হবে, তাদের জীবনধারা ভিন্নরকম হবে।

৫। আমাদের সমাজে মহিলাদের উপর সাধারণত কোন কোন কাজ ন্যস্ত থাকে?

উঃ- আমাদের সমাজে মহিলাদের উপর গৃহকর্ম, সেবাযত্ন এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ সদস্যদের সেবাযত্ন ইত্যাদি করার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

৬। গৃহ পরিচারিকাদের কী ধরনের কাজ করতে হয়?

উঃ- গৃহ পরিচারিকারা বহু কাজ করেন যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া এবং পরিষ্কার করা, বাসনপত্র ধোয়া ও কাপড় কাঁচা, রান্না করা, বাচ্চা অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেবাযত্ন করা ইত্যাদি।

ছ) বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৩

১। গ্রামীন এলাকায় মহিলাদের কী কী কাজ করতে হয়?

উঃ- গ্রামীন এলাকায় মহিলা এবং কম বয়সী মেয়েদের অনেক দূর থেকে জল বয়ে আনতে হয়, ভারী ওজনের জ্বালানি কাঠ বন থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া, কাপড় কাঁচা, ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, নীচ থেকে ওপরে জিনিসপত্র তুলে রাখাসহ গৃহস্থালির অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করতে হয়।

জ) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। লিঙ্গ বৈষম্যকে কেন সমাজসৃষ্ট বলা হয়? আলোচনা করো।

উঃ- লিঙ্গ বৈষম্য (ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য) মূলতঃ সমাজসৃষ্ট । আমাদের সমাজে ছোটো বয়সেই ছেলে মেয়েদের খেলার জন্য আলাদা আলাদা খেলনা দেওয়া হয়। ছেলেদের সাধারণত খেলার জন্য খেলনা গাড়ি দেওয়া হয় এবং মেয়েদের জন্য পুতুল। খেলার জন্য উভয় খেলনা খুবই মজার হওয়া সত্ত্বেও ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা খেলনা দেওয়া হয় কেন? আসলে খেলনার মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, তারা ভবিষ্যতে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলা হবে এবং তাদের জীবনধারা ভিন্ন-রকম হবে। অর্থাৎ, ছোট বয়স থেকেই ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন খেলা, ভিন্ন চলাফেরা বা আচার আচরণের মাধ্যমে

শিশুদের শেখানো হয় যে, ভবিষ্যতে পুরুষ এবং মহিলা হিসেবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হবে। ফলে তাদের কাজের মূল্যায়নও ভিন্ন ভিন্ন হয়। বস্তুতঃ নারী এবং পুরুষের মধ্যে বৈষম্য হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত রীতিনীতির একটি অংশমাত্র।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণ প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত মহিলাদের জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

উত্তর ঃ- ....।

২। গৃহ পরিচারিকা হিসেবে মেলানির অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উত্তর ঃ- ....।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। সংক্ষেপে গৃহ পরিচারিকাদের জীবন আলোচনা করো।

উত্তর ঃ- ....।

Teacher's Note

- ‘নিজে তৈরী করো’ অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১-এর উত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৫০ পৃষ্ঠা দেখো। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠার বর্ণিত মেলানির বক্তব্যগুলো পড়ো এবং মুখ্য বিষয়গুলো তুলে ধর। ৩নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠা দেখো এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজে পছন্দমত শব্দ ব্যবহার করে উত্তরটি তৈরি করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ‘গৃহ পরিচারিকাদের জীবন’ অণুচ্ছেদটি পড়ো এবং তাদের কী ধরনের কাজ করতে হয়, কী ধরনের অত্যাচার ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়, তা যথাযথভাবে উল্লেখ করো।

ইউনিট - ৩ লিঙ্গ বৈষম্য

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মহিলারা এই পৃথিবী পাল্টে দিতে পারেন

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ মহিলারা এই পৃথিবীকে পাল্টে দিতে পারেন।। সীমিত সুযোগ সুবিধা এবং নির্দিষ্ট প্রত্যাশা।। পরিবর্তনের জন্য শিখন।। বিদ্যালয় এবং বর্তমান শিক্ষা।। নারী আন্দোলন ।। প্রচারাভিযান।। সতেচনতা বৃদ্ধি।। প্রতিবাদী আন্দোলন।। সংহতি জ্ঞাপন।।

বিষয় সংক্ষেপে ঃ সমাজে সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও এখনও মহিলারা বৈষম্যের শিকার। মহিলারা বাড়িতে যে কাজ করেন তা আজও কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। এন এস এস (৬১ তম গণনা ২০০৪) অনুসারে ভারতের কর্মরত মহিলাদের ৮৩.৬ শতাংশ কৃষি কাজে অর্থাৎ চারা রোপন, নিড়ানি দেওয়া, ফসল তোলা এবং মাড়াই দেওয়ার কাজে নিযুক্ত। অথচ, আমরা যখন কৃষক সম্পর্কে ভাবি তখন শুধুমাত্র পুরুষ-কৃষকদের কথা মনে পড়ে। তাই মহিলারা ক্ষমতার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন। শিক্ষা প্রসারের ফলে বর্তমানে মহিলাদের নিকট নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মহিলারা আজ গৃহস্থালির কাজকর্ম এবং পরিবারের সদস্যদের সেবাযত্ন করা ছাড়াও বাড়ির বাইরের কাজের প্রতি নজর দিচ্ছেন। বর্তমানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

* অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন, মহিলারা নির্দিষ্ট কিছু পেশায় বেশ দক্ষ। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, মহিলারা ভালো সেবিকা হতে পারেন। কারণ তারা অধিক ধৈর্যশীল এবং অমায়িক। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য যে প্রকৌশলী মানসিকতা প্রয়োজন, তা মেয়েদের মধ্যে কম থাকে। এই ধরনের গতানুগতিক বিশ্বাসের ফলে ছেলেরা পরিবারের সমর্থন পেয়ে ডাক্তারি অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়ার যতটা সুযোগ পায়, মেয়েরা ততটা সুযোগ পায় না। অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকরা মনে করেন, মেয়েদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল বিবাহ। তাই তারা মেয়েদের বিদ্যালয় পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে

ওঠেন। যদিও বর্তমানে গতানুগতিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে ঝাড়খন্ড রাজ্যের এক গরিব উপজাতি পরিবারের ২৭ বছর বয়সি লক্ষী লাকরার কথা বলা যায়, যিনি অনেক লড়াই চালিয়ে অনেক বাঁধা অতিক্রম করে রেলইঞ্জিন চালক হয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, মহিলারা চেষ্টা করলে সবকিছু পাল্টে দিতে পারে। (পাঠ্যপুস্তকের ৫৬নং পৃষ্ঠা দেখো)।

♦ অতীতে অধিকাংশ পরিবারের পুত্র সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু কন্যা-সন্তানদের ক্ষেত্রে অক্ষর শেখারও সুযোগ দেওয়া হতো না। এমন কি যে সব পরিবারের মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প এবং হস্তশিল্পের মতো দক্ষতা ভিত্তিক কাজকর্মে মেয়েদের এবং মহিলাদের অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের নেহাত সাহায্যকারী হিসাবে দেখা হতো।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা এবং শিখন বিষয়ে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটে। বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ সকলের নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অনেক মহিলা এবং পুরুষ মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। বস্তুত, শিক্ষালাভের জন্য মহিলাদের যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়। রাসসুন্দরী দেবী এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর উজ্জ্বল উদাহরণ (পাঠ্যপুস্তকের ৫৯ এবং ৬০ পৃষ্ঠা দেখো)।

♦ বর্তমানে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই বিপুল সংখ্যায় স্কুলে যায়। তথাপি ছেলে এবং মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে বালক ও পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৬ শতাংশ এবং বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার হয়েছে ৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ পুরুষদের শিক্ষার শতকরা হার মহিলাদের চেয়ে বেশি।

উল্লেখ্য, তপশিলি জাতি (SC), তপশিলি উপজাতি (ST), দলিত আদিবাসী এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বহু ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে বালিকারা মাঝপথে বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। মূলতঃ দারিদ্র, অপ্রতুল শিক্ষার সুযোগ, প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় এবং নিয়মিত শিক্ষকের অভাব, পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার ইত্যাদি নানা কারণে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ছুট হয়।

♦ মহিলা এবং বালিকাদের পড়াশুনার অধিকার এখন সংবিধান স্বীকৃত এবং তাদের সকলের স্কুল কলেজের পড়াশোনার সুযোগ বিস্তৃত হয়েছে। আইনি সুযোগ ও গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে মহিলা এবং মেয়েদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। যদিও এসব পরিবর্তন হঠাৎ করে হয় নি। মহিলারা ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে এসব পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলেছেন। এই লড়াই নারী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। সচেতনতা বৃদ্ধি, বৈষম্য বিরোধী লড়াই, সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যেমন- প্রচারাভিযান, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জনসভা, প্রতিবাদী আন্দোলন, সংহতি জ্ঞাপন ইত্যাদি।

♦ বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধিতা করা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার পক্ষে প্রচারমূলক কর্মসূচী হল নারী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তীব্র প্রচার অভিযানের ফলে সরকার নতুন করে আইন তৈরি করতে বাধ্য হয়। যেমন ২০০৬ সালে গৃহীত 'গার্হস্থ্য মহিলা হিংসা প্রতিরোধ আইন'।

♦ নারী আন্দোলন কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল— প্রচারমূলক পথ-নাটিকা, সংগীত পরিবেশন এবং জনসভা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীর অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা।

♦ নারীর বিরুদ্ধে হিংসা বা নির্যাতনের ঘটনা কিংবা যখন কোনও আইন বা নীতি নারী স্বার্থ বিরোধী হয়, তখন নারীবাদীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী জনসমাবেশ এবং বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করে।

* নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য পৃথিবীর সকল নারী আন্দোলনের প্রতি মহিলা সংগঠনগুলো নিজেদের সমর্থন ও সংহতি জ্ঞাপন করে থাকেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। আমাদের সমাজে অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবকরা মনে করেন, মেয়েদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল—

ক) ডাক্তারি খ) ইঞ্জিনিয়ারিং

গ) বিবাহ ঘ) সেবিকা হওয়া

২। উত্তর রেলওয়ের প্রথম মহিলা রেলইঞ্জিন চালক—

ক) লক্ষী লাকরা খ) রমাবাঈ

গ) রাসসুন্দরী দেবী ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৩। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে বালিকা এবং মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে—

ক) ৪৫ শতাংশ খ) ৫৪ শতাংশ

গ) ৭৬ শতাংশ ঘ) ৭৮ শতাংশ

উত্তরমালা ঃ ১ গ) বিবাহ ২। ক) লক্ষী লাকরা ৩। খ) ৫৪ শতাংশ

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। বর্তমানে...................... প্রসারের ফলে মহিলাদের নিকট নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২। মহিলা এবং বালিকাদের পড়াশোনার অধিকার এখন................. স্বীকৃত।

৩। নারীর মর্যাদা ও .... রক্ষার জন্য পৃথিবীর সকল নারী আন্দোলনের প্রতি মহিলা সংগঠনগুলো নিজেদের সমর্থন ও সংহতি জ্ঞাপন করে থাকেন।

উত্তর মালা ঃ ১। শিক্ষা ২। সংবিধান ৩। অধিকার

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। অনেক মানুষের বিশ্বাস, অধিক ধৈর্যশীল এবং অমায়িক বলে মহিলারা ভালো সেবিকা হতে পারেন।

২। অতীতে অধিকাংশ পরিবারের কন্যা সন্তানদের লেখাপড়ার অধিক সুযোগ দেওয়া হতো।

৩। শিক্ষালাভের জন্য মহিলাদের কোনও সংগ্রাম করতে হয় না।

৪। ২০০১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে, মুসলিম মেয়েরা দলিত এবং আদিবাসী মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয়ছুট হচ্ছে।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

‘ক’স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
১। দলিত শ্রেণী	ক) প্রতিবাদী আন্দোলন
২। আদিবাসী	খ) তপশিলি জাতি (SC)
৩। বিক্ষোভ সমাবেশ	গ) তপশিলি উপজাতি (ST)

উত্তরমালা ঃ ১। — (খ) ২। — (গ) ৩। — (ক)

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

১। ভারতের কর্মরত মহিলাদের কত শতাংশ কৃষি কাজে নিযুক্ত?

উত্তর ঃ- ভারতের ভারতের কর্মরত মহিলাদের ৮৩.৬ শতাংশ কৃষি কাজে নিযুক্ত।

২। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গল্পটির লেখক কে?

উত্তর ঃ ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গল্পটির লেখক হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

৩। সত্যরানি কে?

উত্তর ঃ সত্যরানি হলেন একজন নারী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

৪। কোন আইনটি মহিলাদের বাড়িঘরে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা দান করে?

উত্তর ঃ- ২০০৬ সালে গৃহীত ‘গার্হস্থ্য মহিলা হিংসা প্রতিরোধ আইন’ মহিলাদের বাড়িঘরে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের হাত থেকে সুরক্ষা দান করে।

৫। কবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়?

উত্তর ঃ প্রতিবছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -২

১। কৃষিকাজে মহিলাদের কোন ধরনের কাজ করতে হয়?

উত্তর ঃ কৃষিকাজে মহিলাদের চারা রোপন, নিড়ানি দেওয়া, ফসল তোলা এবং ফসল মাড়াই-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়।

২। মেয়েদের এবং মহিলাদের অবদান রয়েছে এমন কয়েকটি দক্ষতা ভিত্তিক কাজের নাম লেখো।

উত্তর ঃ মেয়েদের এবং মহিলাদের অবদান রয়েছে এমন কয়েকটি দক্ষতা ভিত্তিক কাজ হল— মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি।

৩। নারী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ কী?

উত্তর ঃ নারী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বৈষম্যমূলক আচরনের বিরোধিতা করা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার পক্ষে প্রচারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৪। নারী আন্দোলন কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ লেখো।

উত্তর ঃ নারী আন্দোলন কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নারীর অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। এক্ষেত্রে প্রচারমূলক পথ-নাটিকা, সংগীত পরিবেশন, জনসভা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৫। কখন নারীবাদীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন?

উত্তর ঃ নারীর বিরুদ্ধে হিংসা বা নির্যাতনের ঘটনা অথবা যখন কোনও আইন বা নীতি নারী স্বার্থ বিরোধী হয়, তখন নারীবাদীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

ছ) বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। নারী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ মহিলা এবং বালিকাদের পড়াশোনার অধিকার এখন সংবিধান স্বীকৃত এবং তাদের সকলের স্কুল কলেজের পড়াশোনার সুযোগ বিস্তৃত হয়েছে। আইনি সুযোগ ও গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে মহিলা এবং মেয়েদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। যদিও এসব পরিবর্তন হঠাৎ করে হয় নি। মহিলারা ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে এসব পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে চলেছেন। এই লড়াই 'নারী আন্দোলন' হিসেবে পরিচিত।

জ) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। গরীব ঘরের মেয়েদের বিদ্যালয়ছুট হওয়ার প্রধান কারণগুলি কী কী?

উত্তর ঃ নিম্নলিখিত নানা কারণে গরীব ঘরের মেয়েরা বিদ্যালয়ছুট হয়—

অ) দেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে গরীব এলাকায় প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় নেই বা নিয়মিত শিক্ষক নেই।

আ) শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থা নেই।

ই) অনেক পরিবার খুবই গরীব এবং সকল বাচ্চাদের শিক্ষার খরচ বহন করতে অসমর্থ।

ঈ) মেয়েরা অনেক সময় তাদের শিক্ষক এবং সহপাঠীদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়।

উ) পড়াশোনার ব্যাপারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। নারীবাদী আন্দোলন-কারীদের আন্দোলনের কয়েকটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ- ....।

২। রাসসুন্দরী দেবী এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে কেন লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল?

উত্তর ঃ- ....

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। মহিলাদের সক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ভাবনা কীভাবে তাদের সমতার অধিকারকে প্রভাবিত করে?

উত্তর ঃ- ....

২। লক্ষ্মী লাকরা সম্পর্কে যা জানো লেখো।

উত্তর ঃ- ....

Teachers Note

❍ নিজে তৈরী করো অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন ১-এর উত্তর তৈরির ক্ষেত্রে পাঠ্যবই কিংবা বিষয় সংক্ষেপ থেকে প্রচারাভিযান, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবাদী আন্দোলন, সংহতি জ্ঞাপন ইত্যাদি কর্মসূচীর থেকে কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৫৯ ও ৬০ পৃষ্ঠা পড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তর তৈরির জন্য পাঠ্যবইয়ের ৪৯, ৫৩ ও ৫৬ পৃষ্ঠা পড়ো এবং মহিলাদের সক্ষমতা, অক্ষমতা এবং সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগুলোর প্রভাব সংক্ষেপে তুলে ধর। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'গতানুগতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন' গল্পটি পড়ো এবং সংক্ষেপে জীবনীটি তুলে ধর।

ইউনিট - ৪ ঃ গণমাধ্যম এবং বিজ্ঞাপন প্রচার

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ গণমাধ্যম সম্পর্কে ধারণা

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ গণমাধ্যম সম্পর্কে ধারণা।। যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রযুক্তিবিদ্যা।। যোগাযোগ মাধ্যম এবং অর্থ।। গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্র।। গণমাধ্যমে বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়া।।

বিষয়সংক্ষেপ ঃ মাধ্যম হল সমাজে যোগাযোগের একটি উপায়। 'গণমাধ্যম' শব্দটি হল মাধ্যম শব্দের বহুবচন। যোগাযোগের সকল পদ্ধতিকে গণমাধ্যম বলা হয়। স্থানীয় খেলার মাঠ থেকে শুরু করে, টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি সবকিছুই গণমাধ্যমের অঙ্গ। এগুলির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র অতি সহজে এবং অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। তাই এগুলিকে গণমাধ্যম বলা হয়। আবার সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকাগুলোকে আমরা মুদ্রণ মাধ্যম এবং টিভি, রেডিওকে বৈদ্যুতিন মাধ্যম বলে বুঝি।

♦ যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়া বর্তমান জীবন কল্পনা করা খুবই কঠিন। সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট পৌঁছে যাওয়ার কারণ হল বিশেষ প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহার। গণমাধ্যম যে সকল প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করে থাকে সেগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন চলতে থাকবে। প্রযুক্তির স্বার্থে যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ সবই গণমাধ্যমগুলোকে আরও বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে। নতুন প্রযুক্তির ফলে শব্দ এবং ছবির গুণমান উন্নত হয়েছে। কেবল টিভি এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার সাম্প্রতিককালের প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন সংযোজন। ফলে জীবন সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, টিভি ছাড়া জীবন ভাবতে এখন আমাদের কষ্ট হয়। টিভির কল্যানে এই বিশ্বজগৎ আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে।

গণমাধ্যমগুলো যে বিভিন্ন রকমের প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে তা খুবই ব্যয়বহুল। যেমন,- বৈদ্যুতিক আলো, ক্যামেরা, শব্দ-ধারক যন্ত্র, সম্প্রচারক উপগ্রহ ইত্যাদির ব্যবহারে প্রচুর অর্থ লগ্নি করতে হয়। গণমাধ্যম কর্তৃক ব্যবহৃত প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য গণমাধ্যমগুলোকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করতে হয়। অধিকাংশ বৈদ্যুতিন চ্যানেল এবং সংবাদপত্র এখন বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে কাজ করে। গণমাধ্যমের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হল বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী যেমন— গাড়ি, চকোলেট, বস্ত্র, মোবাইল ফোন, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বিষয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

গণতন্ত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি সরকারের সিদ্ধান্ত এবং আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। যেমন বিভিন্ন সমস্যা বা ইস্যু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি প্রেরণ, গণবিক্ষোভ সংগঠিত করা, স্বাক্ষর অভিযান শুরু করা, সরকারের নিকট তার কর্মসূচীর পুনর্বিবেচনার দাবি পেশ করা ইত্যাদি। তবে, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমকে লক্ষ রাখা দরকার যাতে পরিবেশিত তথ্য যুক্তিনিষ্ঠ বা বস্তুনিষ্ঠ হয়। বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন বলতে বোঝায় এমন একটি প্রতিবেদন যা আলোচনার কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সবদিকের সকল তথ্য পাঠকের কাছে এমনভাবে তুলে ধরবে, যাতে পাঠকরা তা পাঠ করে নিজেদের মতামত স্থির করতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন মূলত সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে।

গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হয়। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বলতে অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ ছাড়া সংবাদ লেখা এবং পরিবেশন করাকে বোঝায়। কিন্তু, প্রধানত দুটি কারনে তা সম্ভব হয়না। — ক) সংবাদ মাধ্যমের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং (খ) বিজ্ঞাপন লাভের চেষ্টায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা। যখন সরকার কোনও একটি সংবাদ অথবা সিনেমার কোনও একটি দৃশ্য, কোনও সংগীতের আবেগধর্মী অংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে তাকে 'সেন্সরশিপ' বলে। চলচিত্র প্রদর্শনের পূর্বে সরকারি সেন্সর (প্রদর্শনের পূর্বে সরকারি আধিকারিকদের অনুমোদন) প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনে অনুমোদন বা সেন্সরের প্রয়োজন হয় না। তথাপি অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমগুলো বস্তুনিষ্ঠসংবাদ পরিবেশনে ব্যর্থ। কারন, সংবাদমাধ্যমের নিয়মিত অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সাথে যুক্ত বিজ্ঞাপন লাভের চেষ্টার ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

♦ কোন বিষয় বা ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হবে , কিংবা কোন সংবাদটি পরিবেশনযোগ্য তা স্থির করে সংবাদমাধ্যম। গণমাধ্যম কোনও বিশেষ ঘটনা গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি এবং কর্ম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। আমাদের চলার পথে এবং চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সংবাদমাধ্যম গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সাধারণ মানুষ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে প্রচার করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে আমরা সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে জানতে পারি। যদিও আমাদের জীবন স্পর্শ করে এমন বহু ঘটনা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করতে সংবাদ মাধ্যম ব্যর্থ হয়েছে এমন বহু দৃষ্টান্তও রয়েছে। তথাপি, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের জীবনে সংবাদমাধ্যম তথা গণমাধ্যমগুলো যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা অস্বীকার করা যায় না।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। গণমাধ্যম নয়—

ক) রেডিও খ) টিভি

গ) সংবাদপত্র ঘ) কাগজ

২। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মূলত ঃ নির্ভর করে—

ক) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর খ) সরকারের উপর

গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর ঘ) বিজ্ঞাপনের উপর

৩। গণমাধ্যমের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে পরিচিত—

ক) স্বাধীনতা খ) সেন্সরশীপ

গ) জরুরি অবস্থা ঘ) নিরপেক্ষতা

৪। সাধারণ মানুষ এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত ছোট ছোট ঘটনা প্রচার করে—

ক) বড়ো বড়ো সংবাদমাধ্যম খ) সরকার

গ) রাষ্ট্র ঘ) স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম

উত্তরমালা ঃ ১। ঘ) কাগজ ২। ক) সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর ৩। খ) সেন্সরশীপ ৪। ঘ) স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। .... শব্দটি মাধ্যম শব্দের বহুবচন।

২। যোগাযোগের সকল পদ্ধতিকে .... বলা হয়।

৩। গণমাধ্যমগুলো যে বিভিন্ন ধরনের .... ব্যবহার করে তা খুবই ব্যয়বহুল।

উত্তরমালা ঃ ১। গণমাধ্যম ২। গণমাধ্যম ৩। প্রযুক্তিবিদ্যা

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্র গণমাধ্যমের অঙ্গ।

২। যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়া বর্তমান জীবন কল্পনা করা খুবই সহজ।

৩। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সংবাদ মাধ্যমে ব্যবহৃত শব্দ ও ছবির গুণমান উন্নত হয়েছে।

৪। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম কোনও ভূমিকা পালন করে না।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। মিথ্যা

ঘ) স্তম্ভ মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। মুদ্রন মাধ্যম	ক) টিভি ও রেডিও
২। বৈদ্যুতিন মাধ্যম	খ) কেবল টিভি এবং ইন্টানেটের ব্যবহার
৩। সাম্প্রতিকালে প্রযুক্তিবিদ্যার সংযোজন	গ) সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা

উত্তরমালা ঃ ১। — (গ) ২। (ক) ৩। (খ)

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

১। কয়েকটি গণমাধ্যমের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ কয়েকটি গণমাধ্যমের উদাহরণ হল— টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতি।

২। কিসের জন্য গণমাধ্যমগুলোকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করতে হয় ?

উত্তর ঃ অর্থ উপার্জনের জন্য গণমাধ্যমগুলোকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করতে হয়।

৩। গণমাধ্যমের আয়ের অন্যতম উৎস কী ?

উত্তরঃ গণমাধ্যমের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হল বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী যেমন - গাড়ি, চকোলেট, বস্ত্র, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

৪। কীসের জন্য সংবাদমাধ্যমকে প্রচুর অর্থলগ্নি করতে হয় ?

উত্তর ঃ- বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা যেমন - বৈদ্যুতিক আলো, ক্যামেরা, শব্দ-ধারক যন্ত্র, সম্প্রচারক উপগ্রহ ইত্যাদির ব্যবহারে সংবাদমাধ্যমকে প্রচুর অর্থলগ্নি করতে হয়।

৫। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন মূলত কীসের উপর নির্ভর করে ?

উত্তর ঃ- বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনা মূলত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে।

৬) সেন্সর কী ?

উত্তর ঃ সেন্সর হল চলচিত্র প্রদর্শনের পূর্বে সরকারি আধিকারিকদের অনুমোদন।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ যোগাযোগের সকল পদ্ধতিকে গণমাধ্যম বলা হয়। যেমন, টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট প্রভৃতি গণমাধ্যমের অঙ্গ, যেগুলির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র অতি সহজে এবং অল্প সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।

২। বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন বলতে বোঝায় এমন একটি প্রতিবেদন যা আলোচনায় কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সব দিকের সকল তথ্য পাঠকের কাছে এমনভাবে তুলে ধরবে, যাতে পাঠকরা সে প্রতিবেদন পাঠ করে নিজেদের মতামত স্থির করতে পারে।

৩। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বলতে বোঝায় যে সংবাদ লেখা এবং পরিবেশনায় অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ করবে না। সংবাদ মাধ্যম কোন সংবাদ প্রচার করবে এবং কোন সংবাদ প্রচার করবে না সে বিষয় সংবাদ প্রতিবেদকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

৪। সেন্সরশিপ কাকে বলে?

উত্তর ঃ যখন সরকার কোনও একটি সংবাদ অথবা সিনেমার কোনও একটি দৃশ্য, কোনও সংগীতের, অবেগধর্মী অংশ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, তাকে 'সেন্সরশিপ' বলে।

৫। অধিকাংশ সংবাদমাদ্যমগুলো স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে ব্যর্থ কেন?

উত্তর ঃ প্রধানত দুটি কারণে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমগুলো আজকাল স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে ব্যর্থ।

; ক) সংবাদমাধ্যমের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং

খ) বিজ্ঞাপন লাভের চেষ্টায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা। সংবাদমাধ্যমের নিয়মিত অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সাথে যুক্ত বিজ্ঞাপন লাভের চেষ্টার ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ যে সংবাদমাধ্যম স্থানীয় গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সাধারণ মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত ছোট ছোট ঘটনা প্রচার ও পরিবেশন করে থাকে, সেগুলিকে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলা হয়। যেমন— স্থানীয় ভাষার খবর 'লহরিয়া'।

৭। লহরিয়া কী?

উত্তর ঃ উত্তরপ্রদেশের চিত্রকূট জেলার আটজন দলিত মহিলা দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় ভাষায় খবর 'লহরিয়া' একটি পাক্ষিক পত্রিকা।

ছ) বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। গণমাধ্যমে প্রযুক্তির ভূমিকা কী?

উত্তর ঃ টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট পৌঁছে যাওয়ার কারণ হল বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার । গণমাধ্যমগুলো যে সকল প্রযুক্তিবিদ্যার (বৈদ্যুতিক আলোর ক্যামেরা, শব্দ ধারক যন্ত্র, সম্প্রচারক উপগ্রহ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে সেগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তির স্বার্থে যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির আধুনিকীরণ গণমাধ্যমগুলোকে আরও বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছে। কেবল টিভি এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্প্রতিকালে প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন সংযোজন। নতুন প্রযুক্তির ফলে শব্দ এবং ছবির গুণমান উন্নত হয়েছে। ফলে জীবন সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটছে।

জ) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। গণমাধ্যম কীভাবে গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

উত্তর ঃ গণতন্ত্রে গণমাধ্যমগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ক) গণমাধ্যমগুলো দেশ বিদেশের ঘটনা পরিবেশনে এবং তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ) গণমাধ্যমগুলো দেশ বিদেশে চলমান ঘটনার উপর বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও মতামত দানের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে নাগরিকগণ অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারে।

গ) গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জনগণ তাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া নানা বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

ঘ) গণমাধ্যমগুলো জনগণকে মতামত গঠনে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা (প্রতিবাদ মিছিল ও গণ বিক্ষোভ সংগঠিত করা, স্বাক্ষর অভিযান শুরু করা প্রভৃতি) গ্রহণে সহায়তা করে থাকে।

নিজে তৈরী করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো ।

উত্তর ঃ ....

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -৫

১। আমাদের জীবনে টিভির গুরুত্ব আলোচনা করো।

উত্তর ঃ ....

২। পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত দুটি সংবাদপত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর ঃ ....

Teachers Note

❍ উপরের বিবরণধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তরের জন্য বিষয়সংক্ষেপের শেষ অণুচ্ছেদটি লক্ষ্য করো এবং যথাযথ উত্তর লেখার চেষ্টা করো । প্রয়োজনে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব অভিজ্ঞতা যুক্ত করতে পারো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠায় বাক্সের ভেতরের লেখাটি পড়ো ও যথাযথ উত্তর লেখো। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দুটি ভালো করে পড়ো এবং মুখ্য বিষয়গুলো একটি টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধর।

ইউনিট ঃ ৫ ঃ বাজার

সপ্তম অধ্যায় ঃ আমাদের চারপাশের বাজার

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ আমাদের চারপাশের বাজার।। সাপ্তাহিক বাজার।। পাড়ার দোকান।। শপিং কমপ্লেক্স এবং মল।। বাজার শৃঙ্খল।। বাজার এখন সর্বত্র।। বাজার এবং সমতা।।

বিষয়সংক্ষেপ ঃ আমরা বাজার বলতে সাধারণত পণ্য কেনাবেচার একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝি। আমরা বিভিন্ন জিনিস যেমন চাল, ডাল, তেল, মশলা, সবজি, ফল, রুটি, বিস্কুট, কাগজপত্র, কাপড়, সাবান প্রভৃতি কিনতে বাজারে যাই। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ কিনতে বিভিন্ন বাজারে যেতে হয়। এগুলোর মধ্যে হল— সাপ্তাহিক বাজার, পাড়ার দোকান, নিকটবর্তী হকারের দোকান, অত্যাধুনিক বিপণি বিতান, শপিং মল।

♦ সাপ্তাহিক বাজার হল এমন এক ধরনের বাজার যা সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে বসে। বিক্রেতাদের স্থায়ী দোকানঘর থাকে না। ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র বাজারের দিনে অস্থায়ী দোকানঘর তৈরি করে এবং দিনের শেষে তা বন্ধ করে দেয়। লোকজন তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে সাপ্তাহিক বাজারে যায়।

সাপ্তাহিক বাজারে অনেক কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তার কারণ হল - সাপ্তাহিক বাজারের দোকান-মালিকদের অন্যান্য বাজারের মালিকদের মতো জিনিসপত্র মজুত করার জন্য দালানঘর, বিদ্যুৎ খরচ, সরকারকে নানা কর দেওয়া, দোকানে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন দিতে হয় না। তারা তাদের জিনিস পত্র বাড়িতে মজুত করেন।। বাড়ির লোকজন এসব কাজে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া আলাদা লোক নিযুক্তির প্রয়োজন হয় না। সাপ্তাহিক বাজারের অন্যতম একটি সুবিধা হল অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, শাকসব্জি থেকে শুরু করে মুদিখানার জিনিস, কাপড়, বাসনপত্র সবকিছু একই স্থানে পাওয়া যায়।

♦ সাপ্তাহিক বাজার ছাড়া বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী কেনাকাটা করার জন্য এবং বিভিন্ন পরিসেবা পাওয়ার জন্য অন্য ধরনের বাজারও আছে যাকে আমরা ‘পাড়ার দোকান’ বলে থাকি। পাড়ার দোকানগুলো থেকে আমরা দুধ, মুদিখানার জিনিস, খেলার সামগ্রী, খাদ্যবস্তু, এমনকি ফার্মেসি থেকে ঔষধও কিনতে পারি। পাড়ার দোকানগুলো আমাদের বাড়ির নিকটে অবস্থিত হওয়ায়

সপ্তাহের যেকোনও দিন সেখানে জিনিসপত্র কিনতে যেতে পারি। তাছাড়া, ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পরকে ভালো করে জানেন, ফলে বাকিতেও দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়।

♦ শহর এলাকায় অন্য এক ধরনের বাজার আছে যেখানে একসাথে বহু দোকান থাকে- যার জনপ্রিয় নাম হচ্ছে শপিং কমপ্লেক্স। আজকাল বড়ো বড়ো শহরে বহুতল বিশিষ্ট বাতানুকূল দালানবাড়ির প্রতি তলায় বিভিন্ন ধরনের দোকান থাকে, এগুলো 'মল' হিসেবে পরিচিত। শহরের এইসব বাজারে ব্র্যান্ড এবং ব্র্যান্ডবিহীন উভয় ধরনের পণ্য সামগ্রী পাওয়া যায়।

♦ আমরা যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করি তা সাধারণত বড়িতে, কৃষি খামারে এবং কারখানায় তৈরি হয়। তাই পণ্য অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি প্রকৃত ভোক্তার নিকট বিক্রয় করা যায় না। পণ্য উৎপাদক এবং প্রকৃত ভোক্তার মাঝখানে যারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে যুক্ত তারা ব্যবসায়ী নামে পরিচিত। পাইকারি বাজারে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয় শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে । ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রের ফলে দ্রব্য-সামগ্রী দূর-দূরান্তে পৌঁছে যায়। যে ব্যবসায়ীটি অবশেষে ভোক্তার কাছে পণ্যসমূহ বিক্রয় করেন তিনি হলেন 'খুচরো বিক্রেতা'। আর সাপ্তাহিক বাজারে তিনি হলেন একজন ব্যবসায়ী, নিকটবর্তী এলাকায় একজন হকার অথবা শপিং কমপ্লেক্সের একজন দোকানদার। এভাবেই শৃঙ্খলাবদ্ধ বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

♦ আজকাল আবার জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে যেতে হয় না। আমরা টেলিফোন মারফত এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করতে পারি এবং তা অতি সহজে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে যায়। সুতরাং বর্তমানে বাজারে পণ্য নিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা অপরিহার্য নয়।

♦ বস্তুত বিভিন্ন প্রকার বাজারগুলোর মধ্যে সমতা রক্ষা করা কঠিন। সাপ্তাহিক বাজারের দোকান মালিক এবং শপিং কমপ্লেক্সের দোকান মালিকদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ছোটো ব্যবসায়ী অল্প পুঁজি দিয়ে দোকান চালান। অন্যদিকে বড়ো ব্যবসায়ীগণ প্রচুর অর্থলগ্নি করেন। শপিং কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ী যা মুনাফা করেন তার তুলনায় সাম্পাহিক বাজারের ব্যবসায়ী অল্প আয় করেন। একইভাবে ক্রেতাদের আর্থিক সঙ্গতিও এক রকম নয়। একদিকে বেশিরভাগ মানুষ যখন কম দামেও জিনিস কিনতে পারেন না, অন্যদিকে কিছু লোক তখন দামি জিনিস কিনতে শপিং কমপ্লেক্সে ভিড় করেন। আসলে আমরা কে কোন বাজারের ক্রেতা বা বিক্রেতা হতে পারবো তা নির্ভর করে আমাদের আর্থিক ক্ষমতার উপর।

(আরও বিষদ জানতে পাঠ্যপুস্তকের ৯৬, ৯৭ এবং ৯৯ পৃষ্ঠার উদাহরণগুলো পড়ো)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক। সঠিক উত্তর নির্বাচন ঃ

১। আফতাব একজন অন্যতম —

ক) খুচরা বিক্রেতা　　খ) হকার

গ) পাইকারি ব্যবসায়ী　　ঘ) শপিং কমপ্লেক্সের একজন দোকানদার

২। রাস্তার পাশে হকাররা বিক্রয় করেন—

ক) শাকসব্জি　　খ) ফল

গ) প্লাস্টিকের জিনিস　　ঘ) এই সবকিছুই

৩। আমরা কে কোন বাজারের ক্রেতা বা বিক্রেতা হতে পারবো, তা নির্ভরকরে —

ক) আমাদের শারীরিক দক্ষতার উপর　　খ) আর্থিক ক্ষমতার উপর

গ) ব্যবসায়ীদের উপর ঘ) উৎপাদকের উপর

উত্তরমালা ঃ ১। গ) পাইকারি ব্যবসায়ী ২। (ঘ) এই সবকিছুই ৩। আর্থিক ক্ষমতার উপর

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। সাপ্তাহিক বাজারের দোকান মালিক তাদের জিনিসপত্র...................... মজুত রাখেন।

২। শহর এলাকায় অন্য একধরনের বাজার রয়েছে যেখানে একসাথে বহু দোকান থাকে - যার জনপ্রিয় নাম হচ্ছে....................।

৩। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ .... পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

৪। পাড়ার দোকান থেকে................ জিনিসপত্র কেনার জন্য সুস্থতা এবং কবিতাকে পাঠানো হয়।

উত্তরমালা ঃ ১। বাড়িতে ২। শপিং কমপ্লেক্স ৩। ব্র্যান্ড ৪। মনোহারী

গ) সত্য / মিথ্যা যাচাই ঃ

১। সাপ্তাহিক বাজার সপ্তাহের প্রতিদিন বসে।

২। সাপ্তাহিক বাজারে কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

৩। পাড়ার দোকানে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পরকে ভালো করে জানেন।

৪। শপিং কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ী যা মুনাফা করেন তার তুলনায় সাপ্তাহিক বাজারের ব্যবসায়ী অনেক বেশী আয় করেন।

উত্তরমালা ঃ ১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। সত্য ৪। মিথ্যা

ঘ) স্তম্ভ মেলাও ঃ

‘ক’ স্তম্ভ	**‘খ’ স্তম্ভ**
১। অল্প পুঁজি দিয়ে দোকান চালান	ক) ক্রেডিট কার্ড
২। প্রচুর অর্থলগ্নি করতে পারেন	খ) ছোটো ব্যবসায়ীগণ
৩। বাড়িতে বসে পণ্য ক্রয় করা হয়	গ) বড়ো ব্যবসায়ীগণ
৪। অন লাইন কেনাকাটা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ঘ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে

উত্তরমালা ঃ- ১। — (খ) ২। — (গ) ৩। — (ঘ) ৪। — (ক)

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -১

১। আমরা বিভিন্ন জিনিস কিনতে কোথায় যাই ?

উত্তর ঃ আমরা বিভিন্ন জিনিস কিনতে বাজারে যাই।

২। কোন্ বাজারে বিক্রেতাদের স্থায়ী দোকানঘর থাকে না ?

উত্তর ঃ সাপ্তাহিক বাজারে বিক্রেতাদের দোকানঘর থাকে না।

৩। পাড়ার দোকান থেকে আমরা কী কী জিনিস কিনতে পারি?

উত্তর ঃ পাড়ার দোকানগুলো থেকে আমরা মুদিখানার জিনিস, দুধ, খেলার সামগ্রী, খাদ্যবস্তু, এমন কি ফার্মেসি থেকে ঔষধও কিনতে পারি।

৪। পণ্যসামগ্রী সাধারণত কোথায় তৈরী হয়?

উত্তর ঃ পণ্যসামগ্রী সাধারণত বাড়িতে, কৃষি খামারে এবং কারখানায় তৈরি হয়।

৫। ব্যবসায়ী কাদের বলে?

উত্তর ঃ পণ্য উৎপাদক এবং প্রকৃত ভোক্তার মাঝখানে যারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত, তারা ব্যবসায়ী বলে পরিচিত।

৬। খুচরো বিক্রেতা কারা?

উত্তর ঃ যে ব্যবসায়ীটি অবশেষে ভোক্তার কাছে পণ্যসমূহ বিক্রয় করেন, তিনি হলেন খুচরো বিক্রেতা।

৭। আমরা বাজার বলতে সাধারণত কী বুঝে থাকি?

উত্তর ঃ আমরা বাজার বলতে সাধারণত পণ্য কেনা বেচার একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝে থাকি।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান -২

১। আমরা বাজারে যাই কেন?

উত্তর ঃ আমরা বিভিন্ন জিনিস যেমন চাল, ডাল, তেল, সবজি, মশলা, রুটি, বিস্কুট, কাগজপত্র, কাপড়, সাবান প্রভৃতি কিনতে বাজারে যাই।

২। বিভিন্ন প্রকার বাজারের নাম লিখ।

উত্তর ঃ আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ কিনতে বিভিন্ন বাজারে যেতে হয়। এগুলোর মধ্যে হল সাপ্তাহিক বাজার, পাড়ার দোকান, নিকটবর্তী হকারদের দোকান, অত্যাধুনিক বিপণি বিতান, শপিং মল প্রভৃতি।

৩। সাপ্তাহিক বাজার বলতে কী বোঝ?

উত্তর ঃ সাপ্তাহিক বাজার হল এমন এক ধরনের বাজার যা সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে বসে এবং বিক্রেতাদের স্থায়ী দোকানঘর থাকে না। ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র বাজারের দিনে অস্থায়ী দোকানঘর তৈরি করে এবং দিনের শেষে তা বন্ধ করে দেয়।

৪। মল কী?

উত্তর ঃ আজকাল বড়ো বড়ো শহরে বহুতল বিশিষ্ট বাতানুকূল দালান বাড়ির প্রতি তলায় বিভিন্ন রকমের দোকান থাকে, এগুলো 'মল' হিসেবে পরিচিত।

৫। পাইকারি ব্যবসায়ী প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তর ঃ পণ্য উৎপাদক থেকে দূর-দূরান্তে অবস্থিত প্রকৃত ভোক্তার নিকট প্রচুর পরিমাণে পণ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে পাইকারী ব্যবসায়ী প্রয়োজন হয়।

ছ) বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। লোকজন সাপ্তাহিক বাজারে কেন যায়? তিনটি কারণ দেখাও।

উত্তর ঃ লোকজন সাপ্তাহিক বাজারে যায়। কারণ—

অ) সাপ্তাহিক বাজারে লোকজন তাদের পছন্দমত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারেন।

আ) সাপ্তাহিক বাজারে কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায় এবং দর কষাকষিরও সুযোগ থাকে।

ই) সাপ্তাহিক বাজারে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন শাকসব্জি থেকে শুরু করে মুদিখানার জিনিস, কাপড়, বাসনপত্র সবকিছু একই স্থানে পাওয়া যায়।

জ) রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। বাজারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া কীভাবে গড়ে ওঠে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ পণ্যসামগ্রী সাধারণত বাড়িতে, কৃষি খামারে এবং কারখানায় তৈরি হয়। কিন্তু আমরা সরাসরি কারখানা বা খামার থেকে পণ্য ক্রয় করি না। পণ্য সামগ্রী ক্রেতাদের কাছে আসার পূর্বে বাজারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হয়।

উৎপাদকের কাছ থেকে শহরের বা মহানগরের বড়ো পাইকারি ব্যবসায়ী প্রথমে প্রচুর পরিমানে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে গুদামে মজুত করেন। তারপর এই সব পণ্যসামগ্রী অন্যান্য ছোটো পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হয়। এরপর ছোটো পাইকারি ব্যবসায়ীরা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট তা বিক্রয় করেন। যে ব্যবসায়ীটি অবশেষে ভোক্তার কাছে পণ্যসমূহ বিক্রয় করেন তিনি হলেন খুচরো বিক্রেতা। সাপ্তাহিক বাজারে তিনি হলেন একজন ব্যবসায়ী, নিকটবর্তী এলাকায় একজন হকার অথবা শপিং কমপ্লেক্সের একজন দোকানদার।

এইভাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রের ফলে দ্রব্যসামগ্রী দূর দূরান্তে পৌঁছে যায় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। সাপ্তাহিক বাজারে জিনিসপত্র সস্তা কেন?

উঃ-...

২। দোকান মালিকের সঙ্গে একজন হকারের পার্থক্য কোথায়?

উঃ-...

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। সাপ্তাহিক বাজার এবং শপিং কমপ্লেক্সের মধ্যে তুলনা এবং পার্থক্যগুলো নীচের সারণীতে দেখাও—

বাজার	কী ধরনের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হয়	দ্রব্যের দাম	বিক্রেতা	ক্রেতা
সাপ্তাহিক বাজার				
শপিং কমপ্লেক্স				

২। উন্মুক্ত হাটে না গিয়েও ক্রয় এবং বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। উদাহরণের সাহায্য নিয়ে এই বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

উঃ-..

Teacher's Note

❍ 'নিজে তৈরি করো' অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তরের জন্য বিষয়সংক্ষেপের তৃতীয় অনুচ্ছেদটি দেখো। ২নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে দোকানের স্থান ও ধরন, জিনিসের ধরন ও দাম, বিক্রয়ের পদ্ধতি ইত্যাদি দিক লক্ষ্য রেখে পার্থক্য নির্ণয় করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন-১ এর টেবিলটি পূরণ করার জন্য পাঠ্যবইয়ের ৯৫ ও ৯৭ পৃষ্ঠা দেখো। ২ নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্য বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠার 'বাজার এখন সর্বত্র' অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ো ও যথাযথ উত্তর খুঁজে বের করো। এক্ষেত্রে নিজস্ব অনুভূতিও ব্যক্ত করতে পারো।

ইউনিট-৫ ঃ বাজার

অষ্টম অধ্যায় ঃ বাজারের একটি শার্ট সম্পর্কে

মুখ্য বিষয়সমূহ ঃ বাজারের একটি শার্ট সম্পর্কে।। কুর্নলের একজন তুলোচাষি সম্পর্কে।। ইরোডের বস্ত্র বাজার।। দিল্লির উপকণ্ঠে স্থাপিত একটি পোশাক কারখানা।। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতীয় শার্ট।। বাজার এবং সমতা।।

বিষয় সংক্ষেপ ঃ তুলো চাষ থেকে শুরু করে শার্ট তৈরি ও বিক্রয় এবং তুলো উৎপাদকের সঙ্গে সুপার মার্কেটের শার্ট ক্রেতার যোগসূত্র স্থাপন সম্পর্কে বাজারের একটি শার্টের গল্প দিয়ে অধ্যায়টি রচিত

♦ অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলের এক ক্ষুদ্র চাষি স্বপ্না তার নিজস্ব জমিতে তুলো চাষ করেন। স্বপ্না এবং তাঁর স্বামী তুলো সংগ্রহ করে তা কুর্নুল বাজারে বিক্রয় করার পরিবর্তে স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট নিয়ে যায়। কারণ, তুলো চাষের শুরুতে স্বপ্না স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে বেশি সুদে এবং ফসল তোলার পর স্বপ্না সব ফসল তার নিকট বিক্রয় করবেন এই শর্তে ২৫০০ টাকা ধার নিয়ে চাষের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ কিনেছিলেন।

তুলোর গুণমান উন্নত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়ী স্বপ্নাকে কুইন্টাল পিছু ১৫০০ টাকা দরে তুলোর মোট দাম বাবদ ৬০০০ টাকার পরিবর্তে পাওনা সুদসহ ঋণ বাবদ ৩০০০ টাকা রেখে অবশিষ্ট ৩০০০ টাকা দিয়েছিলেন। অথচ, স্বপ্না ভালো করেই জানেন যে প্রতি কুইন্টাল তুলো কম করে ১৮০০ টাকায় বিক্রয় হবে। কিন্তু ওই ব্যবসায়ী গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় এবং প্রয়োজনের সময় ঋণ দেওয়ার জন্য স্বপ্না আর কোনও যুক্তি দেখাননি।

♦ তামিলনাড়ু রাজ্যের ইরোডের পাক্ষিক বস্ত্রবাজার বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ বস্ত্র বাজার। বাজারের চারপাশে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের অফিস রয়েছে। ব্যবসায়ীরা সুতো ক্রয় করে চারপাশের গ্রামগুলোর তাঁতিদের সরবরাহ করেন এবং কাপড় তৈরির কাজগুলো বন্টন করেন। তাঁতিরা ব্যবসায়ীদের ফরমাশমতো কাপড় তৈরি করে বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসেন। তারপর তৈরি কাপড় ব্যবসায়ীরা পোশাক নির্মাতাদের ফরমাশমতো সরবরাহ করেন এবং দেশের রপ্তানিকারকদের সরবরাহ করেন। এভাবে বাজার প্রক্রিয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করে। তাঁতীরা ব্যবসায়ীদের স্থায়ী কর্মচারী না হয়েও কাঁচামাল সরবরাহ এবং বিপণন এই উভয়ের জন্য বাবসায়ীদের উপর তাদের অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে ব্যবসায়ীরা তাঁতিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

♦ ইরোড ব্যবসায়ী তাঁতিদের তৈরি সুতিবস্ত্র দিল্লির পোশাক রপ্তানি কারখানায় সরবরাহ করেন। পোশাক রপ্তানি কারখানা এই কাপড় দিয়ে শার্ট তৈরি করে তা বিদেশি ক্রেতার (আমেরিকা ও ইউরোপের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী) জন্য রপ্তানি করে। উচ্চ গুণমানসম্পন্ন এবং নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করার শর্ত চাপিয়ে বিদেশি ব্যবসায়ীরা পোশাক রপ্তানীকারীদে র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিদেশে ক্রেতাদের প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়ে পোশাক রপ্তানি কারখানাগুলো উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে চেষ্টা করে এবং কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি যতটুকু সম্ভব কম দিয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন আদায় করে নেয়। এভাবে রপ্তানিকারী কারখানাগুলো সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করে এবং বিদেশি ক্রেতারা কম দামে ভালো পোশাক পেয়ে থাকে।

♦ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা দিল্লির পোশাক রপ্তানিকারীর নিকট থেকে শার্টগুলো ক্রয় করে তাদের দেশে বড়ো বড়ো দোকানে বিক্রয়ের জন্য সাজিয়ে রাখেন, যেখানে প্রতিটি শার্টের মূল্য ২৬ ডলার বা ১৬০০ টাকা। অথচ, আমেরিকার ব্যবসায়ীদের দিল্লির পোশাক, রপ্তানিকারীর নিকট হতে প্রতিটি শার্ট কেনা বাবদ, সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বাবদ এবং গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতিটি শার্ট পিছু খরচ হয় মাত্র ৬০০ টাকা। ফলে শার্ট পিছু মুনাফা দাঁড়ায় ১০০০ টাকা।

তুলো উৎপাদক থেকে শুরু করে সুপার মার্কেটের ক্রেতাদের যোগসূত্র তৈরি করে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে পণ্য সরবরাহের পারস্পরিক বাজার শৃঙ্খল প্রতি স্তরে ক্রয় এবং বিক্রয় হয়ে থাকে। যদিও, বাস্তবে অল্প কিছু ব্যক্তি অধিক মুনাফা অর্জন করেন, আর যারা প্রচন্ড পরিশ্রম করেন তাঁরা খুব কম উপার্জন করেন।

♦ গণতান্ত্রিক ভারতে সকলের জন্য সমতার নীতি গৃহীত হলেও বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। গণতন্ত্রে প্রত্যাশা করা হয় যে, বাজার ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই ন্যায্য লাভ করবে। কিন্তু, দেখা যায়, তাঁতিরা দীর্ঘসময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করেও বাজারে ন্যায্য দাম পান না। অন্যদিকে, বিদেশি ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে প্রচুর মুনাফা করেন। তাদের তুলনায় পোশাক রপ্তানিকারীরা আবার অল্প লাভ করেন। অনুরূপভাবে, ইরোডের তাঁত ব্যবসায়ীরা পোশাক রপ্তানিকারীদের থেকে কম মুনাফা করেন। অপরদিকে পোশাক রপ্তানি কারখানার শ্রমিকদের মজুরি তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর পক্ষেও যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাজার থেকে সর্বাধিক উপার্জন করেন। আর, বাজার ব্যবস্থায় গরীব মানুষকে নানা কাজের জন্য অর্থাৎ ঋণের জন্য, কাঁচামাল সংগ্রহ কিংবা উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য, কারখানায় কাজ পাওয়ার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট নির্ভর করতে হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর বাছাই ঃ

১। কুর্নল অবস্থিত—

ক) মধ্যপ্রদেশ খ) উত্তরপ্রদেশ
গ) অন্ধ্রপ্রদেশ ঘ) তামিলনাড়ু

২। তুলো চাষের শুরুতে স্বপ্না স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে ঋণ নিয়েছিল—

ক) ১৫০০ টাকা খ) ২৫০০ টাকা
গ) ৩০০০ টাকা ঘ) ৬০০০ টাকা

৩। কাঁচামাল সরবরাহ ও বিপণনের জন্য তাঁতিদের নির্ভর করতে হয়—

ক) চাষীদের উপর   খ) ব্যবসায়ীদের উপর

গ) কারখানার মালিকদের উপর   ঘ) বিদেশি ক্রেতাদের উপর

৪। দিল্লির পোশাক কারখানায় কাজ করেন—

ক) ৬০ জন কর্মী   খ) ৭০ জন কর্মী

গ) ৮০ জন কর্মী   ঘ) ১০০ জন কর্মী

উত্তর মালা ঃ ১। ক) মধ্যপ্রদেশ   ২। খ) ২৫০০ টাকা   ৩। খ) ব্যবসায়ীদের উপর   ৪। খ) ৭০ জন কর্মী

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। স্বপ্না ছিল কুর্নলের এক ক্ষুদ্র......................।

২। ইরোড ব্যবসায়ী তাঁতিদের তৈরি..........................দিল্লির পোশাক রপ্তানি কারখানায় সরবরাহ করেন।

৩। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি শার্টের দাম.......................... ডলার ধার্য করা হয়।

৪। সাধারণত ধনী এবং .... ব্যক্তিরা বাজার থেকে সর্বাধিক উপার্জন করেন।

উত্তরমালা ঃ ১। চাষি   ২। সুতিবস্ত্র   ৩। ২৬   ৪। প্রভাবশালী

গ) সত্য/মিথ্যা যাচাই ঃ

১। স্বপ্না স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট তুলো বিক্রয় করে।

২। ইরোডের সুতোর ব্যবসায়ী তাঁতিদের সুতো দিয়ে থাকে।

৩। পোষাক রপ্তানিকারীরা ইরোড ব্যবসায়ীদের নিকট হতে শার্ট তৈরির জন্য তুলো কেনে।

৪। দিল্লির পোশাক রপ্তানিকারীরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের নিকট তুলো বিক্রয় করে।

৫। ক্রেতারা তাদের শার্ট সুপার মার্কেট থেকে কিনে থাকে।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। সত্য   ৩। মিথ্যা   ৪। মিথ্যা   ৫। সত্য

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
১। তুলো চাষ করে	ক) ইরোডের তাঁতিরা
২। তাঁতবস্ত্র তৈরি করে	খ) দিল্লির পোশাক রপ্তানি কারখানা
৩। সুতি বস্ত্র রপ্তানি করে	গ) কুর্নলের ক্ষুদ্র চাষি স্বপ্না
৪। শার্ট রপ্তানি করে	ঘ) ইরোডের ব্যবসায়ীরা

উত্তরমালা ঃ   ১। — (গ)   ২। — (ক)   ৩। — (ঘ)   ৪। — (খ)

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

১। স্বপ্না এবং তাঁর স্বামী তুলো সংগ্রহ করার পর কোথায় নিয়ে যায়?

উত্তর ঃ স্বপ্না এবং তাঁর স্বামী তুলো সংগ্রহ করার পর তা বিক্রয় করার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট নিয়ে যায়।

২। তুলো চাষে কৃষকদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় কেন?

উত্তর ঃ তুলো চাষে প্রচুর পরিমাণে সার এবং কীটনাশকের মতো উপাদান ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

৩। স্বপ্নার চাষ করা তুলোর গুণমান কেমন ছিল?

উত্তর ঃ স্বপ্নার চাষ করা তুলোর গুণমান ছিল যথেষ্ট উন্নত ও পরিচ্ছন্ন।

৪। গরীব মানুষকে কেন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে হয়?

উত্তর ঃ গরীব মানুষকে নানা কাজের জন্য যেমন- ঋণের জন্য, কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য কিংবা কারখানায় কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে হয়।

৫। দিল্লির পোশাক তৈরী কারখানা তাদের তৈরি শার্টগুলো কোথায় রপ্তানি করে?

উত্তর ঃ দিল্লির পোশাক তৈরি কারখানা তাদের তৈরি শার্টগুলো বিদেশি ক্রেতাদের অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপের বড়ো বড়ো বিপণির ব্যবসায়ীদের নিকট রপ্তানি করে।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান-২

১। স্বপ্নাকে কেন তাঁর তুলো কুর্নলের তুলো বাজারে বিক্রয় করার পরিবর্তে স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করতে হয়েছিল?

উত্তর ঃ স্বপ্নাকে তাঁর তুলো কুর্নলের তুলো বাজারে বিক্রয় করার পরিবর্তে স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করতে হয়েছিল, কারণ— ফসল তোলার পর স্বপ্না সব ফসল ঐ ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করার শর্ত মেনে স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে বেশি সুদে ২৫০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন।

২। তাঁতিরা কীভাবে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল?

উত্তর ঃ ব্যবসায়ীরা সুতো ক্রয় করে তাঁতিদের সরবরাহ করেন এবং তাঁতিদের তৈরি কাপড় আবার ব্যবসায়ীরাই ক্রয় করেন। অর্থাৎ কাঁচামাল সরবরাহ এবং বিপণন এই উভয়ের জন্য তাঁতিরা ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল।

৩। বিদেশি ক্রেতাদের চাপানো শর্তগুলো পোশাক রপ্তানিকারীরা কীভাবে মিটিয়ে থাকে?

উত্তর ঃ বিদেশি ক্রেতাদের চাপানো শর্তগুলো মেটানোর জন্য পোশাক রপ্তানিকারীরা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে চেষ্টা করে এবং শ্রমিকদের যতটুকু সম্ভব কম মজুরি দিয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন আদায় করে নেয়।

৪। বেশি সংখ্যায় মহিলাদের কেন দিল্লির ইমপ্লেক্স পোশাক কারখানায় নিযুক্ত করা হয়?

উত্তর ঃ দিল্লির ইমপ্লেক্স পোশাক কারখানায় বেশি সংখ্যায় মহিলাদের নিযুক্ত করা হয়। কারণ—

ক) মহিলা কর্মীদের অধিকাংশ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। ফলে সহজে ছাঁটাই করা যায়।

খ) মহিলারা সুতো কাটা, বোতাম লাগানো, ইস্তিরি করা কিংবা প্যাকিং করার কাজে দক্ষ এবং কম মজুরিতে নিযুক্ত করা যায়।

৫। বাজার ব্যবস্থায় গরীব মানুষদের শোষণের হাত থেকে উত্তরণের পথ কী?

উত্তর ঃ বাজার ব্যবস্থায় গরীব মানুষদের শোষণের হাত থেকে উত্তরণের পথ হল উৎপাদকদের সমবায় সমিতি গঠন এবং কঠোরভাবে আইন মেনে চলার নিশ্চয়তা।

ছ) বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ব্যবসায়ীর অধিক মুনাফা অর্জনের কারণগুলো কী কী?

উত্তর ঃ ব্যবসায়ীর অধিক মুনাফা অর্জনের কারণগুলো হল—

ক) রপ্তানিকারীদের থেকে সস্তায় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে ব্যবসায়ী তা অধিক উচ্চদামে বিক্রয় করেন।

খ) রপ্তানিকারীদের থেকে সহজেই উচ্চ গুণমানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে তা ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে পারেন। ফলে পণ্য বিক্রয় বেশি হয় এবং লাভের পরিমাণও বেশি হয়।

গ) ক্রেতাদের পছন্দমত পণ্য-সামগ্রী সরবরাহ করে ব্যবসায়ী সহজেই তাদের চাহিদা পুরণ করতে পারেন।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। বিদেশি ক্রেতারা পোশাক রপ্তানিকারীদের কাছে কী ধরনের দাবি জানিয়ে থাকে? রপ্তানিকারীরা কেন এসব দাবিগুলো মানতে রাজি হয়?

উত্তর ঃ বিদেশি ক্রেতারা পোশাক রপ্তানিকারীদের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি জানিয়ে থাকে—

ক) সস্তায় পণ্য-সামগ্রী সরবরাহ করা

খ) উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বস্ত্রসম্ভার এবং

গ) নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করার শর্ত চাপিয়ে দেয়।

পোশাক রপ্তানিকারীরা বিদেশি ক্রেতাদের এসব দাবিগুলো মানতে রাজি হয়, কারণ— বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ব্যবসায়ী যারা বড়ো বড়ো বিপণি চালায়। আর এসব বড়ো বড়ো স্টোর্স সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে। পাশাপাশি পোশাক রপ্তানিকারীরা যেহেতু সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে চায়, সেহেতু তাদের বিদেশি ক্রেতাদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

নিজে তৈরি করো ঃ

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। স্বপ্না কী তুলোর ন্যায্য দাম পেয়েছিল ? ব্যবসায়ী কেন স্বপ্নাকে কম দাম দিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ ....

২। ব্যবসায়ী, তাঁতি এবং পোশাক রপ্তানিকারীরা ইরোড বস্ত্র বাজারে কী কাজ করছে ?

উত্তর ঃ ....

৩। বড়ো কৃষক তাদের তুলো কোথায় বিক্রয় করবে বলে তুমি মনে কর ? তাদের অবস্থা স্বপ্না থেকে পৃথক কেন ?

উত্তর ঃ ....

৪। পোশাক রপ্তানি কারখানার চাকুরির শর্তাবলি এবং শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে আলোচনা কর।।

উত্তর ঃ ....

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। তাঁতিরা যদি নিজ উদ্যোগে সুতো ক্রয় করে এবং কাপড় বিক্রয় করে, তাহলে তারা তিনগুণ বেশি আয় করতে পারে, এটি কী তুমি সম্ভব বলে মনে কর ? কীভাবে ? আলোচনা কর।

উত্তর ঃ ....

২। পোশাক তৈরি কারখানা-শ্রমিক, পোশাক রপ্তানিকারী এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের শার্ট পিছু তাদের আয়ের মধ্যে তুলনা করো।

উত্তর ঃ ....

Teacher's Note

* 'নিজে তৈরি করো' অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তর তৈরির জন্য পাঠ্যবইয়ের ১০৪ পৃষ্ঠা দেখো। ২নং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অভিমত তুলে ধর। ৩নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ১০৫ পৃষ্ঠার 'ইরোডের বস্ত্র বাজার' অণুচ্ছেদটি দেখো এবং যথাযথ উত্তর লেখো। ৪নং প্রশ্নোত্তরেরর জন্য পাঠ্যবইয়ের ১০৮ এবং ১০৯ পৃষ্ঠা থেকে যথাযথ উত্তর খুঁজে বের করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন - ১ এর উত্তর তৈরির ক্ষেত্রে অধ্যায়টি ভালো করে পড়ে এবং শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজস্ব ভাবনা ব্যক্ত করো। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ১০৯ ও ১১০ পৃষ্ঠা ভালো করে পড়ে যথাযথ উত্তর লেখো।

ভারতীয় গণতন্ত্রে সাম্য (পুনরালোচনা)

নবম অধ্যায় ঃ সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই

মূখ্য বিষয়সমূহ ঃ সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই।। সাম্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।। ভারতীয় সংবিধান।। একটি প্রামাণ্য দলিল।

বিষয়সংক্ষেপ ঃ আমাদের সমাজে শতশত বছর ধরে বহু মানুষ বিশেষ করে মহিলারা অসাম্যের শিকার। অসাম্যের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের কাহিনি আমাদের ইতিহাসে রয়েছে। ভারতের সংবিধান ভারতবাসীকে সমমর্যাদার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি ঘোষণা করেছে যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-ভাষা এবং অর্থনৈতিক কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই কারণে ভারতের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশে সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-স্ত্রী - পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ভোটার সম-মর্যাদাসম্পন্ন।

কিন্তু বাস্তবে, এই সাংবিধানিক অধিকারের সার্থক প্রতিফলন ঘটেনি। এখনও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, স্বাস্থ্য পরিসেবার দ্রুত বেসরকারিকরণ এবং সরকারি হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থার কারণে রমা, হাকিম শেখ এবং আমনের মতো (২ য় অধ্যায়ে উল্লেখিত) গরিব মানুষরা উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে, বৃহৎ পুঁজি লগ্নিকারী ও ব্র্যান্ড পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলো বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম যা স্বপ্নার (নবম অধ্যায়ে উল্লেখিত) মতো গরিব চাষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বলে মেলানির মতো বহু মহিলাকে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে হয় এবং কখনও কখনও বিনা অপরাধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। অপরদিকে ধর্মীয় কারণে আনসারি দম্পতিকে অবহেলার শিকার হতে হয় এবং জাতিভেদ প্রথার কারণে উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা ওমপ্রকাশ বাল্মিকীর (১ম অধ্যায়ে উল্লেখিত) মতো নিম্নবর্ণের মানুষদের নানা অবজ্ঞা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়। পাশাপাশি মহিলাদের কাজকে পুরুষদের তুলনায় কম গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র মহিলা বলে তারা নানাভাবে অবহেলিত এবং অমর্যাদা ও অসাম্যের শিকার হয়। বস্তুত, সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সরকারের সকল উদ্যোগ থাকা সত্বেও সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ও শিক্ষার সুযোগ সুবিধার অভাবে আজও তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং সমতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

♦ পৃথিবীর সর্বত্র গ্রাম, শহর, নগরের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের এমন কিছু মানুষ আছেন যারা সকলের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানেই অন্যায়, অবিচার, অবহেলা ও বৈষম্যের ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই তাঁরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। এই সকল মানবতাবাদী, নির্ভীক ও প্রতিবাদী নের্তৃবৃন্দের আহ্বানে আস্থা রেখে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষ বৈষম্য বিরোধী অন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং ধারাবাহিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের সমমর্যাদার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এদেশে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এবং ন্যায্য অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিড়ি শ্রমিক, মৎস্যজীবী, কৃষি-শ্রমিক ও বস্তিবাসী বহুবার সম্পূর্ণ নিজস্ব ঢং-এ প্রতিবাদী অন্দোলন সংগঠিত করে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। পাশাপাশি এই সকল অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষগুলো যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সমবায় গঠন করে নিজেদের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মধ্যপ্রদেশের তাওয়া মৎস্য সংঘের নেতৃত্বে সেখানকার ক্ষতিগ্রস্থ সাধারণ মানুষ শোষনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। (বিষদ জানতে পাঠ্যপুস্তকের ১১৬ থেকে ১১৮ নং পৃষ্ঠা দেখো।)

♦ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হল মানুষের সমমর্যাদাবোধ। ভারতীয় সংবিধান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কারন, ভারতীয় সংবিধানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার স্বীকৃত। ফলে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমমর্যাদা লাভের সুযোগ পায়। যদিও সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত ভারতবাসী এই সাংবিধানিক অধিকার আদায় করতে সমর্থ হয়।

সমতার অধিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তবে, এই অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। আর এই প্রতিবন্ধকতার কারণগুলো সম্পর্কে বলতে গেলে— দেশের স্বাস্থ্য পরিসেবায় বেসরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধির ফলে গরিব মানুষ-এর সুযোগ নিতে পারে না, গণমাধ্যমগুলো ধনী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্রেতাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, গৃহপরিচারিকাদের বিভিন্ন সময় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে, মহিলাদের কাজের অবমূল্যায়ন এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অথচ এই বিষয়গুলো সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির মূল কারণ। তাছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার প্রদানের কথা বলা হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার প্রদান করা হয় নি। অথচ, অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য বাস্তবে মূল্যহীন। তাই, সমাজে সকলের সমান আত্মসম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সাংবিধানিক স্বীকৃতি, প্রশাসনিক স্তরে আন্তরিক ও সক্রিয় উদ্যোগ এবং জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

ক) সঠিক উত্তর বাছাই ঃ

১। তাওয়া মৎস্য সংঘ অবস্থিত—

ক) ত্রিপুরায় খ) মধ্যপ্রদেশে

গ) আসামে ঘ) মহারাষ্ট্রে

২। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাওয়া জলাধারে বেসরকারি ঠিকেদারদের মাছ চাষের অনুমতি প্রদান করে—

ক) ১৯৫৮ সালে খ) ১৯৭৮ সালে

গ) ১৯৯৪ সালে ঘ) ১৯৯৬ সালে

৩। তাওয়া নদীর উপর বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়—

ক) ১৯৫৮ সালে খ) ১৯৭৮ সালে

গ) ১৯৯৪ সালে ঘ) ১৯৯৭ সালে

উত্তরমালা ঃ ১। খ) মধ্যপ্রদেশে ২। গ) ১৯৯৪ সালে ৩। ক) ১৯৫৮ সালে

খ) শূণ্যস্থান পূরণ ঃ

১। ভারতীয়.......................... নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

২। ভারতের নাগরিকগণ গোপন ভোটের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমতো........................ নির্বাচন করতে পারেন।

৩। সরকারি হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থার কারণে........................ মানুষরা উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা থেকে বঞ্চিত।

৪। সমতার অধিকার .... মূল ভিত্তি।

উত্তরমালা ঃ ১। সংবিধান ২। প্রতিনিধি ৩। গরিব ৪। গণতন্ত্রের

গ) সত্য/মিথ্যা বাছাই ঃ

১। সাম্যের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের ইতিহাসে রয়েছে।

২। বৃহৎ পুঁজি লগ্নিকারী কোম্পানীগুলো বিজ্ঞাপনের জন্য কোনও টাকা খরচ করে না।

৩। ভারতবর্ষে গরিব মানুষের অধিকাংশই দলিত, আদিবাসী ও মুসলিম শ্রেণীভুক্ত

৪। ১৯৯৬ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার তাওয়া বাঁধ নির্মাণের কারণে বাস্তুচ্যুত গ্রামবাসীদের পাঁচ বছরের জন্য তাওয়া জলাধারটি লিজ দেয়।

উত্তরমালা ঃ ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। সত্য

ঘ) স্তম্ভ মেলানো ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। ধর্মীয় কারণে বৈষম্য ও অবহেলার শিকার	ক) ওম প্রকাশ বাল্মিকী
২। জাতিভেদ প্রথার কারণে বৈষম্য ও অবহেলার শিকার	খ) মেলানি
৩। দারিদ্রতার কারণে বৈষম্য ও অবহেলার শিকার	গ) আনসারি দম্পতি

উত্তরমালা ঃ ১। — (গ) ২। — (ক) ৩। — (খ)

ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১

১। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ মহিলা ?

উঃ- ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ মহিলা।

২। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ মুসলিম, দলিত এবং আদিবাসী ?

উঃ- ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ মুসলিম, ১৬ শতাংশ দলিত এবং ৮ শতাংশ আদিবাসী।

৩। কবে তাওয়া নদীর উপর বাঁধ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়?

উত্তর - ১৯৭৮ সালে তাওয়া নদীর উপর বাঁধ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়।

৪। কবে তাওয়া জলাধারের নিকটবর্তী তেত্রিশটি গ্রামের অধিবাসীরা প্রথম মাছ ধরে তাদের নূতন বছর শুরু করে?

উত্তর ঃ ১৯৯৭ সালের ২রা জানুয়ারী তাওয়া জলাধারের নিকটবর্তী তেত্রিশটি গ্রামের অধিবাসীরা প্রথম মাছ ধরে তাদের নূতন বছর শুরু করে।

৫। তাওয়া জলাশয়ের নিকটবর্তী অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কী ছিল?

উত্তর ঃ তাওয়া জলাশয়ের নিকটবর্তী অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল মৎস্য চাষ।

চ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২

১। সম-মর্যাদার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে কী বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ সম-মর্যাদার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা এবং অর্থনৈতিক কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। সেইজন্য ভারতের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

২। আইনগত সাম্য কী?

উত্তর ঃ আইনগত সাম্য বলতে বোঝায় 'আইনের চোখে সবাই সমান' এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত'। অর্থাৎ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক কারণে কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

৩। তাওয়া নদীটি কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে মিশেছে?

উত্তর ঃ তাওয়া নদীটি মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারা জেলার মহাদেব পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বেটুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হোসা-সাবাদের নিকট নর্মদা নদীতে মিশেছে।

৪। তাওয়া অঞ্চলের আদিবাসীরা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল কেন?

উত্তর ঃ তাওয়া নদীর উপর বাঁধ তৈরির ফলে সংশ্লিষ্ট বন ও চাষযোগ্য জমির বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে এই অঞ্চলের বসবাসরত আদিবাসীরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে এবং নিকটবর্তী অন্য কোনও স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৫। তেহরি বাঁধ নির্মাণের পবিণতি কী হয়েছিল?

উত্তর ঃ উত্তরাখন্ডে তেহরি বাঁধ নির্মাণের ফলে পুরানো তেহরি শহর ও নিকটবর্তী একশত গ্রাম আংশিক বা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এতে প্রায় এক লক্ষ অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে এবং অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।

৬। তাওয়া মৎস্য সংঘ কোন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছিল?

উত্তর ঃ মধ্যপ্রদেশের তাওয়া মৎস্য সংঘ তাওয়া জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার তাগিদে বেসরকারী ঠিকাদারদের অত্যাচার বন্ধের জন্য, তাওয়া জলাশয়ে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মৎস্যচাষের অধিকার রক্ষার জন্য এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেছিল।

৭। তাওয়া মৎস্য সংঘ কীভাবে মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে?

উত্তর ঃ তাওয়া জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ ও চাষ, মাছের প্রজনন বৃদ্ধি এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে তাওয়া মৎস্য সংঘ স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে।

৮। সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহনের জন্য কোন কোন বিষয় জনগণকে অনুপ্রাণিত করে?

উত্তর ঃ দুর্বলদের উপর শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা ও অসাম্য প্রদর্শনের প্রতিবাদে রচিত গান, নাটক, জ্বালাময়ী লেখনী ও গল্প কাহিনীগুলো সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহনের জন্য জনগণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

বিবরণধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন - 'ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ বলতে বোঝায়- ভারতে জাতি -ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-ধনী-দরিদ্র-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে গোপন ভোট প্রয়োগ করে নিজেদের পছন্দমতো প্রতিনিধি নির্বাচন করার ক্ষমতা।

জনকল্যাণমূলক কাজ করতে বাধ্য করা ঃ গণতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হল জনগণ। ফলে ভোটের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সর্বদা জনকল্যাণে কাজ করতে হয়। অন্যথায়, জনগণ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন।

সমমর্যাদাবোধ ঃ ভারতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের একটি মাত্র ভোটদানের ক্ষমতা রয়েছে। ফলে প্রত্যেক নাগরিক সমক্ষমতা ও সমমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। জনগণের সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সংবিধান কী ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে?

উত্তর ঃ সমতার অধিকার হল ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। জনগণের সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভারতীয় সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতের সংবিধান প্রত্যেক ব্যাক্তিকে সমকক্ষ বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি নারী-পুরুষ-ধর্ম-জাতি-উপজাতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলে সমকক্ষ বা সমান বলে স্বীকৃত। এছাড়া, সমতার অধিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত কিছু বিধি বা ধারা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে—

ক) প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান ও আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত।

খ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে কোনও ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

গ) সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট খেলার মাঠ, হোটেল, দোকান, বাজার, কুয়ো, স্নানাগার প্রভৃতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।

ঘ) অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হয়েছে।

ঙ) উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

সুতরাং, ভারতীয় সংবিধান এই সমস্ত বিষয় স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সকল অংশের জনগণের সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি জীবন্ত দলিল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নিজে তৈরি করো

বিবরণধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৩

১। তাওয়া অঞ্চলের আদিবাসীরা কেন তাওয়া মৎস্য সংঘের মতো সংগঠন গড়ে তোলে?

উত্তর ঃ ....

২। তুমি কী মনে করো তাওয়া অঞ্চলের গ্রামবাসীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে তাওয়া মৎস্য সংঘ সফল হয়েছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর ঃ ....

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৫

১। কীভাবে সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ বৈষম্যের অবসানের জন্য লড়াই করে?

উত্তর ঃ ....

২। সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ ....

Teacher's Note

- 'নিজে তৈরি করো' অংশের বিবরণধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তর তৈরির জন্য পাঠ্যবইয়ের ১১৭ পৃষ্ঠা ভালো করে পড়ে প্রকৃত কারণ উপস্থাপন করো। ২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য পাঠ্যবইয়ের ১১৭ ও ১১৮ পৃষ্ঠা দেখে তাওয়া মৎস্য সংঘের সাফল্য যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করো।

রচনাধর্মী প্রশ্ন-১ এর উত্তরের জন্য বিষয়সংক্ষেপের তৃতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ো তারপর উত্তর লেখো।২নং প্রশ্নোত্তরের জন্য বিষয়সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদটি পড়ো। প্রয়োজনে পাঠ্য বইয়ের ১১৪ ও ১২০ পৃষ্ঠা দেখো, তারপর প্রতিবন্ধকতার মুখ্য কারণগুলো উপস্থাপন করো।